



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 10 Issue ● 10 January, 2022, Monday ● ২৫ পৌষ, ১৪২৮, সোমবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

### ত্রিপুরার প্রশাসন কী সংবেদি হবে ना!

আগরতলায় ট্রান্সজেন্ডার কিছু মানুষকে উত্যক্ত করার দায় নিলো সাংবাদিক তকমাধারী এক অশিক্ষিত গাড়ল। দেখা গেছে, তার অভিযোগে পুলিশও মাঠে নামে ওই গাড়লের কথা শুনে। এই চারজন ত্রিপুরাবাসীর অপরাধ ছিলো তারা আগরতলার এক অভিজাত হোটেলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলো। অনুষ্ঠান শেষে এরা হোটেল থেকে বের হতেই ওই গাড়ল তাদের পিছু নেয় এবং উত্যক্ত করতে থাকে। ঘটনার যে ভিডিও দেখা যায় তাতে দেখা গেলো গাড়ল সাংবাদিক নাকি তাদের সন্দেহজনক চলাফেরা নিয়ে অনেকদিন ধরেই তাদের ওপর নজর

তার ভাষা, কথাবার্তা, সামাজিক মাধ্যমে তার বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই চারজন ছেলে হয়ে মেয়ের কাপড়চোপড় পরে বেড়ায় এটাই তাদের অপরাধ। আবার পুলিশের যে সব কথাবার্তা পাওয়া যায় তাতে দেখা গেলো এই চারজন কাউকে কখনো প্রতারণা করেছে বা অসামাজিক কোনও কাজকর্ম করেছে, যা অপরাধযোগ্য, এমন প্রমাণ নেই। তাহলে কেন এই চার নাগরিককে হেনস্তা করা হবে ? কেন পুলিশ তাদের গাড়িতে তুলে এনে থানায় ঢোকায় ? গাড়ল সাংবাদিকের কথা ছেড়ে দিলে এবার বুঝতে হয় পুলিশ কিভাবে এই নিরপরাধদের নিয়ে টানাহ্যাচড়া করতে

আবার সাংবাদিক বা মিডিয়াপার্সন যদি দেশের আইনকানুন সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে থাকে তাকে গাড়ল বলে ক্ষমা করা গেলেও দেশের আইন অনুযায়ী তো তাকে ক্ষমা করা যাবে না। ট্রান্সজেন্ডারদের আইনগত মান্যতা সারা বিশ্বের সঙ্গে এই দেশেও প্রচলিত। এটা প্রমাণিত যে এটি কোনও মানসিক অসুখ নয়। একজন মানুষ যদি মেয়ে হয়ে পুরুষের পোশাক পরে বা পুরুষ হয়ে মেয়ের পোশাকও পরে তাতে ক্ষতি কোথায়! কি ক্ষতি হয় সমাজের ? কিন্তু গাড়ল সাংবাদিক এই সব বুঝতে চায় না। কোনও ট্রান্সজেন্ডার নাগরিকের হোটেলে যাওয়া কিংবা অনুষ্ঠানে গিয়ে নাচ গান করতে চাইলে সে কিভাবে দেশের প্রচলিত আইন ভাঙছে? তাছাড়া এই মানুষগুলি সুশিক্ষিত, ভালো পেশায় নিযুক্ত। তাদের শিক্ষাদীক্ষা যে প্রশ্নকর্তা গাড়ল সাংবাদিকের চেয়ে বেশি তা তো ভিডিও'র কথাবার্তাতেই স্পষ্ট। ইতিহাসগতভাবে কিংবা প্রাচীন ভারতের যে পুরাণ, পরস্পরা রয়েছে তার সর্বত্র ট্রান্সজেন্ডারদের পাওয়া যায়। তবে কোথাও তাদের সম্পর্কে সামাজিকভাবে অবজ্ঞা বা ঘূণা করতে দেখা যায়নি। দেশে প্রচলিত যে আইন রয়েছে ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ হোক এটাই চায় সাধারণ মানুষ। সেই আইন কার্যকর হলে একদিকে গাড়ল সাংবাদিক যেমন গারদে ঢুকবে তেমনি সেইসব পুলিশগুলির শিক্ষা হবে যারা গাড়লের কথায় চার নিরীহ নাগরিককে হেনস্তা করেছে, তাদের নাগরিক অধিকার, মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে। রাজপথে মানুষকে বেআব্রু করে কাপড় খুলে যে পুলিশ, যে গাড়ল মিডিয়া তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা চায় সাধারণ মানুষ। আমাদের প্রশাসন কি ততটা সংবেদনশীল হতে পারবে?

#### সাইবারক্রাইম ময়দানে হাজির অপরাধীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।।** বড় সাধ করেই রাজ্য সাইবারক্রাইম বিভাগকে ঢেলে সাজিয়েছিলো স্বরাষ্ট্র দফতর। বাঘা বাঘা আইপিএস আধিকারিককে ক্রাইম ব্রাঞ্চে বসিয়ে দিয়ে মূলত সাইবার অপরাধীদের মেঘের আড়াল থেকেও ধরে আনার কৌশল নিয়েছিলো সরকার। কিন্তু সবই যে বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়, তা এই ক'বছরে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে বার বার। গালভরা নামেই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তারই একটি বিভাগ হলো সাইবার ক্রাইম। দেশি কথায় বলতে গেলে-উইপোকা খেয়ে ঢোল করে ফেলা মূলি বাঁশ। আজ পর্যন্ত কোনও সাইবার অপরাধীরই ল্যাজের লোমের পর্যন্ত সন্ধান পায়নি এরা। এবার সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে সাইবার অপরাধ চক্রের খপ্পডে পড়েছেন রাজ্য সরকারেরই দুই আধিকারিক। যদিও বৃদ্ধিমত্তার জেরে এরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছেন। জানা গেছে, গোমতী জেলার ডিএফও কুন্তল দেববর্মা, অমল দেববর্মা সালেমা থানার ওসি, তপেন্দ্র রায় কুঞ্জবনের প্রাক্তন ওসি এদের কাছে সামাজিক মাধ্যম থেকে চ্যাটিং শুরু হয়। এই চ্যাটিংয়ে বলা হয় তাদের পরিচিত ব্যক্তিটি নাকি গুরুতর অসুস্থ, টাকার জরুরি প্রয়োজন। অনলাইনে যেন টাকা পাঠানো হয়। এটা জানার পর তপেন্দ্রবাবু ওই নম্বরে ভিডিও কল করেছিলেন পর পর দু'বার। কিন্তু ভিডিও কল রিসিভ না করে অপর প্রান্ত থেকে লিখে পাঠানো হয় হাসপাতালে থাকার দরুন ভিডিও কল ধরতে পারেননি। কিন্তু আগে যেন টাকাটা পাঠানো হয়। এভাবে গোটা রাজ্যেই সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার • এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৯ জানয়ারি ।। রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত জারি থাকবে নাইট কারফিউ। বিয়ে বাড়িতে সর্বাধিক ১০০ জন প্রবেশাধিকার পাবেন। আবার সরকারি দফতর এবং বিভিন্ন অফিসে ১০০ শতাংশ হাজিরা। উল্টোদিকে, সরকারি বৈঠক বা ট্রেনিং আয়োজন করা যাবে না। প্রকাশ্যে কোনও জনসমাবেশ আয়োজন করা যাবে না। সরস মেলা বা এ যাবতীয় কোনও মেলা আয়োজন করা যাবে না। কিন্তু তীর্থমেলা অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও খোলা

থাকবে এবং ভক্তরা সেখানে যেতে পারবেন। রবিবার এরকম নানা বৈপরীত্য সহ একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়। করোনা বিষয়ক নির্দেশিকাটি প্রকাশ্যে আসতেই সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে, নির্দেশিকার বৈপরীত্য নিয়ে। রবিবার বিকেলে সরকারের রাজস্ব দফতরের ত্রিপুরা দুর্যোগ মোকাবিলা অথরিটির তরফে চার পাতার এক নির্দেশিকা জারি হয়। রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক নির্দেশিকাটি স্বাক্ষর করে প্রত্যেক জেলাশাসককে তার প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নির্দেশিকাটির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি দফতরের প্রধান সচিব এবং সচিবদের কাছ থেকেও। বাদ থাকেননি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক থেকে শুরু করে প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপার সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরাও। কিন্তু রবিবার জারি হওয়া নির্দেশিকাটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। নির্দেশিকার দ্বিতীয় পয়েন্টে বলা হয়েছে, 'নো পাবলিক মিটিং ইন ওপেন স্পেইসেস আর এলাউড'। অর্থাৎ

### 4/1/2022 5/1/2022 6/1/2022 7/1/2022 8/1/2022 9/1/2022 Total - 103

- রাজ্যজুড়ে নাইট কারফিউ জারি। ১০ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাত ৯টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত জারি থাকবে এই কারফিউ। প্রেক্ষাগৃহ বা বন্ধ ঘরে এক তৃতীয়াংশ নিয়ে বৈঠক ইত্যাদি আয়োজন করা যাবে।
- পাবলিক মিটিং করা যাবে না।
- সিনেমা হল, বার, মাল্টিপ্লেক্স, রেস্তোরাঁ ধাবাতে ৫০ শতাংশ প্রবেশাধিকার এবং জিম ও সুইমিং পুলে এক তৃতীয়াংশ।
- মল, পার্লার, সেলুন সহ সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সকাল ছয়টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।
- কোনও মেলা বা এগ্জিবিশন করা যাবে না। সরকারি দফতরের বৈঠক যথাসম্ভব ভিডিও কনফারেন্সের
- সরকারি কর্মক্ষেত্রগুলোতে নিয়মিত স্যানিটাইজেশন। বিয়ে বাড়িতে সর্বোচ্চ ১০০ জনের প্রবেশাধিকার, শেষকৃত্যে
  - সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে।

জনবহুল এলাকায় কোনও মিটিং আয়োজন করা যাবে না। একই নির্দেশিকার সপ্তম পয়েন্টে বলা হয়েছে, কোনও ধরণের মেলা বা এগজিবিশন আয়োজন করা যাবে না। কারণ, এগুলো হচ্ছে 'সুপার স্প্রেডার'। রবিবার জারি হওয়া নির্দেশিকায় 🎳 এরপর দুইয়ের পাতায়

খোয়াই, ৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশকের নির্দেশ মানছেন না খোয়াই জেলায় কর্মরত ইন্সপেকটর স্বপন কুমার দাস। মহানির্দেশকের আদেশের দুই মাস পরও খোয়াইতেই টিকে আছেন



ইনচার্জ ইন্সপেকটর স্বপন। শুধুমাত্র জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় বদলি নির্দেশিকা থাকার পরও এক জায়গায় টিকে আছেন তিনি। জানা গেছে, গত ১০ নভেম্বর রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক এক ইনসপেকটর ছাডাও খোয়াই জেলার দুই কনস্টেবলকে অন্য জেলায় বদলি করে। স্বপনকে বদলি করেছিলেন ধলাই জেলায়। দুই কনস্টেবল সমীর শুকু দাস এবং সুশান্ত সরকারকে বদলি করেন পশ্চিম জেলায়। পুলিশ সদর দফতরের এফ৫ ফাইল থেকে এই তিনজনকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশের পর বাকি দুই কনস্টেবল দু 'তিনদিনের 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায়

# ১০ লক্ষের প

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। লক্ষ লক্ষ পার্ক নির্মিত হয়েছিলো। সে সবের অধিকাংশই এখন দুর্দশার চিত্র বহন করছে প্রতিদিন। শহরের বিভিন্ন প্রান্তেই প্রধানত শিশুদের কথা মাথায় রেখে বাম আমলে বেশ কিছু পাৰ্ক নিৰ্মিত হয়েছিলো। গত কয়েকমাস আগে রাজ্যের হাজারো পরিবারকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, রাত দশটা পর্যস্ত কার্যকর না হলেও, শহরের প্রায় লাগানো হয়েছিলো পার্কে, এলাকায় • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রতিটি পার্ক এখন অযত্ত্বে আর সেগুলো পর্যন্ত খতম। শুধু তাই নয়, অবহেলায় ক্ষয়ে যাচ্ছে। শহরের টাকাখরচ করে শহরে কয়েক ডজন অন্যতম প্রধান এলাকা তথা দশমীঘাট অঞ্চলে 'দশমীঘাট বাগ' বলে একটি প্রামাণ্য এলাকা জুড়ে পার্ক নির্মিত হয়েছিলো। প্রয়াত সাংসদ খগেন দাসের সাংসদ তহবিলের আনুমানিক প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে এই পার্কটি নির্মিত রক্ষণাবেক্ষণের চডান্ত অবহেলার হয়। গত কয়েক বছরে পার্কের কারণে, সেগুলো এখন জরাজীর্ণ। চার পাশের বাউ ভারি (পড়ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব লোহার রড দিয়ে তৈরি দেওয়াল) খলে নিয়েছে দক্ষতিরা। দোলনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরঞ্জাম বিকল হয়ে পড়ে আছে। চুরি হয়ে শহরের প্রত্যেকটি পার্ক খোলা গেছে পার্কের নানা অন্য সরঞ্জাম। থাকবে। সেই আশ্বাসবাণী বাস্তবে যে হাই ভোল্টেজ লাইটগুলো

পার্কটির মাঝখানে হনুমানরূপী এক-দুটো মডেলকে বসানো হয়েছিলো, সেগুলো পর্যন্ত ভেঙে চুরমার। এই পার্কটিতে এখন এলাকার অনেকেই কাপড়-জামা শুকোয়। পার্কের দেওয়াল এবং বিভিন্ন সরঞ্জামের উপর প্রতিদিন ডজনে ডজনে কাপড়-জামা শুকোতে দেওয়া হয়। পার্কের দটো কোনে দুপুরের পর থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত নেশা কারবারিদের ভিড় থাকে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। শহরের অন্যতম প্রধান একটি এলাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্মিত পার্কটি দেখতে দেখতে ক্ষয়িষ্ণ হয়ে পডলো। অথচ এই

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। গত ৩১ সংবাদমাধ্যম, তারিখ থেকেই সরকারিভাবে মাস্ক না পরলে জরিমানা আদায়ের

প্রচারে আনতে হবে। রাজ্যের বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন জারি করতে হবে। ওই নির্দেশিকার নির্দেশিকা জারি হয়েছিলো। পরোয়াকরেননি সংশ্লিষ্ট দফতরের রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক আধিকারিকরা। স্বাস্থ্য দফতরের

#### STATE DIRECTIVES FOR COVID-19 MANAGEMENT

- Wide and thorough publicity on wearing masks/ face cover and to maintain Covid Appropriate Behavior (CAB) through miking, print, electronic and social media.
- Fine may be imposed on the defaulters for not using masks or maintaining CAB or ing in public places from 31st December, 2021. For this, public awareness should be
- Arrivals from the high risk countries and their mandatory home quarantine should be
- . Enforcement of strict sample testing in airport, all railway stations, all ICPs and
- Strict compliance of sample testing of the BSF, CRPF, Assam Rifles, RPF, CISF personne who are coming from outside the state.

গত ৬ জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক সরকারি নির্দেশিকা স্বাক্ষর করে বলেছিলেন, মাস্ক বিষয়ক জরিমানা আদায়ের আগে প্রশাসনকে আগাম জনসচেতনতা বিষয়ক প্রচার চালাতে হবে।

এক নির্দেশিকা স্বাক্ষর করে আইইসি ডিভিশন, তথ্য সংস্কৃতি বলেছিলেন, ৩১ তারিখ রাত থেকেই মাস্ক না পরা থাকলে প্রশাসনিকভাবে প্রত্যেক নাগরিকের কাছ থেকে দু'শ টাকা করে জরিমানা আদায় করা যাবে। ওই নির্দেশিকায় বলা ছিলো, বিষয়টি

নাগরিকদের জন্য বিশদ আকারে

Testing should be increased.

দফতরের প্রচার শাখা এবং রাজ্যের পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ও জরিমানা বিষয়ক প্রচারকে ঘিরে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। গত ৩১ তারিখ যে নির্দেশিকাটি জারি হয়, তার ক'দিন পরেই দেশের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফর ছিলো। গত ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফরে আসেন। হয়তো সেই কারণেই গত ৩১ থেকে ৪ তারিখ পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বিশ্রামে ছিলেন। মাস্ক না পরার জন্য হয়তো গত চার তারিখ সবচেয়ে বেশি জরিমানা আদায় করা যেত। সে যাই হোক, প্রশাসনিকভাবে গত ৬ তারিখ পুনরায় রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক তথা দুৰ্যোগ মোকাবিলা আইন বিষয়ক রাজ্যের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান আরো একটি সরকারি নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেন। সেখানেও তিনি স্পষ্ট জানান, মাস্ক না পরলে এবং প্রকাশ্যে থুতু ফেললে জরিমানা আদায় করা হবে। প্রত্যেক নাগরিকের কাছ থেকে ওই 'অপরাধ'র জন্য ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গত ৩১ ডিসেম্বরের সরকারি নির্দেশিকার মতো গত ৬ তারিখের নির্দেশিকাতেও বলা হয়েছে, এই আইন নতুনভাবে লাগু করার আগে জনসচেতনতা বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ সরকারি বিজ্ঞাপন, প্রেস রিলিজ, মাইক্রোফোন ব্যবহার করে বাজার ও ইত্যাদি 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায়

### কাটমানির টাকায় ফ্র্যাট খন্দের খুজতে নাকাল আভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। প্রমোটারি ব্যবসায় এবার যথেষ্টই নাম-যশ কুড়োতে চলেছেন ধলেশ্বরের বাসিন্দা শর্মিলাদেবী। ওই এলাকায় একটি ঐতিহ্যবাহী ক্লাব সংলগ্ন স্থানে গড়ে উঠেছে ২ বিএইচকে এবং ৩ বিএইচকে কক্ষ সম্বলিত প্রাসাদোপম বাডি। স্থানীয় নিন্দুকদের অভিযোগ, এই বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে তোলাবাজির টাকা। যে টাকার বেশিরভাগই আদায় করেছেন অভি নামক এক গৃহ পরিচারক কাম ড্রাইভার। মনিবের হয়ে বিপিএল অভি তোলাবাজি করতে গিয়ে এখন নাকি কয়েক কোটির মালিক। নেপকো এলাকায় ঠিকেদারি হোক কিংবা খয়েরপুরের যেকোনও প্রান্তের কোনও ঠিকেদারি, বোধজংনগর শিল্পতালুকের যেকোনও



কাজ অভি নাকি সবকিছুরই ভাগ্য নিয়ন্তা। ভাসুরের নাম না বলার মতো করেই সবাই জানেন অভি'র পেছনে লুকিয়ে থাকা চেহারাটি আসলে কার। সেই কারণেই এখানকার মানুষেরা অভি'র হাতে তুলে দেন সমস্ত দালালির টাকা। যে টাকায় গড়ে উঠেছে প্রাসাদোপম ফ্ল্যাটবাড়িটি। এখন চলছে অর্ধ কোটি টাকা মূল্যে একেকটি ফ্র্যাটের বিক্রিবাটা। অনেকেই জানিয়েছেন, প্রমোটারি ব্যবসার মালিক শর্মিলাদেবী হলেও বাড়িটির আসল মালিক একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আর ফ্র্যাট বিক্রির এক নম্বরের দালাল হয়ে কাজ করছেন অভি। কারণ, প্রতিটি ফ্ল্যাট বিক্রি থেকেই কাটমানি যাবে অভি'র অ্যাকাউন্টে। এভাবেই বিপিএল কার্ড হোল্ডার অভি গত ক'বছরে কোটির মালিক হয়েছেন। গোটা শিল্পতালুক এখন তার হাতের মুঠোয়। শিল্পনগরীর ঠিকেদার, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের কাছে অভি এখন ভগবান।

## সকরায় পদালিত থানার অন্বরে

মহিলা থানায় রীতিমত অর্ধনগ্ন খাওয়া তো দূরে থাক, জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, মহিলা থানার ভেতরে খোদ এক মহিলা দেখায়। রবিবার দুপুরে ৪ জনকেই থানা থেকে ছেড়ে দেওয়ার আগে, ওই মহিলা আধিকারিক একটি বয়ান তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে

পরবে না। গত শনিবার রাতে একটি আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। হোটেলে ডিজে গানের সঙ্গে ওই ৪ জনের সাথে নাচতে সদস্যকে গত শনিবার পশ্চিম চেয়েছিলেন শহরের এক চিত্র সাংবাদিক। নাচতে নাচতে এক অবস্থায় মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয় সময় কুপ্রস্তাব এবং ৪ জন সমকামির সারা রাত। শনিবার রাত থেকে একজনের শরীরেও হাত দিয়ে রবিবার দুপুর পর্যন্ত তাদেরকে ফেলেন। ৪ জনের মধ্যে একজনের টেলিফোন নম্বর চেয়ে না পাওয়ায় ওই চিত্র সাংবাদিক বেজায় রেগে যান। রবিবার উপরের এই পুলিশ আধিকারিক ৪ জনকে প্রত্যেকটি বক্তব্যকে ক্যামেরার উদ্দেশ্য করে বলেছে, তারা যাতে সামনে প্রকাশ্যে বলেছেন কাপড় জামা খুলে তাদের শরীর এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্য মোহিনী। আর এগুলো বলা মানেই, পশ্চিম থানা ও পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ এবং ওই অভিযুক্ত চিত্র সাংবাদিক স্পস্তত দেশের শীর্ষ নেন। তাতে লেখা হয়, ওই ৪ জন আদালতের একটি ঐতিহাসিক আর কোনওদিন মেয়েলি পোশাক রায়কে অমান্য করেছেন। সোমবার

তরফে বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে বলে খবর। খবর এটাও, থানায় মামলাও করা হবে দু'তিনজনের বিরুদ্ধে। এদিন সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজ্যের এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কয়েকজন আইনজীবীও সরাসরি আলোচনায় রয়েছেন এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে। গত শনিবারের ঘটনায় দেশজুড়েই ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে। যেভাবে গত শনিবার রাতে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ জনকে হেনস্তা করেছে পুলিশ এবং কয়েকজন সাংবাদিক, যেভাবে তাদের বিরুদ্ধে

মিথ্যা অভিযোগ এনেছে, তা

সকালে এলজিবিটি কমিউনিটির

দেশের শীর্ষ আদালত এলজিবিটি কমিউনিটির অধিকারকে নানাভাবে নিশ্চিত করেছেন গত কয়েক বছর আগেই। প্রেক্ষাপটের দিকে

আত্মমর্যাদা ও অধিকার বোধ নিয়ে মামলা দায়ের করেছিল এবিভিএ নামক একটি সংগঠন। তারপর থেকে এই দেশ এলজিবিটি



তাকালে আলোচনায় উঠে আসবে ১৯৯৪ সালটি। দিল্লির উচ্চ আদালতে এলজিবিটি (লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়েল, কমিউনিটির নানা আন্দোলন দেখেছে। অবশেষে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে দেশের শীর্ষ আদালতে পুনরায় এলজিবিটি কমিউনিটির জন্য মামলার শুনানি হয়। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখ শীর্ষ আদালতের ৫ সদস্যক বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক রায় দিয়ে স্পষ্টত জানিয়ে দেন, ভারতবর্ষে সমকামিতা কোনও অপরাধ নয়। ৫ সদস্যক সেই বেঞ্চের সেদিন নেতৃত্ব দেন শীর্ষ আদালতের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। অন্য চারজনের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি আর এফ নরিম্যান, এ এম খানউইলকার, ডি ওয়াই চন্দ্রচ্ছ এবং ইন্দু মালহোত্রা। ঐতিহাসিক রায়টি দিয়ে সেদিন দেশের শীর্ষ আদালত বলে দিয়েছিল, দেশে গত ১৫৬ বছর ধরে সমকামিতা যে আঙ্গিকে 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য হতো, তা আর হবে না। শুধু এটুকুই নয়, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমকামিতা নিয়ে

ঐতিহাসিক রায় ঘোষণার পর শীর্ষ আদালতের বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা সমকামিদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন--- ইতিহাস আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এরকম একটি প্রেক্ষাপট থাকার পরেও গত শনিবার রাতে শহরের বুকে এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ সদস্যকে ঘিরে যে বর্বর সুলভ আচরণ ঘটালো পশ্চিম থানা এবং পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ আধিকারিকরা, তা এককথায় রাজ্যের মুখটিকে দেশের এলজিবিটি কমিউনিটির কাছে কলঙ্কিত করলো। পুলিশের সঙ্গে শনিবার বর্বর সুলভ আচরণে অংশ নেন দুই চিত্র সাংবাদিকও। গত শনিবার শহরের ফায়ার ব্রিগেড এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ সদস্য দিতে

রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই এক চিত্র সাংবাদিক তাদের ধাওয়া করেন। বটতলা আসার আগেই তাদেরকে জোরজবরদস্তি করে পুলিশের গাড়িতে ঢুকিয়ে দেয় পশ্চিম থানার পুলিশ কর্মীরা। নেপথ্যে ওই চিত্র সাংবাদিকের টেলিফোন। রবিবার প্রতিবাদী কলম পত্রিকাকে গত শনিবার রাতের নির্মম অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এলজিবিটি কমিউনিটির যে ৪ জন মহিলা গত শনিবার রাত থানায় কাটিয়েছেন, তাদের একজন মোহিনী স্পষ্ট ভাষায় বললেন— 'শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা ৪ বান্ধবী হোটেলে ডিজে পার্টি করছিলাম। আমাদের সেই পার্টিতে প্রবেশ করেছিল এক চিত্র চৌমুহনিস্থিত একটি হোটেল থেকে সাংবাদিক। চেহারা দেখলে বলে এরপর দইয়ের পাতায়

### সোজা সাপ্টা

#### আশীর্বাদ

দুইদিন আগেই ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে দুই হাত ভরে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। হাজার হাজার মানুষের সামনে রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নয়নের গল্পও বলে গেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দেখা গেলো, প্রধানমন্ত্রী দিল্লি ফিরে যাবার পরই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা (১০২) মুখথুবড়ে পড়েছে। একদিন বাদেই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সিএনজি স্টেশনের ঝাঁপ বন্ধ। মানুষ নিশ্চয় চিন্তা করছে এসব কি হচ্ছে হীরার রাজ্যে ? এসব কি হচ্ছে ডাবল ইঞ্জিনের রাজ্যে ? মানুষের যন্ত্রণা, মানুষের সমস্যা, মানুষের কষ্ট যদি এভাবে বৃদ্ধি পায় তাহলে হীরার রাজ্যের প্রয়োজনটা কি? কিছুদিন ধরেই টিএসআর-র চাকুরি নিয়ে গোটা রাজ্যের বেকারদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে।কখনও পুলিশ, কখনও প্রশাসনকে দিয়ে বেকারদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে চাপ, হুমকি দিয়ে বেকারদের ভয় দেখানোর অভিযোগও উঠে আসছে। রাজ্যে নেশার এখন বাড়বাড়স্ত। নেশায় মিজোরাম, মণিপুরকে নাকি পেছনে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে ত্রিপুরা। গাঁজা চাষে তো ত্রিপুরার নাম গোটা দেশে। চাকুরি হারিয়ে ১০,৩২৩ শিক্ষকরা একে একে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলছে। ৪৬ মাসে আশ্বাস, প্রতিশ্রুতিতে রেকর্ড হলেও বাস্তবে তার সংখ্যা বলার মতো নয়। প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ যখন মাথায় তখন তো রাজ্যের মানুষের এতো সমস্যা, এত অভাব-অভিযোগ থাকার কথা নয়। মানুষ অবশ্য বলছে—হীরা নয়, খাদ্য চাই, চাকুরি চাই।

#### ঐতিহাসিক রায় পদদলিত থানার অন্দরে

 প্রথম পাতার পর পারবো। অনবরত আমাকে নানাভাবে বিশ্রি ইঙ্গিত দিয়েছে। আমার ফোন নম্বর চেয়েছে বার বার। নিজেও নাচতে নাচতে একসময় আমার শরীরে হাত দিয়েছে। আমি প্রতিবাদ করতেই ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে আমাদের নাচ ভিডিও করতে শুরু করে দেয়।' মোহিনী এদিন শনিবার রাতের কথা বলতে গিয়ে বলেন, চিত্র সাংবাদিকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ার পরই উনারা ৪ জন হোটেল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাদেরকে ধাওয়া করেন চিত্র সাংবাদিক। অভিযোগ, তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে থানায় ফোন করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান নিয়ে বটতলার দিকে ছুটে গেলেই মোহিনীদের জোর করে গাড়িতে তুলে নেন পশ্চিম থানার পুলিশ। এর পর থেকেই এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ জনের উপর নির্মম অত্যাচার নেমে আসে। তাদেরকে রীতিমত মৌখিকভাবে ধর্ষণ করেন পশ্চিম থানার পুলিশ ও পশ্চিম মহিলা থানার পূলিশ আধিকারিকরা। জঘন্য, অকথ্য, অভব্য এবং পৈশাচিক ভাষা ব্যবহার করে এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ জনকে

কি অপরাধ তাদের? মোহিনীর কিন্তু উনার নাম জানি না। সে বক্তব্য — 'আমরা শরীরে পুরুষ হলেও নিজেদের মনে মনে নারী ভাবি। আমরা কি পোশাক পরব, আমাদের যৌন ব্যবহার কি হবে তা পুলিশ বা সাংবাদিকরা ঠিক করে দিতে পারবেন না।' শনিবার রাতে ৪ জনকে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর এক পুলিশ আধিকারিক জঘন্য ভাষায় তাদেরকে আক্রমণ করতে শুরু করে। মোহিনীরা এক সময় লজ্জায় এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন। মোহিনীদের শরীর নিয়ে নানা ধরনের উষ্ণানিমূলক এবং ধর্ষণ সূচক বক্তব্য রাখেন থানার পুলিশ আধিকারিক এবং এক দু'জন কর্মী। সরাসরি এই অভিযোগ করেন কমিউনিটির প্রতিনিধিরা। অন্যদিকে মহিলা থানাতে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে এক মহিলা পুলিশ আধিকারিক এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ জনকেই তাদের পোশাক খুলে শরীর দেখাতে বলেন। মোহিনীর বক্তব্য অনুযায়ী— 'আমাদেরকে রীতিমত অর্ধনগ্ন করিয়ে সারা রাত থানার ফ্লোরে বসিয়ে রেখেছে।রাত ১১টা থেকে সকাল সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আমাদের খাবার তো দূরে থাক, জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।' মোহিনী নানাভাবে হেনস্থা করা হয় থানায়। অভিযোগ করে এও বলেছেন,

একটা সময় মহিলা থানার পুলিশ আধিকারিক নিজের পোশাক খুলেও আমাদের দেখাবেন বলে বলেছেন। রবিবার পিবি২৪'র স্টুডিওতে বসে কথাগুলো বলেন মোহিনী নিজেই। প্রশ্ন হলো, পুলিশকে এই অধিকার কে দিয়েছে? দেশের শীর্ষ আদালতের রায় যেখানে এলজিবিটি কমিউনিটির অধিকার নিয়ে সরব, সেখানে দু'জন পুলিশ বা দু'জন চিত্র সাংবাদিক কিভাবে জেরার পর জেরা করে গেলেন গত শনিবার ? যদি উক্ত ৪ জন অপরাধ করে থাকেন, তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া হলো? তাদের কাছ থেকে যে চিঠিটি লিখিয়ে রাখা হয়েছে, তার বয়ান কে ঠিক করেছে? জানা গেছে, ওই বয়ানটি মহিলা থানার এক আধিকারিক বলে দিয়েছেন। কোনওভাবেই মেয়েলি পোশাক পরা যাবে না, এই লাইনটিও চিঠিতে লেখার জন্য বলা হয়েছে মোহিনীদের। প্রশ্ন, মহিলা থানার পুলিশ কোন্ বই পড়ে এই আইনগুলো শিখেছেন? মোটা অংকের টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন? প্রশ্ন উঠছে, যে সাংবাদিক এবং পুলিশদের নিয়ে মোহিনীরা প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুললেন, তাদের বিরুদ্ধে আইন কোনও ব্যবস্থা নেবে কি?

#### জারি নাইট কারফিউ

না। অন্য আর কোনও মেলা বা অনুষ্ঠান এই নির্দেশিকায় উল্লেখিত হয়নি। এবার প্রশ্ন জাগছে, রবিবার জারি হওয়া নির্দেশিকায় মুখ্যসচিব

পয়েন্টে বলা হয়েছে করোনা সরস মেলা আয়োজন করা যাবে বিষয়ক বিধিগুলো মেনে প্রত্যেকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও খোলা রাখা যাবে। এছাড়াও আরো অন্যান্য নিয়মাবলী বেঁধে দেওয়া হয়েছে রবিরারের নির্দেশিকায়। কিন্তু নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তীর্থমুখ প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়হীনতার যে মেলা আয়োজন করা যাবে। শুধু অভাব, তা আবারো স্পষ্ট। প্রশ্ন তাই নয়, তীর্থমুখ মেলায় কত উঠছে, যদি সরকারি বৈঠক বা সংখ্যক মানুষ প্রবেশ করতে দফতরের নানা অনুষ্ঠানের পারবেন, তারও কোনও সীমা আয়োজনের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত বেঁধে দেওয়া হয়নি। শুধু বলা বিধিনিষেধ থাকে, তাহলে হয়েছে, কোভিড নিয়ম মেনে তীর্থমেলা কিভাবে সম্ভব? প্রশ্ন কিন্তু গত অস্তত দশটি করোনা মেলাটির আয়োজন করতে হবে জাগছে, যদি জনবহুল এলাকায় বিষয়ক নির্দেশিকা যেভাবে এবং সরকারি কোনও যানবাহন কোনও জনসমাবেশ না হতে সমন্বয়হীনতার প্রমাণ রেখেছে, পুণ্যার্থী আনার জন্য ব্যবহৃত হবে পারে, তাহলে প্রত্যেকটি ধর্মীয় রবিবারের নির্দেশিকাটিও তাই না। এই নির্দেশিকারই ১৬ নং প্রতিষ্ঠান কিভাবে খোলা থাকবে? রাখলো।

কীৰ্তন, মাহফিল সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তো শ'য়ে শ'য়ে মানুষ অংশগ্রহণ করেন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে সিনেমা হল, ক্রীড়া অঙ্গন, পার্ক ইত্যাদি জায়গায় ৫০ শতাংশ নাগরিকদের প্রবেশাধিকার সম্ভব। কিন্তু একই নির্দেশিকায় বলা হচ্ছে, সরকারি বৈঠকগুলো ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যথাসম্ভব করতে হবে। সরকারি কর্মক্ষেত্রগুলো স্যানিটাইজ করার কথাও উক্ত নির্দেশিকায় রয়েছে।

#### ফাইন আদায়ে জনতার ক্ষোভ

• প্রথম পাতার পর এলাকায় প্রচার হবে বিষয়ক প্রচার করার দিকটি হাজারো শহরবাসী তথা লাখো করতে হবে। সেসব কিছুই করা হয়নি। নির্দেশটিকে অর্ধেক মেনে চলছেন মহকুমা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। শনিবার ও রবিবার জুড়ে হাজার হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে নগরবাসীদের কাছ থেকে। কিন্তু

পুরোটাই এড়িয়ে গেছেন। সরাসরি অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্যসচিব স্বাক্ষরিত ফাইন আদায়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। প্রশ্ন জাগে, এই ধৃষ্টতাগুলো প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কিভাবে পান ? গত ৩১ তারিখের পর থেকে এখন পর্যন্ত শহরের কোথাও কী মাস্ক পরার জন্য প্রচার চালিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা? প্রশাসনিক কর্মকর্তারা মাস্ক পরে থাকা লজ্জায় মাথা নত হওয়া দরকার এবং না পরলে যে জরিমানা দিতে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের। এটাই

রাজ্যবাসীর মত। গত ১০ দিনে দু'দুবার রাজ্যের মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, মাস্কজনিত ফাইন আদায়ের আগে ভালো করে প্রচার করতে হবে। প্রচার দূরে থাক, বিষয়টি নিয়ে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সরাসরি মাঠে নেমে সরকারের জন্য 'রাজস্ব' আদায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা দেখলে লজ্জায় পড়বে খোদ সরকারি নির্দেশগুলো।

### বিধায়কের বৈঠক বয়কট

 তিনের পাতার পর ছিলেন। তাছাড়া বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা আগেই তিপ্রামথায় যোগ দিয়েছেন। এদিনের বৈঠকে দিল্লির কর্মসূচির যন্তরমন্তরের 'ফিডবেক', রাজ্য পরিস্থিতি এবং আগামীদিনের ভাবনা বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে আইপিএফটি'র এই দিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে জানুয়ারি মাসের শেষ কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে আইপিএফটি'র শীর্ষ নেতৃত্ব দিল্লিতে যাবেন। হয়তো আগামীদিনে প্রধানমন্ত্রী কিংবা অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাতও হতে পারে আইপিএফটি'র শীর্ষ

সময় প্রধানমন্ত্রী কিংবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা হয়নি তিপ্রামথা এবং আইপিএফটি'র দিল্লি সফররত প্রতিনিধিদের। এবার একাই যাচেছ আইপিএফটি। তাছাড়া আগামীদিনে দিল্লি অভিযানের পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জোর আলোচনা করেছেন বক্তারা।এই সময়ে রাজ্যে

আইপিএফটি-কে নিয়ে যে গুঞ্জন চলছে সেই ক্ষেত্রে এদিনের বৈঠকে একজন মন্ত্রী ও একজন বিধায়কের অনুপস্থিতি গুঞ্জনের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া আইপিএফটি'র একাংশ বিধায়কের 'মতিগতি' রাজনৈতিক নেতাদের। তিপ্রামথার সাথে মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। তবে

যৌথ দিল্লি অভিযান হলেও সেই ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি হচ্ছে তা সময়ই বলা যাবে।

নেশা সামগ্রী ■আটের পাতার পর - থকে শুরু করে মুদি দোকানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন জাতীয় নেশা সামগ্রী। দিনের পর দিন যুব সমাজ নেশায় ধ্বংস হয়ে গেলেও নীরব দর্শকের ভূমিকায় বিশালগড় থানার পুলিশ। সূত্র অনুযায়ী চুরাইবাড়ি এলাকার দুই নেতা সেই তিন ভাইয়ের সাথে ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। আগরতলা এবং বিশালগড়ের পদ্মের আশীর্বাদও আছে তাদের সাথে। এখন দেখার, তিন ভাই-সহ অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

#### আকর্ষণ করেছে

#### এলসিভি'র চালকরা

 তিনের পাতার পর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এলসিভি'র চালকরা। যদিও সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনও বক্তব্য নেই টিএনজিসিএল কর্তৃ পক্ষের। এভাবে সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করার জেরে জ্বালানি সংকট যে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ সিএনজি চালিত যানবাহনের সংখ্যা বেডে গেছে। এই অবস্থায় আগরতলা রাধানগর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিএনজি স্টেশন বন্ধ থাকার ফলে পরিবহণ শিল্পেও এর প্রভাব পড়বে। এখন এটাই দেখার সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করে।

#### করলো ভারত

 পাঁচের পাতার পর গত ২৬ ডিসেম্বর দুর্দশাগ্রস্ত নৌকাটিকে পারাদ্বীপে টেনে নিয়ে যায়। পারাদ্বীপ মেরিন পুলিশের সহায়তায় ভারতীয় কোস্ট গার্ড মানবিক কারণে নৌকাটি ও এর ক্রন্দের আশ্রয় দিয়েছে। ক্রুরা নিরাপদ এবং সুস্থ রয়েছে বলে জানা গেছে। ভারতীয় কোস্ট গার্ড জেলে ও নাবিকদের মানবিক সহায়তাও দেয়। এই ধরণের অভিযানগুলি সমুদ্রে জেলেদের নিরাপত্তা এবং দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার জন্য ভারত ও বাংলাদেশের কোস্টগার্ডের মধ্যে যৌথ প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে।

#### মৃতদেহ উদ্ধার

• আটের পাতার পর - মৃতদেহ দেখতে পান। পরিবারের সদস্যদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। জানা গেছে, সুকেশ দেবনাথের এক ছেলে এবং এক মেয়ে আছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন এখন তাদের জীবন কিভাবে চলবে ?

#### অপরাধীরা

 প্রথম পাতার পর করে সাইবার অপরাধীরা নানাজনকে নানাভাবে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু গোটা বিষয়টি আসলে ধোঁকা। এ বিষয়ে সাইবারক্রাইম শাখা একেবারেই নীরব। কারণ, তাদের কিছুই করার নেই এখানে। অথচ প্রতারকরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এমনও বহু মানুষ আছেন যারা পরিজনের খারাপ কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গেই অনলাইনে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর এতেই টাকা চলে যাচ্ছে হ্যাকারদের কাছে। এই বিষয়ে সাইবারক্রাইম দফতর থেকে মানুষকে সচেতন না করা হলে এবং দফতরটিকে আরও ঢেলে সাজানো না হলে নামেই থাকবেন সাইবারক্রাইম বিভাগ। কার্যক্ষেত্রে হবে অষ্টরম্ভা। প্রতারিত হবে মানুষ।

#### অবহেলার ছাপ

 প্রথম পাতার পর বছরে অন্তত দু'তিনবার শহরের বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা গিয়ে ভিড় জমায়। বটতলা মহাশ্মশান থেকে কয়েক হাত দূরের এই পার্কটিতে শুরুর দিকে অভিভাবক সহ শিশুদের ভিড় দেখা গেলেও, এখন এটি অন্য এক ধরণের 'শাশান ঘাট' হয়ে পড়ে আছে।সামনে পুর নির্বাচন।শহরের প্রায় প্রত্যেকটি পার্কের এই দুর্দশা নির্বাচন শেষ হলেও কাটবে কিনা, বলা মুশকিল। দেখার, আসন আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনের পরে আদতেও দশমীঘাট বাগের মতো শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যে পাৰ্কগুলো নিৰ্মিত হয়েছিলো বাম আমলে সেগুলো ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কিনা।

#### বদলিহীন স্বপন দাস

 প্রথম পাতার পর মধ্যেই নতুন জায়গায় চলে যান। কিন্তু স্বপন কুমার দাস ধলাই জেলায় যাননি। অভিযোগ, জানা গেছে তার সঙ্গে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যে কারণে তিনি এখনও খোয়াই টিকে আছেন। অথচ স্বপনকে নিয়ে পুলিশ মহলেই নানা গুঞ্জন তৈরি হয়ে আছে। অনেকেরই বক্তব্য, স্বরাষ্ট্র দফতরে পুলিশ মহানির্দেশকের আদেশও সঠিকভাবে কার্যকর হয় না। যদি তা না হত, একজন ইনচার্জ ইনুসপেকটরকে বদলি আটকানোর সাহস পেতেন না জেলার পুলিশ সুপার। যেভাবেই হোক পুলিশ মহানির্দেশকের নির্দেশ অমান্য করা পুলিশের শৃঙ্খলার পরিপন্থী। খোয়াই থানা থেকে কয়েকজন পুলিশকর্মী এনিয়ে প্রত্যেকদিন নানা ধরনের মন্তব্য করছেন। সরাসরি মুখ না খুললেও পরোক্ষভাবে সবাই এই ঘটনায় হাস্যকর মন্তব্য করতে ছাড়ছেন না।

### প্রাইমেটস ফেস্টিভাল

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। বন দফতরের উদ্যোগে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এর অঙ্গ হিসেবে রবিবার থেকে পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত রৌয়া অভয়ারণ্যে দু'দিনব্যাপী রৌয়া প্রাইমেটস ফেস্টিভাল শুরু হয়েছে। উৎসবের উদ্বোধন করেন বন ও রাজস্ব দফতরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এবছর রাজ্যের ৮টি জেলাতেই এই উৎসব আয়োজন করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রবিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এই উৎসব শুরু হলো। পরবতী সময়ে অন্যান্য জেলাগুলিতে এই ধরণের উৎসবের আয়োজন করা হবে। এই ধরণের উৎসবের মাধ্যমে রাজ্যের বনজ

**লখনউ, ৯ জানুয়ারি।।** পাঁচ রাজ্যে

বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ

ঘোষণা করে দিয়েছে। ১০

ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে সাত দফায় ভোট

যোগী রাজ্যে। ২০২২-র উত্তরপ্রদেশ

বিধানসভার ফলাফল ঘোষণা হবে

১০ মার্চ। ঠিক তার একদিন পর

অর্থাৎ ১১ মার্চে যোগী

আদিত্যনাথের জন্য লখনউ ফেরার

টিকিট কাটলেন সমাজবাদী পার্টির

মুখপাত্র আইপি সিং। রবিবার

টুইটারে তিনি একটি স্ক্রিনশট শেয়ার

করেছেন যেখানে দেখা যাচেছ

উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী

যোগী আদিত্যনাথের নামে একটি

টিকিট বুক করা হয়েছে। আগামী

১১ মার্চের জন্য এই টিকিট বুক করা

হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

রবিবার তেলেঙ্গানায় মুঘল, নিজাম

এবং ওয়াইসির দলকে একযোগে

নিশানা করলেন। হিমন্ত বলেন,

ভারতের ইতিহাস বলছে, বাবর,

তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালে অসমের

মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা

বলেন, ''৩৭০ ধারাকে মুছে ফেলা

হয়েছে, রাম মন্দির নির্মাণ শুরু

হয়েছে। এখান (হায়দরাবাদ)

থেকেও নিজামের নাম, ওয়াইসির

নাম বাদ চলে যাবে। সেদিন বেশি

দুরে নেই।"হেমন্তের বক্তব্য, এবার

হায়দরাবাদে নিজামের পরস্পরা

শেষ হবে। সনাতন ভারতীয়

সংস্কৃতির উত্থান হবে। তেলেঙ্গানার

টিআরএস শাসনকে কটাক্ষ করে

কোটি টাকার

হবে। অর্থাৎ বাজার কমিটির জন্য

কোন নিয়মের বালাই নেই, কিন্তু

সাংবাদিক সহ অন্যদের ক্ষেত্রেই সব

নিয়ম। আর এই বক্তব্য থেকেই

সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে

সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। এদিন

উপস্থিত মানুষের মধ্যে যে প্রশ্নটি

আরো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা

তিনের পাতার পর

পারস্পরিক সৌহার্দ্য আরও বেড়ে উঠবে। তিনি বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে অমূল্য বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। তিনি বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদকে সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস বলেন, রাজ্য সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং এগুলিকে সংরক্ষণ করে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তিনি জানান, বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য রৌয়া অভয়ারণ্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার

যোগীর জন্য গোরক্ষপুর ফেরার বিমানের

টিকিট কাটলেন সমাজবাদী পার্টির নেতা

লখনউ থেকে যোগীর নিজের বাডি

গোরক্ষপুরে ফেরার জন্য এই

টিকিটটি কাটা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ

ভোটে বিজেপির জন্য বিরোধী

বলতে অখিলেশের সমাজবাদী

পার্টিই রয়েছে। গতবছরের

মাঝামাঝি সময় থেকেই একাধিক

স্থানীয় দল, মুসলিম সংগঠন এবং

দলিতদের কাছে টানার কাজ শুরু

করেছেন অখিলেশ। তিনি ও তাঁর

দল আশাবাদী যে, তাঁরা বিজেপিকে

হারিয়ে ক্ষমতায় ফিরবেন এবার।

স্বাভাবিকভাবেই যদিও তাঁদের

আশা, ১০ মার্চ অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ

নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন পূর্ণ

হয় তাহলে যোগী ও তাঁর দলকে

লখনউয়ের গদি ছেড়ে দিতে হবে।

সেই বিষয়টিকেই চিহ্নিত করেই ১১

মুঘলদের মতো নিজামদেরও মুছে ফেলা

হবে, অসমের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক

হায়দরাবাদ, ৯ জানুয়ারি।। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতটা ভয় পায়! আপনি ভূলে

তেলেঙ্গানায় আর একনায়কতন্ত্র

চলবে না। যখনই একনায়ক কোনও

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা কোনও দেশের

প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তখনই দেশে

জরুর অবস্থার মতো পরিস্থিতি

বিশ্ব শর্মা। এদিকে অসমের

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে খণ্ডন করে

টুইট করেছেন টিআরএস বিধায়ক

তথা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে

চন্দ্রশেখর রাওয়ের মেয়ে

কলভাকুন্তলা। সোশ্যাল মিডিয়ায়

তিনি লেখেন, ''আপনার

আজকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট,

বিজেপি তেলাঙ্গানার গৌরবময়

ইতিহাস মছে ফেলতে চায়। আমি

বিস্মিত হই ভেবে, যে আপনার দল

বিজেপি কেন ঐক্যের ভাবনাকে

তত্ত্বাবধানে আমাবাসা বাজারের

উপরই যখন কাজের এই নমনা

তখন আঠারমুড়া পাহাড়ের ভিতর

কতটা ভয়ানক ডাকাতি চলছে

সেদিকে সরকার বাহাদুর একটু নজর

দেবেন কি? এদিকে এই ড্রেন

নির্মাণে জমি আদায়ের ক্ষেত্রে

বাজারে দুইপাশের ব্যবসায়ীদের

সাথে দুই রকম আচরণ করা হয়েছে

ডে্রেন

য়েতে

निर्मार्ग

ঔরঙ্গজেব, নিজামরা এদেশে তৈরিহয়েছে।বক্তব্যের শেষে নতুন

রক্ষা করার জন্য তিনি এলাকার সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান লক্ষ্মীকান্ত দাস, চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট ড. ডি কে শর্মা, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য সদস্যাগণ, বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তর জেলা বন আধিকারিক এইচ ভিগনেশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বনমন্ত্ৰী এন সি দেববর্মা সহ অন্যান্য

মার্চ এই টিকিট বুক করার বিষয়টি

সোশ্যাল মিডিয়াতে এনেছেন

আইপি সিং, এমনটাই মনে করছেন

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। টুইটে

লখনউ থেকে গোরক্ষপুর বিমানে

ফেরার টিকিটের স্ক্রিণশট দেওয়ার

পাশাপাশি সমাজবাদী পার্টির

মুখপাত্র আইপি সিং লেখেন, "১০

মার্চ জনগণের দিন হবে, ১০ মার্চ

রাজ্যে সত্যের সূর্য উঠবে এবং

এসপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে

সরকার গঠন করবে। তাই লখনউ

থেকে গোরখপুরের রিটার্ন টিকিট

বুক করেছি।" তিনি টুইটে আরও

লেখেন, যোগীজী এই টিকিটটি

আপনার কাছে রাখুন, কারণ

পরাজয়ের পরে বিজেপি আপনার

গেলেন, ২০১৮ সালে আপনারা

কীভাবে ১০৭টি আসনেই

হেরেছিলেন!'' কেসিআর-এর

মেয়েকে পালটা দিয়েছেন

হেমন্তও। রিটুইটে লিখেছেন.

"এটাও মনে রাখুন, একটা সময়

বিজেপি কেবল ২টি লোকসভ

আসন জিতেছিল। আর এখনকার

পরিস্থিতি আশা করি আপনার

জানা আছে।" উল্লেখ্য, ২০২০

সালের ডিসেম্বর মাসে

তেলেঙ্গানায় বিজেপির প্রচারে

আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত

শাহ। সভামঞ্চ থেকে উপস্থিত

জনতার উদ্দেশে শাহ বলেছিলেন,

হায়দরাবাদকে নবাবি ও নিজামি

সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করুন। এদিন

একই সুর দেখা গেল অসমের

সড়কে পশ্চিম দিকের জন্য ১৩

মিটার এবং পূর্ব দিকের জন্য ১৪

মিটার নেওয়া হয়েছে। এতে

পূর্বদিকের ব্যবসায়ীরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত

হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের

অভিযোগ বাজার কমিটির কতিপয়

কর্মকর্তা ক্ষমতার অপব্যবহার করে

এমনটা করেছে। আর তাদের এই

ভূমিকা সন্দেহের ঊধের্ব নয় বলে দাবি

মুখ্যমন্ত্রীর গলাতেও।

কোনও খোঁজ নেবে না।

প্রাইমেটস কর্ণার ও সেলফি পয়েন্ট এর উদ্বোধন করেন এবং রৌয়া অভয়ারণ্য পরিদর্শন করেন। উৎসবকে কেন্দ্র করে সাইকেল র্য়ালি, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এছাডা উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দফতরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছে। উৎসব চলবে আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

#### এগিয়ে চল

 সাতের পাতার পর খেলাধুলা এই কাজটা খুব ভালোভাবে করতে পারে। তাই রাজ্য সরকার খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এগোচেছ। টিএফএ-র নেতৃত্বে রাজ্যের ফুটবলেও একটি নতুন দিশা দেখা যাচ্ছে। এটাকে ধরে রাখতে হবে।

#### অপরাজেয়

 সাতের পাতার পর কয়েক বছর সাই-র হয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলেছে। ২০০৯-এ প্রথমবার সরোজ সংঘের হয়ে প্রথম ডিভিশন এবং রাখাল শিল্ডে আবির্ভাব ঘটে। এরপর থেকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে রতন কিশোর। দলবদলের সময় যেকোন দল স্টপার বাছাইয়ের সময় প্রথমে রতন কিশোর-র কথা চিন্তা করে। লাজুক রতন কিশোর জानित्यु एड, यञ्जिन कि उत्तर থাকবে ততদিন খেলে যেতে চাই। খেলছি শুধুমাত্র মনের আনন্দে। কারণ ফুটবল ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না। তরুণ স্টপার অনন্তবিজয় জমাতিয়া-র প্রশংসা করেছে রতন। এই ছেলেটার খেলা তাকে মুগ্ধ করে। আর রতন কিশোর-র লড়াই মুগ্ধ করে গোটা রাজ্যের মানুষকে। ১৭ বছর ধরেও কিভাবে নিজেকে ফিট রেখে শীর্ষে উঠা যায় সেটাই আরও একবার হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিলো রতন কিশোর জমাতিয়া।

#### আশিসের

 চারের পাতার পর তারিখ জনসমাবেশে মাস্ক ছাড়া গিয়েছিলেন। বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আমার লডাই ২৪ দিনে পডেছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নামে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের হাতে তুলে দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। এর বিরুদ্ধে আমি লড়াই করে যাব।

#### কোটি টাকা!

• **ছয়ের পাতার পর** হয়েছে।" আয়কর বিভাগের এই তল্লাশি চালানোর ভিডিও নেটমাধ্যমে চলে এসেছে। এই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে সংস্থার কর্মী হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে টাকা শুকোচ্ছেন। এক জন আবার ইস্ত্রি করে টাকা সমান করছেন। আয়কর বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ী শঙ্কর রাই দামোহনগর পুরসভার একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি কংগ্রেসের হয়ে ভোটে লড়েন। অন্যদিকে তাঁর ভাই কমল রাই পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। কোথা থেকে এল এত টাকা ? আয়কর বিভাগ জানিয়েছে কর্মচারীদের নামে তিন ডজনেরও বেশি বাস রয়েছে রাই পরিবারের। তাঁদের সম্পত্তির হদিশ দেওয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করে আয়কর বিভাগ। যুগ্ম কমিশনার জানিয়েছেন যে তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। যে সব নথি উদ্ধার হয়েছে তার ভিত্তিতে আরও তল্লাশি চালানো হবে।

দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ

#### হল এনএইচআইডি সিএল'র বলে উঠেছে অভিযোগ। ডবল লেন পূর্বদিকের ব্যবসায়ীদের। মেন্ডেল: একজন অনুসন্ধিৎসু যাজক

ফিরে আসেন এবং আশ্রমের কাজে নিয়োজিত হন এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক ইতিহাস ও পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পাশাপাশি শুরু করেন মটরশুঁটি নিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা বংশগতি কী এবং প্রজন্মান্তরে কীভাবে তার প্রকাশ ঘটে? উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করে বসেন শতাব্দীর অন্যতম চাঞ্চল্যকর ঘটনা বংশ পরম্পরায় মিল-অমিলের পরিসংখ্যান। এই বিষয়টিকেই আমরা এখন জেনেটিকস বলে জানি। মেভেলের জীবদ্দশায় তাঁর আবিষ্কার কোনো তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। অনেকটা নীরবেই তাঁর কাজগুলো ধামাচাপা পড়ে যায়, বিখ্যাতদের কাজের

 ছয়ের পাতার পর ক্রনোতে আড়ালে।বংশগতি ছাড়াও মেন্ডেল বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আবহবিদ্যা সেরকমই একটি শাখা। মৌমাছির কৃত্রিম প্রজননেও তিনি সফলতা অর্জন করেন। ১৮৬৮ সালে ন্যাপের মৃত্যুর পর আশ্রমের গুরুদায়িত্ব গিয়ে পড়ে মেভেলের ওপর। মেভেল আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এর পর তিনি গবেষণায় কতটা মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে তিনি যে আশ্রমের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন, সে বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একজন সফল ধর্মযাজক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে একজন জীববিজ্ঞানী। ১৮৮৪ সালের ৬ জানুয়ারি সকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফ্রাঞ্চ বারিনা নামে এক

সহকর্মী মেভেলের মৃত্যুর আগমুহূর্তের কিছু কথা লিখে গিয়েছেন 'যদিও জীবনে আমাকে অনেক কন্তকর মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তবু যেসব সুন্দর ও ভালো অভিজ্ঞতাও হয়েছে আমার সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই হবে। আমার বৈজ্ঞানিক কাজগুলো আমাকে অনেক বেশি সন্তুষ্টি এনে দিয়েছে এবং আমি মনে করি যে বিশ্ব একদিন ঠিকই আমার কাজের স্বীকৃতি দেবে।'

এ মন্তব্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে মেন্ডেলের জীবদ্দশায় তাঁর কাজগুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। এখন আমরা জানি, মেভেলের কাজগুলো পরবর্তী বংশগতিবিদ্যা বা জেনেটিকসের পথ করেছে সুগম।এ কারণেই তাঁকে বলা হয় ফাদার অফ জেনেটিকস বা বংশগতিবিদ্যার জনক।

**ছয়ের পাতার পর** জন। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৫২৫ জন। সেখানে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩৬,৮৪৩ জনের। ২৪ ঘন্টায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে পঞ্চম। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮৫৩৬। ২৪ ঘন্টায় সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি ৮৩৯৪। সেখানে সুস্থ হয়েছেন ২৯,৬৩,০৫৬। ২৪ ঘন্টায় সেখানে সুস্থ হয়েছেন ৫০৮ জন। করোনায় সেখানে মৃতের সংখ্যা ৩৮,৩৬৬। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। দেশের বড় শহরগুলির মধ্যে কলকাতাতেই সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি। জেলা হিসেবে অবশ্য লাহুল স্ফীতি সবার আগে। সেখানে সক্রিয় আক্রান্ত ৬১.১১ শতাংশ। কলকাতায় সক্রিয়তার হার ৫৭.৯৮ শতাংশ। জেলাগুলির মধ্যে এরপরেই রয়েছে হাওড়া, সেখানে সক্রিয়তার হার ৪৬.৪৪ শতাংশ।

#### পৃষ্ঠা 🙂

### ডবল সেপ্থার আক্রান্ত বিচারক

করোনায় ডবল সেঞ্চুরি পার করে নিল রাজ্য। সেঞ্রে করলো পশ্চিম জেলা। সম্প্রতি সময়ে রবিবারই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ ঘণ্টায় ২০৬ জনে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে ১২১ জনই পশ্চিম জেলার। পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন খোয়াই আদালতের এক বিচারক সহ আরও কয়েকজন। পরিস্থিতি প্রত্যেকদিনই দ্রুত খারাপ হচ্ছে। জানুয়ারি মাসের প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর থেকেই ত্রিপুরায় প্রত্যেকদিন বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। রবিবার সংক্রমণের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৫.১৫ শতাংশে। সাধারণত ৫ শতাংশের উপর সংক্রমিত শনাক্ত হলে এতে পরিস্থিতি খারাপ বলেই মেনে নেন স্বাস্থ্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. কর্মীরা। কিন্তু যত দ্রুত আক্রান্তের আগরতলা, ৯ জান্যারি।। সংখ্যা বাডছে তা নিয়ে চিন্তিত প্রায় সবাই। রাজ্যে সামান্য দেরিতে হলেও রবিবার রাজ্য সরকার নাইট কারফিউর ঘোষণা করেছে। এছাড়া পার্ক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সহ প্রায় সব জায়গায় ৫০ শতাংশ লোক নিয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। যদিও এ নির্দেশিকায় কোথাও সরকারি অফিসগুলোতে ৫০ শতাংশ উপস্থিতির কথা বলা হয়নি। স্বাস্থ্য দফতর রবিবার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৩৯৯৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় সামান্য কম। এর মধ্যেই ২০৬ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। শুধুমাত্র আগরতলায় সংক্রমণের হার ১৬ শতাংশে উঠে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্কুল,

কলেজ বন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী। রবিবার স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম জেলায় ১২১ জন ছাড়া সিপাহিজলায় ১৩, খোয়াইয়ে ৭, গোমতীতে ৩, দক্ষিণে ১৫, ধলাইয়ে ১২, ঊনকোটিতে ১৫ এবং উত্তর জেলায় ২০ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২৭ জনে। এখন পর্যন্ত ৮২৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগী রাজ্যে মারা গেছেন। এদিন সুস্থ রোগীর হার নেমে দাঁডিয়েছে ৯৮.৩০ শতাংশে। এদিকে দেশে আরও বাড়লো করোনা সংক্রমিত রোগী। ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৩২ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৩২৭ জন।

### সামাজিক ভাতা প্রকল্পে কেন্দ্রকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে রাজ্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প কিংবা ভাতা লাগু করেই শেষ তা নয়। এসব প্রকল্প যথাযথভাবে প্রয়োগ এবং প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা জানার জন্যে সোশ্যাল অডিট দফতরকেও কাজে লাগাতে চায়।বলা ভালো সোশ্যাল অডিটের মাধ্যমেই কেন্দ্র বুঝে নিতে চায় কাজের ধরন এবং প্রকৃতি। যেমন ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বয়স্ক প্রকল্প, ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বিধবা প্রকল্প, ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় প্রতিবন্ধী প্রকল্প, জাতীয় পরিবার বেনিফিট স্ক্রিম। এই সমস্ত প্রকল্প সহ আরও অন্যান্য প্রকল্পগুলো যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সে জন্য কেন্দ্রীয় থামোন্নয়ন মন্ত্রক থেকে রাজ্য রকারগুলোকেএকটি চিঠি পাঠানো সোশ্যাল আস্টিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামের

নিজস্ব উদ্যোগে সোশ্যাল অডিটের ব্যবস্থা করে। যেখানে এই অডিট করার জন্য প্রশাসনিক ব্যয়ের ৩ শতাংশ তহবিলও বরাদ্দ করে কেন্দ্র। কেন্দ্রের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ৪৬ মাস বয়সী ডবল ইঞ্জিনের সরকার এখনও কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ কার্যকর করতে পারেনি। দিল্লিতে সুপার ফাস্ট ইঞ্জিন রাজ্যে সুপার ইঞ্জিন কিন্তু তার পরেও সুপার ফাস্ট ইঞ্জিনের নির্দেশ পালন করছে না রাজ্যের ইঞ্জিন। আবার কথায় কথায় ডবল ইঞ্জিনের তুলনা দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ কেন্দ্রের নির্দেশকে ৪৬ মাসেও পাত্তা দিতে পারেনি রাজ্য। যার ফল স্বর্গ কেন্দ্রের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বহু গৃহ পরিচারিকা, বিধবা, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আবার এমন পাওয়ার কথা ছিলো না। শুধমাত্র

এমন সব কর্মকাণ্ড ঘটার এবং ঘটানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকার কেন সোশ্যাল অডিটে নজর দিচ্ছে না তা একমাত্র তারাই বলতে পারে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য যদি সাধারণ মানুষকে অর্থাৎ যারা এই সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য তাদের প্রত্যেককে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়, অনৈতিকভাবে কেউ সুবিধা ভোগ করে থাকলে তাদের নাম ছেটে ফেলা অন্যতম কর্তব্য হয়, তাহলে তা করার জন্য যদি সোশ্যাল অডিট প্রধান অবলম্বন হয় তবে সরকার এর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে কেন? তাও আবার একই কোম্পানির ইঞ্জিন। অনেকেই প্রশ্ন তলছেন, এই রাজ্যে সামাজিক কর্মসূচি প্রকল্পে বাম আমলের মতো হয়েছিলো বহু আগেই। যেখানে বলা অনেকে এই সুবিধা পেয়েছেন ঢুকেছে এবং এখনও ঢুকছে সেই হয়েছিলো অতিসত্বর যেন ন্যাশনাল যাদের কোনওভাবেই এই সুবিধা বদনাম থেকে বাঁচার জন্যেই সরকার এনএসএপি'তে সোশ্যাল

#### মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে

এলসিভি'র চালকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। 'তীব্র জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা/অচল সিএনজি চালিত যানবাহন' শীর্ষক প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ সংবাদ একমাত্র প্রকাশিত হয়েছে **জানুয়ারি।।** রবিবার থেকে সদর প্রতিবাদী কলম-এ। রাজ্যের সার্বিক মহকুমার আনন্দনগরে শুরু পরিস্থিতিতে সিএনজি স্টেশন বন্ধ হয়েছে সুলতান শাহ দরগা সংহতি করে জ্বালানি সংকটের আবহ তৈরি মেলা।চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। করার ক্ষেত্রে টিএনজিসিএল'র সন্ধ্যায় ৩ দিনব্যাপী এই মেলার ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে উঠছে উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী প্রশ্ন। যাত্রী সাধারণ মহাবিপদে রামপ্রসাদ পাল বলেন, আজাদি পড়বেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হচ্ছে। কারণ সোমবার থেকে এই হিসেবে এই মেলাকে আরও বড় পরিস্থিতি আরও বেশি জটিল আকারে এবং বেশি দিনের করার আকার ধারণ করছে। প্রতিবাদী জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কলম-এ সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনা বিকল্প ব্যবস্থার দিকে সরকার মহামারির তৃতীয় ঢেউ। তিনি এণ্ডচ্ছে কিনা সেটা সময়েই জানা বলেন, আনন্দ থেকে বড় হচ্ছে যাবে। সার্বিক চিত্র আরও একবার বেঁচে থাকা। তাই তিনি মেলায় পরিষ্কার হবে সোমবার। চন্দ্রপুর উপস্থিত সকলকে সরকারি বিধি আইএসবিটি - তে দাঁড়ি য়ে নিষেধ মেনে নিজে এবং অন্যকে এলসিভি'র চালকরা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি সুস্থ রাখার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ববোধ পালন করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে



ভূমিকা পালন করে সেই দাবিই

রেখেছেন তারা। মুখ্যমন্ত্রী এই

বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন

# নেশা কারবারিদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। পকেটে ঘুসের টাকা নিয়ে শহরের লালমাটিয়া এবং কলেজটিলা এলাকাটি নেশা কারবারিদের কাছে লিজ দিলেন ফাঁড়ির ওসি। মাত্র দুই লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রাক্তন সিপিএম নেতার ছেলে সহ তিনজনের কাছে এই লিজ দিয়েছেন ওসি। তাদের মধ্যস্ততাকারী এক দালাল সাংবাদিক। ওই সাংবাদিকের ঘরে। আবার প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁঠার মাংস পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব অজয় নামের এক নেশা কারবারির। স্থানীয় নাগরিকরা এই ঘটনা টের পেয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছেন। কারণ, তারা চাইছে নেশার দৌরাত্ম্য বন্ধ হোক। লালমাটিয়া এলাকায় নেশার আসর বন্ধ করতে পুলিশের কাছে স্থানীয়রা বহু অভিযোগ করেছেন। কিন্তু টাকার বিনিময়ে তিন নেশা কারবারিকে পরোপরি ছাড দিয়ে রেখেছে পুলিশ। নেশার কৌটা বিক্রেতার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ঘুস নিতে বাজার সমিতির এক সদস্য দেখেওছিলেন। কিন্তু ঘুসের টাকার সামনে ব্যবসায়ীরদের কথাও টিকিল না। অভিযুক্ত ওসির নাম মুঙ্গেশ পাটারি। তিনি মহারাজগঞ্জ ফাঁডিতে আছেন। মহারাজগঞ্জ ফাঁডি এলাকায় নেশার টেবল্যাট.

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আমবাসা, ৯ জানুয়ারি ।।

আমবাসা বাজারে ৮নং জাতীয়

সড়কের দুই পাশে নির্মিত হচ্ছে

পাকা ড্রেন। ন্যাশনাল হাইওয়ে

ইনফ্রাস্ট্রাকচার কপেরিশন

সংক্ষেপে

লিমিটেড

গিয়ে ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির

চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস

বলেন. মেলা হল মিলনক্ষেত্র।

গেছে। ফাঁড়ির ক্যাশিয়ার এসব নিয়ন্ত্রণ করে। টাকার ভাগ যায় দালাল সাংবাদিকের পকেটেও। জানা গেছে, লালমাটিয়া এলাকার প্রাক্তন সিপিএম নেতা হরেন্দ্র'র ছেলে আরও দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে নেশার টেবল্যাট, হেরোইন এবং ব্রাউন সুগার বিক্রি করে। এই চক্রটিতে রয়েছে অজয়ও। চক্রটির সঙ্গে হাত রয়েছে বটতলার এন্ডিং জুয়াড়ি শান্তির। এন্ডিং জুয়াড়িদের সঙ্গে পুলিশ এবং লালমাটিয়ার নেশা কারবারিদের যোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন ওই দালাল সাংবাদিক। তাদের কাছ থেকে এর জন্য নিজের মত করে টাকাও খেয়ে নেয়। অজয় আগে মদ বিক্রি করত। কিন্তু তার ঘর ভেঙে দিয়েছিল মালি এবং দেব। এরপর থেকেই মালি এবং দেবু মিলে অজয়'র জায়গায় নেশার ব্যবসা শুরু করেছিল। কিন্তু এখন তিনজনই নেশার ব্যবসায় বন্ধ হয়ে গেছে। টমটম দিয়ে ঘরে লালমাটিয়ায় নেশার কৌটা বিক্রি করে। মাছ ব্যবসায়ী সুনীল পেটিতে করে নেশা সামগ্রীর কৌটা নিয়ে যায়। একইভাবে প্রতাপগড়ের পার্থ মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির ওসির পকেটে টাকা দিয়ে মদ বিক্রি করে। এই

ফেন্সিডিল, গাঁজার গোদাম রয়েছে।

কিন্তু গত দু'বছর ধরে মুঙ্গেশ ফাঁড়ির

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এই

গোদামগুলিতে অভিযান বন্ধ হয়ে

নিয়েছে ওসির পকেট থেকে। যে কারণে কেউই তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারে না। তাদের নেশা সামগ্রী বিক্রি নিয়ে অভিযোগ করা হলেও পুলিশ কখনই সময়ে যায় না। উল্টো তাদের সরে যেতে পুলিশ সাহায্য করে বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গতঃ ত্রিপুরা পুলিশ নেশামুক্ত অভিযানে সাফল্যের ঢাক পিটিয়েছে। ভাল কাজের জন্য পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস, প্রাক্তন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাশ্বত কুমার সহ একাধিক ডিজি ডিক্স দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র পশ্চিম জেলার পুলিশ অফিসারদের। অথচ খোদ আগরতলায় নেশা কারবারিদের পকেট থেকে টাকা নিয়ে বেআইনি ব্যবসার লিজ দিয়ে দিচেছন কয়েকজন অফিসার। বটতলা, মহারাজগঞ্জ বাজার ফাঁডিগুলির বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ বহুদিনের। কিন্তু এসব নিয়ে পলিশ আধিকারিকরা কোনওদিন তদন্তটুকু করেন না। অথচ এই আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও টাকা পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগ বার বার উঠে। এরপরও তাদের বিরুদ্ধে তদস্ত করিয়ে নিজেদের সততা প্রমাণ করার সাহস দেখান না আধিকারিকরা।

নেশা কারবারিরা সবাই বেআইনি

ব্যবসার জন্য রীতিমত লাইসেন্স

চলেছে। পরিণাম যা হবার তাই। দুর্নীতির সকল সীমা পার করা এই পুরোনো ড্রেনের কয়েক লক্ষ ইট ঢালাই এনএইচআইডিসিএল'র ইঞ্জিনিয়ার মারিং থেকে শুরু করে নতুন ড্রেন

এনএইচআইডিসিএল নামক সাপ্লাইয়ের জলের তোড়েই নিচের

কেন্দ্রীয় সংস্থার তত্ত্বাবধানে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এই বিশাল ড্রেন নির্মাণ। যার ঠিকাদার হিসাবে কাগজে পত্রে রয়েছে আগরতলার জনৈক মানব দেব'র নাম, কিন্তু বাস্তবে এই নাম অস্তিত্বহীন। বাস্তবে এই কাজ করাচ্ছে অন্য ঠিকাদার। যা সরকারি নিয়মনীতি বিরুদ্ধ তথা বেআইনি। আর এই বেআইনি ঘটনা সম্পর্কে এনএইচ আই ডি সিএল'ব আধিকারিকগণ-সহ মহকুমাশাসক, জেলাশাসক এমনকী আমবাসা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচিত কমিটি সকলেরই জানা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে সকলেই এই কোটি টাকার কাজে বেআইনি কার্যকলাপকেই বৈধতা দিয়ে

ঢালাই ভেসে যাওয়া, বারবার নির্মাণের গুণগতমানকে উলঙ্গ করেছে জনসমক্ষে। আর প্রতিবারই

নির্মাণে বারবার উঠছে অনিয়মের

অভিযোগ। কখনো কয়েক পশলা

অকাল বর্ষণে ড্রেনের সাইড ওয়াল

ভূপাতিত হওয়া আবার কখনো

ঠিকাদার এনএইচআইডিসিএলের রক্ষাকবচ হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে বাজার কমিটির সর্বজ্ঞানী পদাধিকারী। দশ নম্বরি কাজে ক্ষুব্ধ বাজার ব্যবসায়ীরা চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছে অমৃত বচনে। কিন্তু অমৃত বচনের রহস্য সবার নিকট ওপেন সিকেট হয়ে যাওয়া এই রবিবাসরীয়তে তা আর দুর্নীতিবাজদের জন্য ফলদায়ক হল না। ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের মুখে প্রায় চল্লিশ মিটার দীর্ঘ ড্রেনের নিচের ঢালাই তুলে নিতে বাধ্য হল ঠিকাদার। বলা যায় তথা সাইড ম্যানেজারকে ল্যাজে-গোবরে অবস্থায় ফেলে দেয় তখন ধূর্ত ম্যানেজার সেই ঢালাই তুলে নেওয়ার পাশাপাশি কাজের সাইড থেকে মেটে বর্ণের রাবিশ সদৃশ কংক্রিটও অন্যত্র পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। উল্লেখ করা যায় যে, আমবাসা বাজারের সাহা ভ্যারাইটিজের সামনে প্রায় ৪০ মিটার দীর্ঘ এই ঢালাই করার প্রায় ছয় ঘন্টার বেশি সময় পড়ে যখন তোলা হচ্ছিল তখনো তা ঝুরঝুরে অবস্থাতেই ছিল অর্থাৎ জমাট বাঁধেনি। অথচ এক নম্বর তো বহুদূর দ'নম্বরি ঢালাইয়ের ক্ষেত্রেও তা জমাট বাঁধতে চার ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়। আর এটাই প্রমাণ করে কাজের মান ঠিক কোনু পর্যায়ে চলছে। রবিবার দুপুরে যখন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই কাজ নিয়ে ঠিকাদারের ম্যানেজার এবং এনএইচআইডিসিএল'র সাইড ম্যানেজারকে ঘিরে ধরে তখন তাদের রক্ষা কবচ উদয় হয়েও ক্ষোভের তাপে নির্বিষ হয়ে আড়ালে অদৃশ্য হয় বলে জানা যায়। উপস্থিত সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে তদারক সাইড ম্যানেজারের নিকট এই কাজের ইস্টিমেট সিডিউল দেখতে চাইলে তিনি জানান যে, ইস্টিমেট সিডিউলের কপি বাজার কমিটির সম্পাদককে দিয়েছেন এখন সাংবাদিকরা তা দেখতে চাইলে দফতরের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ

এরপর দুইয়ের পাতায়

করে

সমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি আশা মেলার মাধ্যমে যেমন মানুষে মানুষে ভাতৃত্ববোধ, সংহতি দৃঢ় প্রকাশ করেন, মেলায় যারা হয়, ঠিক তেমনি স্থানীয় ক্ষুদ্ৰ আসবেন তারা নিজে এবং অন্যের ব্যবসায়ীদেরও রোজগারের একটি সুরক্ষার কথা চিন্তা করে অবশ্যই ঠিকানা হয়। অনুষ্ঠানে তথ্য ও মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং অন্যান্য কোভিড-১৯ বিধি নিষেধ পালন সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, দিন যত যাচেছ করবেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সুলতান শাহ দরগা সংহতি মেলার আনন্দনগব গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে। মানুষের

লিজ দিলেন ওসি

সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে

সমবায় মন্ত্রীর আহ্নান

শীলা বণিক, পশ্চিম আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুকুমার সরকার, শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভজন পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ঠ সমাজসেবী মলয় লোধ। উল্লেখ্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

# থানা থেকে

### পলাতক অভিযুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ জানুয়ারি।। আবারও পুলিশের কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ। থানাবাবুদের অপদার্থতার কারণে ধর্মনগর থানার লক-আপ থেকে এক অভিযুক্ত পলায়ন যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কারণে পুলিশের মুখ রক্ষা হয়েছে পলাতক অভিযুক্তকে সাধারণ মানুষ আটক করে ধর্মনগর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

জানা যায়, শনিবার এক অভিযুক্ত

সুজিত সরকারকে পুলিশ গ্রেফতার করে লক-আপে রাখে। রবিবার সকালে তাকে যথারীতি খাবার দেওয়া হয়। খাবার শেষে অভিযক্ত সুজিত থালা ধুয়ে আনার কথা বলে বেরিয়ে যায়। সেই সুযোগেই অভিযক্ত থানা চত্বর থেকে উধাও হয়ে যায়। তাকে থানা থেকে বেরিয়ে বিপরীত দিকে শনি মন্দিরে উঠতে দেখে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ সুজিতকে পুনরায় জালে তোলার জন্য ছুটে আসে। তবে সুজিতের থানা থেকে পালিয়ে যাবার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। থানা চত্বরে হইচই পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ সুজিতকে মন্দিরের সামনে থেকে আটক করে। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কিভাবে অভিযুক্ত থানা থেকে পালিয়ে গেল তদন্ত করে বের করার দাবি উঠছে। এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তারপরও পুলিশ বাবুরা সতর্ক নন। এদিনের ঘটনা আবারো প্রমাণিত হয়েছে থাল ধুয়ে নিয়ে আসার জন্য বলে এই সযোগকে কাজে লাগিয়ে সুজিত সরকার পলায়ন করে। সারা থানা জুড়ে হইচই পড়ে যায়। সে থানার বিপরীতে ফায়ার সার্ভিসের শনি মন্দিরের উপরে উঠে যায়। সাধারণ মানুষের নজরে পড়ে। বেশ কিছুসময় অপেক্ষা করার পর সাধারণ মানুষ পুলিশের সহায়তায় তাকে আবার আটক করেন। লক-আপে পাঠাতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় ধর্মনগর থানার পুলিশের কর্তব্যে অবহেলার আবার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

#### আইপিএফটি-তে গুঞ্জন মন্ত্রী ও বিধায়কের বৈঠক বয়কট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। আইপিএফটি'র কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না দলের সুপ্রিমো এনসি দেববর্মা, বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং। আগরতলা প্রেস ক্লাবে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে মন্ত্ৰী এনসি দেববৰ্মা ও প্রেম কুমারের অনুপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছে। বৈঠকে সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া, সহকারী সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা - সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। দলের ৬জন বিধায়কের মধ্যে চারজন এবং দু'জন মন্ত্রীর মধ্যে একজন উপস্থিত • এরপর দুইয়ের পাতায়

#### গাইডলাইন অনুসারে রাজ্যগুলোর সোশ্যাল অডিট না হওয়ার কারণে অডিট থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বলে এরপর দুইয়ের পাতায় যান সন্ত্রাস, অস্বাভাবিক মৃত্যুর না দিয়ে সাফল্যের ঢাক পুলিশের

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। পুলিশ সপ্তাহ অনুষ্ঠান শুরুর আগে গত এক বছরের সাফল্য তুলে ধরলো রাজ্য পুলিশ। তবে তিন পাতার প্রেস রিলিজে কোথাও গত এক বছরের অপরাধের তথ্য তুলে ধরা হয়নি। প্রত্যেকদিন চলে আসা যান সন্ত্রাস নিয়ে একটি অক্ষরও খরচ করেনি রাজ্য পুলিশ। শুধু তাই নয়, খুন, চুরি, ছিনতাইয়ের মত ঘটনায় পুলিশের সাফল্যের তথ্য নেই। এর অর্থই হচ্ছে যান সন্ত্রাস, অস্বাভাবিক মৃত্যু, চুরি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। এক বছরে বাইক এবং ছোট গাড়ির চালকদের ই-চালানের মাধ্যমে জরিমানা করতে ভাল সাফল্য দেখিয়েছে ট্রাফিক ইউনিট। কিন্তু যান সন্ত্রাস এবং শহর এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার উপর একটি শব্দও নেই। এতেই পরিষ্কার গত এক বছর ট্রাফিক পুলিশের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে জরিমানা করা। অথচ, প্রত্যেকদিন বেড়ে যাওয়া যান সন্ত্রাস নিয়ে পুরোপুরি উদাসীন ছিলেন ট্রাফিক পুলিশের এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবতী। এমনি অভিযোগ উঠছে। যদিও ট্রাফিক পুলিশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শর্মিষ্ঠাকে। তার জায়গায় আনা হচ্ছে ডার্লংকে। রবিবার রাজ্য পুলিশের এআইজি (আইন শৃঙ্খলা) সুব্রত চক্রবর্তী তিন পাতার প্রেস রিলিজে স্বাক্ষর করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এ বছর পুলিশ সপ্তাহ ১০ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত পালন করা হবে। ত্রিপুরা পুলিশ গত হয়। ১০ জনের বিরুদ্ধে পিট অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এই

বছর এডিসি এবং পুর নিগম নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে করিয়েছে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। অপরাধীদের কোনওভাবেই ছাডা হয় না। অপরাধের সংখ্যাও যে কারণে নেমে এসেছে। যদিও ৮ সেপ্টেম্বর রাজ্যের ইতিহাসে নজির তৈরি করা সংবাদমাধ্যমে পুলিশের সামনেই অগ্নি সংযোগ এবং ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে পুলিশের মন্তব্য নেই। অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশ দুর্বল না হওয়ার কথা সংবাদমাধ্যমে আক্রমণের ঘটনায় রাজ্য পুলিশ অপরাধীদের গ্রেফতার করার সাহস দেখাতে পারেনি। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সাইবার ক্রাইম বিভাগটি গত এক বছরে ২৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রতারণার পর উদ্ধার করে দিয়েছে। শুধুমাত্র গত এক বছরে সাধারণ নাগরিকদের পকেট থেকে ই-চালানের মাধ্যমে ২ কোটি ১৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৫০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এই টাকা ট্রাফিকবিধি অমান্যকারীদের থেকে আদায় করা হয়েছে বলে ট্রাফিক পুলিশের দাবি। অথচ গোটা এক বছরে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে আরোহীদের জরিমানার সঙ্গে হেলমেট দিয়ে অথবা মাস্কের জন্য জরিমানা করে বিনিময়ে কিছু দেওয়ার তথ্য নেই। নেশামুক্ত অভিযানে গত এক বছরে পুলিশ ৩২৬টি মামলা নিয়েছে। এইসব ঘটনায় ৪৬৫ জনকে আটক করা

হয়েছে। এক জঙ্গিকে মানিকপরে এনকাউন্টারে খতম করা হয়েছে। এছাড়া ৯ জন এনএলএফটি (পিডি), ১৭ জন এনএলএফটি (বিএম) এবং ১ জন কেওয়াইকেএল গোষ্ঠীর জঙ্গিকে আত্মসমর্পণ করানো হয়েছে। এই জঙ্গিরা ৪টি পিস্তল, একটি গ্রেনেড ছাড়াও ভারত এবং বাংলাদেশের প্রচুর টাকা জমা করেছে। ২০২১ সালে রাজ্য পুলিশ ২৫টি রক্তদান শিবির করেছে। এই সময়ে ১৭৩ জন সাবইনুসপেকটর অ্যাডহক পদ্ধতিতে পদোন্নতি পেয়েছে। এছাড়া ৩৯ জন টিপিএস অফিসারকে গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ এ পদোন্নতি দেওয়া হয়। ৭৮ জন ইন্সপেকটর এবং সুবেদারকে টিপিএস গ্রেড-২ তে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। আরও পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া চলছে। গত এক বছরে টিএসআরে ১,৪৪৩ জনকে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়েছে। এক মধ্যে ১৩৮ জন মহিলা। এই প্রথম টিএসআর-এ মহিলা নিয়োগ করা হয়েছে। এই সময়ে ১,২৮৬ জন এসপিও জওয়ানকে নিয়োগ করা হয়েছে। তিন পাতার প্রেস রিলিজটিতে কোথাও গত এক বছরে রাজ্যে কতটি খুন হয়েছে, কয়টি চুরি এবং ছিনতাই হয়েছে, যান সন্ত্রাসে কতজন মারা গেছেন, কতজন সাইবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন অথবা কতজনের

এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা নেওয়া সংক্রান্ত একটি তথ্যও নেই দায়সারাভাবেই এক বছরের দলের তালাবদ্ধ। কারণ যে সম্মানটুকু ছিল, এটি আর নেই বলেই অভিযোগ সাধারণ নাগরিকদের।

সাফল্যের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এমনকী নারী সংক্রান্ত অপরাধের সফলতার তথ্যও নেই পলিশের প্রেস রিলিজে। সাধারণত, এক বছরের সফলতার তথ্যে এই ধরনের গডিমসি রাজ্য প্রলিশ করে না। এমনকি পুলিশ সপ্তাহের আগে রাজ্য পুলিশের কোনও আধিকারিক সাংবাদিকদের ডেকে কথা বলারও দরকার মনে করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধুমাত্র মিডিয়ার সঙ্গে একটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলে পুলিশ আধিকারিকরা গোটা বছরের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আড়াল করে গেলেন। সবটাই রাজ্য পুলিশের মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসারের গাফিলতি নাকি ইচ্ছে করেই গুরুতর অপরাধ বেড়ে যাওয়ার তথ্য পুলিশ গোপন রেখেছে, তা নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। কারণ এটা সত্যি, সংবাদ ভবনে পুলিশের সামনেই আক্রমণের ঘটনা নিয়ে আজ পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের কোনও আধিকারিক প্রকাশ্যে মুখ খোলার সাহস দেখাতে পারেননি। অনেক অফিসারই প্রতিবাদী কলম সংবাদ ভবনে আক্রমণের ঘটনার আগে অপরাধীদেরও জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। তাদের মুখ এখন

### সুশান্তের আগাম বক্তব্যে অস্বাস্তি বাড়ুলো রতনের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত তিনিই আগে জানাতেন। তিনি আইন তথা শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। ২০১৮ সালে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর জানানো হয়েছে— সরকারের সিদ্ধান্ত তথা ভাবনা তুলে ধরবেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। পোশাকি নাম রাজ্য সরকারের মুখপাত্র। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিষয়টি চাপা পড়ে গেছে। যেহেতু মুখপাত্র হিসেবে কোনও নতুন করে পদ বা নেমপ্লেট ছিল না সেই কারণে কোনও তর্কযুদ্ধ ছাড়াই কিংবা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সরকারের কথা বলতে শুরু করেছেন রতন লাল নাথ। একেবারে ফর্মে তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর পরের সারিতেই যেন তার অন্যতম গুরুত্ব। সরকারের যেকোনও কথা তার মুখ দিয়েই বের হতো। এই পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় প্রতিদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে গেছেন। করোনা আপডেট কিংবা করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের করণীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো আইন ও শিক্ষা মন্ত্ৰীই বরাবরই বলতেন। তারপর কি হলো সকলের জানা। রতন লাল নাথের জায়গা দখল করে নিলেন স্বাভাবিক কারণে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী। যেহেতু সুশান্ত চৌধুরীর আগে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের দায়িত্ব ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের মাধ্যমে যে কথাগুলো রাজ্যবাসীর কাছে জানানোর দরকার সেই কথাগুলো বলতেন রতন লাল নাথ। তথ্য দফতরের দায়িত্ব নিয়ে এবার সরাসরি সরকারের মুখপাত্র হয়ে গেলেন সুশান্ত চৌধুরী। রবিবার সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে সুশান্ত চৌধুরী বলেছেন, যেসব স্কুল-কলেজে পরীক্ষা আছে সেখানেই পরীক্ষা চলবে। অন্যান্য স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে।কিন্তু আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি স্কুল ব্যতিত সব স্কুল খোলা। যেসব স্কুল



স্কুলগুলিতে পরীক্ষা শেষ। অর্থাৎ শিশুবিহার - সহ হাতে গোনা কয়েকটি। আর সব স্কুলেই তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি ৯টা থেকে সাড়ে এগারোটা এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাড়ে বারোটা থেকে তিনটে অবধি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। শুধু তাই নয়, পরিকাঠামো, বেঞ্চ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংকটের কারণে স্কুলগুলোতে যে কক্ষে স্কুল স্তরের পরীক্ষা চলছে ওই কক্ষে একটি বেঞ্চে দু'জন পরীক্ষার্থীকে বসানো হচ্ছে। অর্থাৎ পাশাপাশি দু'জন পরীক্ষার্থীকে বসিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও লম্বা সারির বেঞ্চণ্ডলোতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অস্টম শ্রেণির পরীক্ষার্থীকে পর পর বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে শিক্ষক সংকট এবং বেঞ্চের অভাব কাটানো সম্ভব। মহাকরণে বসে তথ্যমন্ত্রী যখন বললেন, পরীক্ষা ছাড়া অন্যান্য স্কুল, কলেজ বন্ধ তখন স্কুল প্রধানরা

পডে ছেন মহাবিপদে। কারণ, তাদের স্কুলে সোমবারও পরীক্ষা আছে। সোমবার তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা। তাহলে পরীক্ষার কারণে স্কুল খোলা। যেহেতু খব কাছাকাছি, সোজা বাংলায় সামাজিক দূরত্ব না মেনেই পরীক্ষার্থীকে বসিয়ে গত ৮ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছে, নতুন বিধি লাগু হওয়ায় কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে? আবার তথ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিলেন তাতে অস্বস্তি বাড়ালো শিক্ষামন্ত্রীর। কারণ, তথ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রধানশিক্ষক, ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক, স্কুল ইনচার্জরা তাদের সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইছে বর্তমানে যেভাবে কাছাকাছি বসিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচেছ এভাবে পরীক্ষা নেওয়া যাবে কিনা। আবার এও বলা হচ্ছে, একটি কল্ফে নির্দিষ্ট সংখ্যায়

কতজন পরীক্ষার্থীকে বসানো যাবে তা যেন জানিয়ে দেওয়া হয়। এতদিন শিক্ষক এবং বেঞ্চের অভাবে একটি কক্ষে অনেকজন পরীক্ষার্থীকে বসানো হতো। তাতে সমস্যা ছিল না কারণ, পর পর শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের এক সারিতে বসানো হয়। একজনের উত্তরপত্র দেখে অন্যজনের লেখার সুযোগ নেই। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে এই দৃশ্য আতঙ্কেরও। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য কিছু বলেননি। তিনি কিছু বলবেন কিনা সংবাদমাধ্যমকে তা সোমবারই জানা যাবে। শিক্ষা দফতরের আইএস, জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং রাজ্য শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন স্কুলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। সেখানেই বলে দেওয়া হয়েছে সোমবার নাকি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দফতরের অধিকর্তাদের সাথে শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক আছে। তারপরই সিদ্ধান্ত। তাহলে তথ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।।** জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের অংশ হিসাবে রাজ্যভিত্তিক শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে ত্রিপুরা সায়েন্স ফোরাম আয়োজিত এই শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতি সিবিএসই'র তালিকাভুক্ত ওইসব । ড. ভবতোষ সাহা। সারা রাজ্য

থেকে ৩৪টি প্রজেক্ট নিয়ে শিশু পর্বে উপস্থিত ছিলেন শিশির শঙ্খ বিজ্ঞানীরা অংশ নিয়েছে। তাতে বণিক, পরিতোষ সাহা, মিহির বিজয় জাতীয় স্তবে নির্বাচিতদের ভৌমিক, সৌরভ চক্রবর্তী, রামধন প্রজেক্টণ্ডলোই পাঠানো হবে। দেব, পান্না চক্রবতী-সহ করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অন্যান্যরা। ১০টি প্রজেক্ট জাতীয় মেনেই ছিল এই আয়োজন। এই স্তবের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

> আজ রাতের ওযুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

#### বসে নয় হেঁটে প্রতিবাদ আশিসের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।।** এবার আর বসে নয়, সার্কিট হাউস চত্বরে হেঁটে হেঁটে প্ৰতিবাদ জানালেন সদ্য বরখাস্ত বিধায়ক আশিস দাস।এদিন তিনি শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে একাই প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। আগেরদিনও সার্কিট হাউসের গান্ধি মূর্তির পাদদেশে বসে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন আশিস। এভাবে বেশ কয়েকদিন গ্রেফতার হওয়ার পর রবিবার আর গান্ধি মূর্তির পাদদেশে বসেননি আশিস। তিনি শরীরে প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে হেঁটে হেঁটে প্রতিবাদ করলেন। আশিস জানান, একাই বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। পুলিশ কিভাবে এখন গ্রেফতার করে, আমি দেখতে চাই। করোনার নিয়মনীতি মেনে আমি মুখে মাস্ক ব্যবহার করছি। সব ধরনের নিয়মনীতি মেনে চলছি। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করোনার নিয়মনীতিগুলি মানেন না। তিনি এরপর দুইয়ের পাতায়

#### কক্ষবন্দি পড়ুয়ারা, 'অসুর'র য় বড় সমন্বয়-সাধক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি সমন্বয়-সাধক। তিনিই আবার আকর্ষণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অসুর' উদয় হলো। একটি কক্ষে পড়ুয়াদের নিয়ে রীতিমতো সমন্বয়-সাধক হুমকি দিয়ে বলেছেন, আগামী ১০ জানয়ারি থেকে তাদের পরীক্ষা দিতে হবে। ৫ জানুয়ারি পরীক্ষা সূচি ঘোষণা করে ১০ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষা গ্রহণ করার বিষয়টি অনেকেই মানতে নারাজ। মাত্র ৫ দিনের সময়ে কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নিয়েই সমস্যা। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা অসহায়। কারণ যাকে। সমন্বয়-সাধক করতে বলেছে, তার ভূমিকা অসুরের মতো। প্রতিবাদী কলম-এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে পড়ুয়াদের কথাগুলো নিয়ে। ৫ জানুয়ারি পরীক্ষা সূচি ঘোষণার পর ১০ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে আপত্তি রয়েছে অনেকের। পরীক্ষা সূচি ঘোষণার এক মাস সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার যে দাবি করা হয়েছে তাতেই তেলে বেগুনে উঠেছেন কেন্দ্রীয়

বর্তমান সরকারের কাছের লোক। এই পরিস্থিতিতে তিনি কারা সংবাদমাধ্যমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর পৌঁছে দিয়েছে তার জন্য হুমকি দিচ্ছেন পড়ুয়াদের। তাদের একটি কক্ষে আটকে রেখে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে জোর করে। তাতে পড়ুয়াদের একটি বয়ানে স্বাক্ষর রাখা হয়। যে বয়ানটি লিখেছে কর্তৃপক্ষ। সেই বয়ানে উল্লেখ আছে, পরীক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের কোনও আপত্তি নেই। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ বয়ান লিখে দিয়ে পড়ুয়াদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, ওই সমন্বয়-সাধক, একাংশ ফ্যাকাল্টি এবং অতিথি অধ্যাপকরা রীতিমতো পড়ুয়াদের বাধ্য করছে ১০ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষায় বসতে। যা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিলো এই সময়ের মধ্যে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিককালের ভূমিকা নিয়ে কোনও কোনও মহল

বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এই সময়ের মধ্যে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে যা রীতিমতো উদবেগের। শুধু তাই নয়, বর্তমান পরিস্থিতিতেও পড়ুয়াদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে রীতিমতো। অর্থাৎ পড়ুয়াদের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বয়ান লিখে দিয়ে সেখানে পড়ুয়াদের হুমকি দিয়ে স্বাক্ষর করার ঘটনা রীতিমতো উদবেগেরই নয়, ভয়ঙ্কর অন্ধকার ভবিষ্যতও ইঙ্গিত করছে। গত কয়েক বছর ধরে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটে চলছে তা রাজ্যের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে নয়া কলক্ষের অধ্যায় রচিত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সূচি নিয়ে তীব্র আপত্তি উঠলেও পরীক্ষা সূচি বদলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ। তথাকথিত সমন্বয়-সাধক অসুরের ভূমিকায় থাকলেও তার বিরুদ্ধেও পড়ুয়ারা গর্জে উঠেনি।সব মিলিয়ে নীরবতায় শুরু হচ্ছে পরীক্ষা। গর্জন শুধ অন্তরে অন্তরে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। শিক্ষা বাঁচাও ভবিষ্যৎ বাঁচাও, শিক্ষা বাঁচাও দেশ বাঁচাও এই ভাবনাকে সামনে রেখে জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন ত্রিপুরা চাপ্টারের উদ্যোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। সিটি সেন্টারের সামনে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সেলিম শাহ, ফোরামের আহ্বায়ক ড. মিহির লাল রায়-সহ অন্যান্যরা।রাজ্যের শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনায় বক্তারা সরব হয়েছেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত বক্তারা সাম্প্রতিককালের কয়েকটি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। উল্লেখ্য, রাজ্যে শিক্ষায় বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন ত্রিপুরা চাপ্টারের আহূত এদিনের প্রতিবাদের সভা সিটি সেন্টারে সাফল্যের সাথে শেষ হয়। বিদ্যাজ্যোতির নামে বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার তীব্র প্রতিবাদ এই সভায় জানানো হয়েছে।এই সভায় শিক্ষক-শিক্ষিকা

জয়েন্ট ফেরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন ও শিক্ষাকর্মীদের উপর যেভাবে অনৈতিক বদলি চাপিয়ে নানাভাবে দমন পীড়নেরও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা তুলে দেবার চেষ্টা শুরু হয়েছে অভিযোগ করে জয়েন্ট ফোরাম এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। এক অদ্ভূত পরিবেশের সৃষ্টি করে ত্রিপুরা বোর্ডের সার্বিক ক্ষতি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বোর্ডের গঠন তন্ত্রের ওপর আক্রমণ

করা হচ্ছে।। ফোরামের আহায়ক

ড. মিহির লাল রায় তার বক্তব্যে

এই অভিযোগগুলি এনে বলেন, সরকারকে রাজ্যের স্বার্থে এই সমস্ত শিক্ষা বিরোধী কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। একই সাথে গেছে। যদিও বিষয়টি উপস্থিত ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষিত শিক্ষিকাদের অবিলম্বে উপযুক্ত হয়েছে।শিক্ষা বাঁচাও কিংবা দেশ ব্যবস্থা করে নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন। প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সেলিম করছে সংশ্লিষ্টরা। জয়েন্ট ফোরাম শাহ। এদিকে, জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন ত্রিপুরা চাপ্টার নানা বিষয়ে

শিক্ষা বাঁচাও, ভবিষ্যৎ বাঁচাও

শিক্ষা বাঁচাও, দেশ বাঁচাও

ত্রিপরা চাপ্টার

আয়োজন করলেও তাদের ব্যানারের ফোরাম শব্দটি জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে 'ফেরাম' হয়ে বাঁচাও ভাবনায় এই ধরনের কর্মসূচির মাঝেও এই ধরনের বিষয়গুলো দৃষ্টিকটু বলেই মনে ত্রিপুরা চাপ্টার এই কর্মসূচির আন্দোলন জারি রেখেছে।

### ডাজঢাল পদ্ধাততে কংগ্রেসের সভ্যপদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। ডিজিটাল পদ্ধতিতে শুরু হলো কংগ্রেসের সভ্যপদ অভিযান কর্মসূচি। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এ কর্মসূচির সূচনা করেন পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। তিনি জানিয়েছেন, আগামী ৩১ মার্চ অবধি এ সভ্যপদ অভিযান কর্মসূচি চলবে। যেকেউ কংগ্রেসের সভ্য হতে পারে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। তাতে

# STATE LEVEL TRAINING CAMP

দলের প্রকৃত সভ্যসংখ্যা জানা যাবে।কম হলেও এ সংখ্যা প্রকৃত সত্য সামনে তুলে ধরবে বলেও জানান বীরজিৎ সিনহা। তিনি আবারও জানিয়েছেন সকলের জন্য কংগ্রেসের দরজা খোলা

অনেকেই কংগ্রেসের সাথে খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ **>**7085917851 আছে। তিনি দাবি করেন এসময়ে

যোগাযোগ করছে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে যাবে বলেও জানান পিসিসি সভাপতি বীর জিৎ সিনহা। জেলা, রুক স্তারেও শুরু হয়েছে কংগ্রেসের সভ্যপদ অভিযান কর্মসূচি।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্रक्रिगारक (यादा श्रेयं। क्रया गार्य ।

আব্রুয়াসে মেনে সূরণ সরা বাবে ।											
স	ংখ	3     5     6     7     4     1     9       1     8     4     3     5     2     6       5     9     2     1     8     3     7       8     4     9     2     3     6     1       6     1     7     8     9     5     2									
2	8	3	5	6	7	4	1	9			
7	9	1	8	4	3	5	2	6			
6	4	5	9	2	1	8	3	7			
5	7	8	4	9	2	3	6	1			
4	3	6	1	7	8	9	5	2			
1	2	9	3	5	6	7	8	4			
3	1	4	2	8	9	6	7	5			
8	5	7	6	1	4	2	9	3			
9	6	2	7	3	5	1	4	8			

4	4		8			2	5		
		7	2		8				9
9	9	3	5		1		8		7
(	3		6		7			4	2
2	2	9					3		
					2				6
		4	1	2	5				
		2		1					4
(	6	8			4	7			

ক্রমিক সংখ্যা — ৪০১

#### আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : দিনটিতে সমস্ত কাজ ঝামেলা ছাড়াই সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হবেন। অর্থনৈতিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি অতি শুভ। চাকরিজীবীরা কৌশলী থেকে এক মহৎ ও উদার মনের পরিচয় দিয়ে

না করে সমঝোতার হাত প্রসারিত i করলে তা বেশি কার্যকর হবে।

মিথুন: দিনটিতে মানসিক শাস্তি লাভ করা কঠিন হবে। বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে সময় কেটে যাবে।

সামাজিক কাজে যথেষ্ট | 📆 উৎসাহিত হতে পারেন। সৃজনশীল পেশার মাধ্যমে প্রশংসার পাশাপাশি অর্থাগমও হবে। প্রকৌশলী, সাহিত্যিক। পেশাজীবীদের শুভ সময়।

সিংহ : দিনটিতে কাজকর্মে বিশেষ সুফল লাভ করবেন এবং সুনাম বাড়বে। l সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে সমস্ত কাজ এতদিন করতে পারেননি নাও হতে পারেন।

**েকন্যা** :গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে হাত দেওয়াই এই টিতে ঠিক হবে না। কোনো সহকর্মী আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সেই দিক থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কারো সঙ্গে । ব্যবসায়ী ভাগ্য শুভ।

জড়িয়ে পড়তে পারেন। শরীর স্বাগ্রহ আসতে পারে।

স্বাস্ত্যের প্রতি যত্ন নেওয় আবশ্যক। আয় ভাগ্য শুভ। ব্যবসায়ীদের নতুন চিন্তা এবং আইডিয়া আসবে যার মাধ্যমে উপার্জন বেশ ভাল হবে। বৃশ্চিক : দিনটিতে প্রেমের ক্ষেত্রে মান

অভিযান চলতে পারে। অশাস্তিমূলক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে । প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। খেয়ালের বশে ছেলে বৃষ : দিনটিতে পুরনো বাধা বিঘ্ন | মানুষী কোন সিদ্ধান্ত নিলে ভুল কেটে যাবে অনেকটা। | করবেন। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ উগ্রতা পরিহার করুন। । করলে সবকাজই সুন্দরভাবে শেষ <u>আক্রমণাত্মক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ । হবে। অর্থ লাভ যোগ। উর্ধ্বতন</u> কর্তৃ পক্ষের কাছ থেকে দূরে

থাকাই ভাল।

ধুনু : দিনের কাজ দিনে শেষ করাই ভাল। 🌃 🌮 কর্মক্ষেত্রে অধীনস্থদের বিশেষ সহযোগিতা পাবেন না। <sup>|</sup> কারণে যে ঝামেলার সৃষ্টি প্রতিপক্ষের বিরোধিতা সত্তেও । হয়েছিল তা আজকের দিনে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। । মিটে যেতে পারে।নতুন প্রেমের কারো প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্বের দুঃ | দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। | অত্যাধিক কাজের চাপে 📰 কর্কট : দিনটিতে | আপনাকে দিশেহারা করে

> মকর : দিনটিতে পারিবারিক কাজে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। শিক্ষামূলক কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের জন্য বিশেষভাবে শুভ। দাম্পত্য জীবন পূর্বের l তুলনায় যথেষ্ট শান্তি বিরাজ

করবে। কুম্ভ : রোমান্টিক যোগাযোগ বাড়তে সেইসব কাজ করার উপযুক্ত দিন । পারে প্রেমিক জাতকের। আজ। ব্যবসায় ততটা লাভবান । সম্ভানের কারণে মন বিচলিত হতে পারে। আপনার কাজে কেউ i প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে iনা। প্রেমের ব্যাপারে মনোমালিন্য পরিহার কর্যন,

অর্থভাগ্য শুভ।
মীন : দিনটিতে
চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলে ঘটনা যেন l সহকর্মীরা কেউ ষড়যন্ত্র করলে অন্যদিকে মোড় নিতে না পারে । তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা সেদিকেও লক্ষ্য লিখতে হবে। । নেই। দিনটিতে অসমাপ্ত কাজকর্ম ঙিছিয়ে আনতে পারবেন ও তুলা : উত্তেজনার বশবতী হয়ে | কর্মস্থলে কাজের মাত্রা বেড়ে কারো সাথে বিনা কারণে বিবাদে যাবে। তবে ধর্মের প্রতি বিশেষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শুরু করে বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা কোষাধ্যক্ষ আশিস চৌধুরী। 'শিক্ষা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রোডের রাজ্য পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। অফিস লেনস্থিত ত্রিপুরা সরকারি গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতির প্রেক্ষাগ্যহে এদিন শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান দিলীপ সরকার, টিইসিসি'র সাধারণ সম্পাদক স্বপন বল-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিলীপ সরকার বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সর্বনাশা ডেকে এনেছে। অঙ্গনওয়াড়িস্তর থেকে

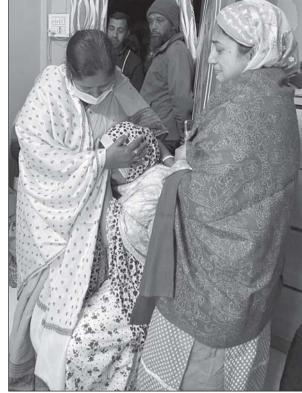
গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান অবনমিত করেছে। শুধু তাই নয়, গোটা বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির মের দণ্ড হিসেবে পরিচিত শিক্ষকদের বেতনে কোপ বসানো দিয়ে বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে হয়েছে। কম চুক্তির মাধ্যমে সমিতির সভাপতি পুলিন ত্রিপুরা, নিয়োগের প্রচেম্ভা রীতিমতো শিক্ষা ব্যবস্থায় ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত ব্যানার্জী সম্পাদিকা খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন। তার উপর আলোচনা হয়। তাতে টিআরবিটি নিযুক্ত শিক্ষকদের বিভাগ ভিত্তিক কনভেনশন করার আহ্বান রাখা হয়েছে। হিসাব নিকাশ পেশ করেন

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা ক্ষেত্রে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করে প্রবাহ'র বর্তমান অবস্থা ও আগামী দিনের লক্ষ্যমাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করেন প্রণব দেবরায়-সহ অন্যান্যরা। ছয়টি মৌলিক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন সহ-সাধারণ সম্পাদক শৈবাল রায়। কর্মসূচি ও সাংগঠনিক প্রস্তাব পেশ করেন নমিতা গোপ। ২৩ বিভাগীয় রিপোর্ট পেশ করেন বিভাগীয় নেতৃত্ব। বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন সকলেই। শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, বিদ্যাজ্যোতি-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা হয়। দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে সমর্থনের বিষয়টিও এদিনের সভায় আলোচনা হয়। এদিন ১১৯জন রাজ্য পরিষদের



### কর্মসংস্থানের আশ্বাস প্রতিমার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ জানুয়ারি ।। কিছুটা দেরিতে হলেও প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মুজিবর ইসলাম মজুমদারের বাড়িতে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি রবিবার সন্ধ্যায় সোনামুড়ার দুর্গাপুরস্থিত প্রয়াত নেতার বাড়িতে আসেন। মুজিবর ইসলাম মজুমদারের পরিজনদের সাথে কথা বলে সমবেদনা জানান। পাশাপাশি প্রতিমা ভৌমিক সংবাদমাধ্যমের সাথেও কথা বলেন। তিনি বলেন, যেকোনও মৃত্যুই সবাইকে কষ্ট দেয়। আর অকাল প্রয়াণ আরও বেশি দুঃ খজনক। মুজিবর ইসলাম মজুমদার একজন মিস্টিভাষী সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। প্ৰতিমা ভৌমিক বলেন, তিনি যখন প্রথমবার ১৯৯৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করেছিলেন ওই সময় মুজিবর ইসলাম মজুমদারও ধনপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। এর আগে থেকেই তার সাথে সম্পর্ক ছিল। সময়ের সাথে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।



মুজিবর ইসলাম মজুমদারের মৃত্যু আশ্বাস দেন পরিবারটিকে নিয়ে

সরকারের তরফ থেকে মুজিবর ইসলাম মজুমদারের স্ত্রীর সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমা ভৌমিকের কথা অনুযায়ী মুজিবর ইসলাম মজুমদারের হাদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, চিকিৎসার জন্যই এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তিনি হাদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। রাজ্যে উপস্থিত না থাকার কারণেই তিনি এতদিন সোনামুড়ায় আসতে পারেননি বলেও প্রতিমা ভৌমিক

ফিরেছেন এবং আগরতলা থেকে

যাতে পরিবারটাকে রক্ষা করা

যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তিনি নাকি

আগেও এই বিষয়ে কথা

বলেছিলেন। পুনরায় তিনি কথা

বলবেন মুজিবর ইসলাম

মজুমদারের দুই সন্তানের

লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ এবং

প্রয়াতের স্ত্রীর কর্মসংস্থানের

বিষয়ে। এক কথায় রাজ্য

#### জানান। রবিবারই তিনি রাজ্যে

### অ্যাম্বলেন্স পরিষেবায় সমস্যায় রোগীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **শান্তিরবাজার, ৯ জানুয়ারি।।** রাজ্যে ১০২ অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে রোগীদের। ১০২ অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মুমূর্যু রোগীদের পরিষেবা দিয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে রোগীরা। সারা রাজ্যের সাথে জোলাইবাড়িতে ১০২ অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে রোগীদের। রবিবার জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবা প্রদানকারী ১০২ অ্যান্থলেন্স চালক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয় জানান গত ৬ জানুয়ারি ঊধর্বতন কর্তৃপক্ষের কাজ থেকে খবর আসে পরিষেবা বন্ধ রাখার জন্য। ঠিক কি কারণে এই পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কতৃপিক্ষের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। ঊধর্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী এই পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। এর ফলে ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হচ্ছে রোগীদের। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ নাগরিকরা ১০২ অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা পেয়ে আসছিল। অনেক গরিব পরিবারের রোগীরা এই পরিষেবার সুবিধা সময়মতো নিয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়াই

বিপাকে পড়তে হচ্ছে রোগীদের।

হাসপাতালের

পরিষেবা

নিয়ে ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বক্সনগর, ৯ জানুয়ারি ।। সোনামুড়া

সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা

পরিষেবা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে

ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের

অভিযোগ, হাসপাতালের একাংশ

চিকিৎসক মুনাফা আদায়ের জন্য

নিজের চেম্বার নিয়ে বেশি সময়

ব্যস্ত থাকছেন। অথচ হাসপাতালে

গিয়ে রোগীরা পরিষেবা পাচ্ছেন

না। গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছ

থেকে চড়া হারে ভিজিট নিচ্ছেন

বলেও অভিযোগ। এক কথায়

হাসপাতালের ভেতরে এবং বাইরে

উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের

উপর চাপ বাড়ছে। এছাড়া

হাসপাতাল থেকে ওষুধ বাইরে বিক্রি

করে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

যেহেতু মহকুমা হাসপাতালটি

মেলাঘরে তাই স্থানীয় রোগীরা

যেকোনও সমস্যায় সোনামুড়া

হাসপাতালেই ছুটে আসেন। কিন্তু

তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে

থাকেন চিকিৎসকের অপেক্ষায়।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন

রোগীদের ভিড় দেখা যায়।

অনেকেই নাজেহাল হয়ে খালি

হাতেই বাড়ি ফিরে যান। হাসপাতাল

কর্তৃপক্ষের গাফিলতি নিয়ে স্থানীয়

নাগরিকদের মনে ক্রমশ ক্ষোভ

বাড়ছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়

সোনামুড়ার পাশাপাশি অন্যান্য

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে গিয়েও

বিশেষ কোনও পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে

না। তাই বেশিরভাগ মানুষ সোনামুড়া

হাসপাতালে ছুটে আসেন। কিন্তু

সেখান থেকেও তারা সুযোগ-সুবিধা

পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

#### আসেন। প্রসেনজিৎ সাহার কথা অনুযায়ী প্রাথমিক অবস্থায় ওই চিকিৎসক তার মায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষ্ধ লিখে দেন। পাশাপাশি ওয়ুধ সেবনের ১০দিন পর পুনরায় আসতে বলে দেন। পাঁচ মাস পর আভযুক্ত গ্রেফতার

চিকিৎসকের চেম্বারে নিয়ে

বিশালগড়, ৯ জানুয়ারি ।।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৯ জানুয়ারি ।। পাঁচ মাস আগে পাচারকারীদের গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন সোনামডা মহকমা পলিশ আধিকারিক বনোজ বিপ্লব দাস। সেই ঘটনা ২০২১ সালের ২৭ আগস্ট রাত ১১টা নাগাদ ঘটেছিল। পরবর্তী সময় কলমচৌড়া থানায় মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু ঘটনার অভিযুক্ত পলাতক ছিল। অবশেষে পুলিশ সেই অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ২৭ আগস্ট রাতে কলমচৌড়া থানার পুলিশ এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক একটি।



সন্দেহভাজন গাড়ির পেছনে ধাওয়া করছিলেন। পাচারকারীদের গাড়িটি এসআই দুর্গাকুমার রাঙ্খলের মতোই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনোজ বিপ্লব দাসকে পিয়ে মারার চেষ্টা করেছিল। পাচারকারীর গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন তিনি। অভিযুক্ত চালক ঘটনার পর সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। প্রথমে পুলিশ আঁচ করতে পারেনি গাড়ির চালকের আসনে কে ছিল। পরবর্তী সময় গাড়ির মালিক ডালিম মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। পাশাপাশি পুলিশ জানতে পারে ঘটনার মূল অভিযুক্ত গাড়ির চালক মহম্মদ মুক্তি হোসেন। তাই তার নামও মামলায় অভিযুক্তের তালিকায় যুক্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯, ৩৩২, ৩০৭, ৩৫৩ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ মুক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেনি। বারবার তার বাড়িতে গিয়ে পুলিশকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়। অভিযুক্ত চালকের পরিজনরা অবশ্য প্রলিশের কাছে দাবি করেছিল মুক্তি এই ঘটনার সাথে জড়িত নয়। তাদের অভিযোগ, এলাকার রবিউল হোসেনের ছেলে সুজন মিয়া মূল অভিযুক্ত। কিন্তু পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে মহম্মদ মুক্তি হোসেন সেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্র অনুযায়ী অভিযুক্ত চালক একটা সময় বাংলাদেশে পাড়ি দেয়। রবিবার সন্ধ্যায় পুলিশ জানতে পারে মুক্তি বাড়ি ফিরে এসেছে। তাই বক্সনগর চৌমুহনি এলাকার একটি মোবাইল দোকানে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। সোমবার তাকে সোনামডা আদালতে পেশ করা হবে। প্রশ্ন উঠছে, একজন পুলিশ আধিকারিকের উপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার ঘটনার মূল অভিযুক্তকে জালে তুলতে যদি এতটাই সময় লেগে যায় তাহলে সাধারণ মানুষের সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধমূলক ঘটনার অভিযক্তদের ধরতে কতটা সময় লাগবে?

প্রতি সপ্তাহে একটি করে খাবার প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেই নাকি মহিলার মুখে ঘা'র সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি তিনি খুবই দুৰ্বল হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, শিখা রানি সাহাকে ল্যাবে নিয়ে



ঘা হয়ে যায়। পরে প্রসেনজিৎ তার মাকে এই অবস্থায় আরেকজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসেন।

অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেছে, তার লিভারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই কারণেই তিনি এখন শয্যাশায়ী। রবিবার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রসেনজিৎ সাহা এবং শিখা রানি সাহা দু'জনেই চিকিৎসকের

#### সবাইকে কন্ত দিয়েছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন সোজা সোনামুড়ায় চলে আসেন। প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হাঁপানিয়া হাসপাতালে। তবে বেশিরভাগ সময়ই বিশালগড় মহকুমা হাসপাতলে হাসপাতালে চিকিৎসক দেখা যায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ জানুয়ারি ।। ১৪০৮বাং সনে প্রথম বৈষ্ণব মহামন্ডলীর কমিটি গঠন করা হয়। সেই সময় থেকে সকলে মিলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে জড়িত রয়েছেন। তবে গোমতী জেলা বৈষ্ণব মহামন্ডলী কমিটির মধ্যে বহিষ্কৃত বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। বিগত কয়েকদিন আগে বহিষ্কৃত বৈষ্ণবরা কিছু সংখ্যক বৈষ্ণবদের নিয়ে একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাই রবিবার উদয়পুর গোমতী জেলা কমিটির বৈষ্ণব মহামভলীর সকল সাধু এবং

কোণঠাসা

করতে সম্মেলন



रिवखनरामन निराय উদय পুन চন্দ্রপুরস্থিত চন্দন ভৌমিকের বাড়িতে একটি বৈষ্ণব সম্মেলন করা হয়। পরে বৈষ্ণবরা একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে আগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণা করা হয় যে তাদেরকে অশ্লীল আচরণের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। গোমতী জেলা বৈষ্ণব মহামন্ডলীর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে তার কোনো যৌক্তিকতা নেই। পুরাতন যে কমিটি পাঁচ বছরের জন্য গঠন করা হয়েছিল তা স্থায়ীভাবে এখনো চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে বলে জানান গোমতী জেলা বৈষ্ণব মহামভলীর সভাপতি নারায়ণ ভৌমিক এবং সম্পাদক চন্দন ভৌমিক।

বিশালগড়, ৯ জানুয়ারি ।। ঘন্টাখানেক ধরে চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করলেও দেখা মিলল না চিকিৎসকের। ঘটনা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় চড়িলাম উত্তরমুড়া এলাকার বাসিন্দা মিঠুন হোসেন তার স্ত্রী কুলসুম বেগমকে বাইকে করে আগরতলায় চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিল। এমন সময় অফিসটিলা এলাকায় মিঠুনের বাইকের সাথে সংঘর্ষ ঘটে একটি গবাদি পশুর। এতে আহত হয় মিঠুনের স্ত্রী। তৎক্ষণাৎ এলাকাবাসীরা ওই মহিলাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। মহিলার ডান হাতটি ভেঙে যায় বলে জানান তার স্বামী। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ওই মহিলা ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে বসে যন্ত্রণায় কাতরালেও চিকিৎসকের দেখা মেলে নি বলে অভিযোগ। আহতের স্বামী অনেক দৌড়ঝাঁপ করার পর চিকিৎসক আসলেও তিনি ফোনে ব্যস্ত ছিলেন বলে জানান আহতের

থাকলেও ঊধর্বতন কর্তৃপক্ষ আজ

দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসক স্বল্পতা



পর্যন্ত এর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। গোটা মহকুমার হাসপাতাল এটি কিন্তু চিকিৎসক মাত্র প্রতি বেলায় থাকছেন একজন। তাকেই রাউন্ডে যেতে হয় ইমার্জেন্সি ছেড়ে। কোন না নিরসনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কি

হাসপাতাল ভাঙচুর পর্যন্ত করা হয়েছে পরিষেবা নিয়ে। ফের রবিবার একই অভিযোগ করলেন আরেক রোগীর পরিবার। এখন দেখার বিষয় এ ধরনের সমস্যাগুলি করে রেফার করে দেওয়া হয় কোন কারণে যদি দুইজন থাকে, ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

### ডল্ডে গেলো গ

চড়িলাম, ৯ জানুয়ারি ।। পেছনের চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কে উল্টে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টিআর

স্বামী। পরে কোনরকম চিকিৎসা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দূরত্বে চেচুড়ীমাই এবং পশ্চিম যাওয়ার পথে চেচুড়ী মাই এলাকায় বড়জলার মাঝামাঝি জাতীয় সড়কে। বিকট আওয়াজে



০১এএম ১৫৫৯ নম্বরের লোহার রড বোঝাই একটি বোলেরো গাড়ি। ঘটনা সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার অফিস থেকে ঢিল ছোড়া আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী।

গাড়িটিতে চার টন লোহার রড ছিল বলে জানায় গাড়ির চালক আজিজ মিয়া। গাড়িটি লোহার রড নিয়ে আগরতলা থেকে জোলাইবাড়ি এসে চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। তবে এলাকাবাসী জানিয়েছে গাড়িটিতে ২ জন যাত্রীও ছিল। যদিও কারোর কোনো ক্ষতি হয়নি। এলাকাবাসী দৌড়ে এসে যাত্রীদেরকে উদ্ধার করে গাড়ি থেকে। তবে দিনের বেলায় এই স্থানে যদি দুর্ঘটনা ঘটতো তাহলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হত বলে থামের মানুষ জানিয়েছে। কারণ দিনের বেলা এই স্থানে প্রচুর লোকের সমাগম থাকে। তখন ক্ষয়ক্ষতি আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সাতসকালে এই দুর্ঘটনায় হতবাক গ্রামের মানুষ। গাড়ি থেকে লোহার রড গুলো নামিয়ে গাড়িটিকে জাতীয় সড়ক থেকে সরানোর ফলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

#### ২০ বাংলাদেশি জেলে সহ নৌকা হস্তান্তর করলো ভারত

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ৯ জানুয়ারি।। ভারতীয় কোস্ট গার্ড জাহাজ সরোজিনী নাইডু ২০ জন বাংলাদেশি জেলে-সহ 'আল্লাহর দান' নামক একটি মাছধরা নৌকাকে সফলভাবে ভারত-বাংলাদেশ সমুদ্র সীমানায় প্রত্যাবাসন করেছে। রবিবার নৌকাটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জাহাজ স্বাধীন বাংলার কাছে হস্তান্তর করে। ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে। ইঞ্জিন বিকল হওয়ার কারণে উল্লেখিত বোটটি সমুদ্রে ভেসে যায় এবং ভারতীয় জেলেরা সেটি দেখতে পায় বলে জানা গেছে। ভারতীয় জেলেরা মানবিক কারণে নৌকাটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয় এবং ● এরপর দুইয়ের পাতায় চড়িলাম, ৯ জানুয়ারি ।। নেশার কবলে ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র থেকে শুরু করে উঠতি বয়সের যুবকদের এতে দুশ্চিন্তায় রয়েছে অভিভাবকরা। চড়িলাম এলাকার বেশ কয়েকটি স্থানে হেরোইন ব্রাউন সুগার কৌটা নেশা জাতীয় ট্যাবলেট এবং মদের রমরমা বাণিজ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অভিযোগ স্থানীয় কিছু বখাটে ছেলেদের প্রশ্রয় এই সকল জায়গাগুলোতে নেশার র্যাকেট চালাচ্ছে নেশা কারবারি ও নেশা সেবনকারীরা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই গোটা এলাকায় আঁধার নেমে আসে। অন্ধকারের সুযোগ নিয়েই বখাটে ছেলেদের তাগুব শুরু হয়। চড়িলাম পেট্রোল পাস্পের পেছনে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই শুরু হয় উঠতি বয়সের যুবকদের নেশার আড্ডা। অনেক ছেলেরা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে নেশার আসরে যোগদান করেছে বলে অভিযোগ। এই

বিষয়টিতে অত্যস্ত দুশ্চিস্তায় রয়েছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অভিভাবকরা। জানা যায় প্রতিনিয়ত জাতীয় সড়কের এই স্থান দিয়ে আনাগোনা রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পুলিশ এই স্থানে অভিযান করেনি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। চড়িলাম দ্বাদশ শ্ৰেণী বিদ্যালয়ের পেছনে রিজার্ভ ফরেস্টের জঙ্গলেও বসছে সন্ধ্যার পরে নেশার আসর। অন্যদিকে আড়ালিয়া স্কুলের একটি পরিত্যক্ত ঘরে এবং আড়ালিয়া উত্তরমুড়া যাওয়ার একটি ব্রিজের উপরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই শুরু হয় নেশাখোরদের আনাগোনা। বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রী এবং নেশার ট্যাবলেট ছেয়ে যাচেছ গোটা এলাকা। পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ কুম্ভ নিদ্রায় রয়েছে বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। যার ফলে দিন দিন নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাচ্ছে। অভিভাবকদের প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে এ ধরনের নেশাজাতীয় সামগ্রগুলি। চেচুড়ী মাই রেললাইন সংলগ্ন কুপিবাড়ি এলাকার রাবার বাগানের ভেতরেও

আসর। ড্রাগস, হেরোইন, ব্রাউন পুলিশ অফিসার দের নিয়মিত সুগার সব ধরনের নেশা সামগ্রী সেই স্থানে পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। এ ধরনের নেশা সামগ্রী বাণিজ্যে স্থানীয় বখাটে ছেলেরা জড়িত রয়েছে বলে এলাকার মানুষজন অভিযোগ করলেও পুলিশ সবকিছু জেনেশুনে চুপচাপ। পুলিশ যদি প্রতিদিন সঠিকভাবে টহলদারি দিত এবং অভিযান জারি রাখতো তাহলে প্রতিটি স্থান থেকে নেশা কারবারিদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হতো। নেশার বিরুদ্ধে ওই সকল এলাকার অভিভাবকরা একত্রিত হয়ে সিপাহিজলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করবে বলে জানা যায়। পুলিশ যদি কঠোর ভূমিকা গ্রহণ না করে তাহলে উঠতি বয়সের ছাত্র-যুবকদের নেশার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। প্রতিদিন এই চিস্তায় রয়েছে অভিভাবকরা। অতিসত্বর পুলিশ প্রশাসন যাতে সঠিক দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার দাবি রেখেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার অভিভাবকরা।

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। মাস্ক এনফোর্সমেন্ট অভিযানে নেমে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন প্রশাসনের অফিসাররা। মাস্কের জন্য জরিমানা করতে গেলেই অফিসারদের শুনতে হয় কেন নেতাদের জরিমানা করতে পারেন না তারা। প্রকাশ্যে মাস্ক ছাড়া নেতারা ঘুরলেও কেন জরিমানা করেন না। রবিবার সরকারি ছুটির দিনেও পোস্টঅফিস চৌমুহনিতে মাস্কের জন্য অভিযানে নামে সদর মহকুমা প্রশাসন। এদিন অটো এবং বাইক থামিয়েও জরিমানা করা হয় অনেককে। জরিমানার জন্য দাঁড় করানো হয় এক প্রবীণকেও। তিনি জানান, সব সময়ই মাস্ক পরেন। কিন্তু চশমা ছাড়া বাইক চালাতে পারেন না। চশমার সঙ্গে মাস্ক দিলে চোখে দেখতে সমস্যা হয়। এই কারণে বাইক চালানোর সময় মাস্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নাক থেকে নামিয়ে রাখেন। অটো থেকে এক চালককে নামিয়েও ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। তিনি জানান, সারাদিন অটো চালিয়ে ২০০ টাকা রোজগার করতে পারি না। কিন্তু জরিমানা দিতে হয়েছে এই টাকা।

আমাদের মত গরিব মানুষ মাস্ক পর্যন্ত ঠিকভাবে কিনতে পারি না। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরিমানা করে একটি মাস্ক পর্যন্ত দেওয়া হয় না। অন্যদিকে মাঝ বয়সি এক মহিলা জানিয়েছেন, মাস্কের জন্য অভিযান

হবে তিনি জানেন না। সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলে কোথাও এই ধরনের সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেখেননি। এভাবেই মাস্ক এনফোর্সমেন্টে গিয়ে নেতাদের কারণে হেনস্থা হতে হয় প্রশাসনের অফিসারদের।



#### চিকিৎসকের ভূলে বিছানায় যাওয়া হয়েছিল। পুনরায় তাকে শয্যাশায়ী এক মহিলা। এমনই এক বিভিন্ন ওযুধ লিখে দেন চিকিৎসক। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে আসলো অভিযোগ, সেই চিকিৎসকের লিখে বিশালগড় নেতাজিনগর এলাকা দেওয়া ওষুধ খাওয়ার পর থেকে



চিকিৎসকের ভুলে শয্যাশায়ী মহিলা

সাহাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে

দ্বিতীয় চিকিৎসক নাকি আগের ব্যবস্থাপত্র দেখে হতবাক হয়ে পড়েন। কারণ ব্যবস্থাপত্রে একটি ওষুধ প্রতিদিন একটি করে খাবার কথা লেখা হয়েছিল। দ্বিতীয়

বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন।

### দৰ্ঘটনায় আহত ২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ জানুয়ারি ।। বিশালগড় থানার অন্তর্গত নিচের বাজার এলাকায় রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ যান দুর্ঘটনায় আহত হন দু'জন। আহত প্রীতম দেবনাথ এবং প্রসেনজিৎ দেবনাথ কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। নিচের



বাজারেই আসার টিআর-০৭-বি-০২৬৮ নম্বরের একটি গাড়ি তাদেরকে ধাক্কা দেয়। এতে দুই যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। দু'জনের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন গাড়িটিকে আটক করেছে। পুলিশ এখন ঘটনার তদন্ত করছে।

#### রেলের

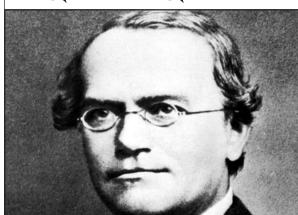
#### ধাক্কায় আহত প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তেলিয়ামুড়া, ৯ জানুয়ারি ।। রেলের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি। শনিবার রাতে তেলিয়ামুড়ার তৃষাবাড়িস্থিত রেল স্টেশনের পাশে ওই ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরবতী সময় রেল পুলিশের কর্মীরা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত ব্যক্তিকে জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু আহত ব্যক্তির সাথে কোনও আত্মীয় পরিজন না থাকার জেরে তাকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতলেই পড়ে থাকতে হয়। এক্ষেত্রে রেল পুলিশের কর্মীরাও কোনও দায়িত্ব নেননি। আহত ব্যক্তির পরিচয় বের করার চেষ্টা চলছে।

সন্ধ্যার পরে প্রতিদিন বসছে নেশার

#### জানা এজানা

### মেডেল: একজন অনুসন্ধিৎসু যাজক



জোহান গ্রেগর মেন্ডেলের জন্ম

১৮২২ সালের ২২ জুলাই। সে সময়ের হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যে, বৰ্তমান চেক প্ৰজাতন্ত্ৰে। বাবা অ্যান্টন মেন্ডেল ছিলেন কৃষক, ভূ-স্বামীর অধীনে কাজ করতেন। তবে নিজস্ব জমিজমা এবং সম্পত্তির বিচারে তিনি হতদরিদ্র ছিলেন, বলা যাবে না। মেন্ডেল পরিবার যেখানে থাকতেন, সেখানে কাজের পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল। ফলে। ছেলে একটু পরিণত হয়ে পৈতৃক কাজে-কর্মে লেগে যাবে এমনটাই ইচ্ছা ছিল তাঁর বাবা-মায়ের। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি হয়ে যান। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর পরই তাঁর মেধা শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন মেধাবী ছেলে গ্রামের সাদামাটা এক স্কুলে পড়ে মেধার অপচয় করবে! তাই শিক্ষকেরা তাঁকে উন্নতমানের একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ তৈরি করে দেন। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরের বছর প্রবেশ করেন উচ্চবিদ্যালয়ে। প্রথম দিকে ছেলেকে নিয়ে উচ্চ স্বপ্ন না দেখলেও পরে কিন্তু বাবা-মা ছেলের লেখাপেড়ার খরচ জোগাতে কার্পণ্য করেননি। ছেলের পড়াশোনার খরচ দিয়ে গেছেন নিয়মিত। কিন্তু পরে প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসল আর ঠিকমতো হচ্ছিল না। ফলে অর্থের জোগান বন্ধ হয়। বাধ্য হয়ে মেন্ডেলকে তখন গৃহশিক্ষকের কাজ বেছে নিতে হলো। পাশাপাশি নিজের পড়াশোনাটাও চালিয়ে ১৮৪০ সালে যখন বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পন্ন হয়, তখন মেভেলের বয়স আঠারো বছর। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে অতিরিক্ত দুই বছর দর্শন পাঠ বাধ্যতামূলক ছিল। একটি প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি দর্শন পাঠ শেষ করেন। তবে সময়টা মেন্ডেলের জন্য স্বস্তিদায়ক ছিল না। একে তো আর্থিক সমস্যা, অন্যদিকে মানসিক অসুস্থতা। মেন্ডেলের একটা বড় সমস্যা ছিল, তিনি মানসিক চাপ একদমই নিতে পারতেন না। চাপা উত্তেজনা তাঁর স্নায়র ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলত। এই মানসিক অস্থিরতা তাঁকে পীড়া দিয়ে গেছে আসূত্য। এরই মধ্যে তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি বোনদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। মেন্ডেল স্ব-ইচ্ছায় খামারবাড়ির কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন। ফলে সেটার দায়িত্বভার পড়ে তাঁর বড় বোনের স্বামীর ওপর। মেন্ডেলের আর্থিক সমস্যা তখন তুঙ্গে। তখন ছোট বোন তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও গণিত পড়া শুরু করেন। আর্থিক ও মানসিক অস্থিতিশীলতার কারণে শেষ অবধি তা সম্পন্ন করতে পারেননি। ১৮৪৩ সালে তিনি ব্রুনোর সেন্ট টমাস আশ্রমে চাকরির জন্য আবেদন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সহায়তায় খুব সহজেই সেটা পেয়ে যান। আশ্রমে গিয়ে মেন্ডেল পছন্দের পরিবেশটাই পেয়েছিলেন। সহকর্মীরা সকলেই ছিলেন আন্তরিক, মঠাধ্যক্ষ ছিলেন যারপরনাই বিনয়ী মানুষ। ব্রুনোর অগাস্টিনীয় আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন এফ সি ন্যাপ।

ভেতরকার প্রতিভা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়তে উৎসাহ দিতেন তিনি। আশ্রমে কর্মরত সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। সেখানে গ্রন্থাগার ছিল, ছিল পাঠোপযোগী পরিবেশ। তাছাড়া আশ্রমের অনেকেই ব্রুনোর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতেন। ন্যাপ নিজেও শিক্ষক ছিলেন। আশ্রমে মেন্ডেলের কাজ ছিল হাসপাতালে গিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের ধর্মীয় সান্ত্বনা দেওয়া। খুব শিগ্গির এ কাজে মেভেলের বিতৃষ্ণা চলে আসে। ন্যাপের কাছে এ কাজ থেকে অব্যহতি দিতে অনুরোধ জানান তিনি। তাঁর বাসনা ছিল শিক্ষকতা করার। তিনি নিজেই বলতেন যে প্রাকৃতিক জ্ঞানের সমুদ্রে ডুবে থাকাই ছিল তাঁর সবচেয়ে পছন্দের কাজ। ন্যাপ সেটা ভালো করেই জানতেন। স্থানীয় একটি স্কুলে মেন্ডেলের জন্য সুপারিশ করেন তিনি। মেন্ডেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেননি, তাই স্কুলের চাকরি পাওয়ার সহজ ছিল। কিন্তু ন্যাপের সুপারিশে মেন্ডেলের একটা গতি হয়, যদিও বেতন অন্যদের অর্ধেক। পূর্ণ বেতনভুক্তির সুবিধা পেতে কয়েক স্তরের পরীক্ষায় অংশগ্ৰহণ ও উত্তীৰ্ণ হয়ে তবেই শিক্ষকদের খাতায় নাম লেখাতে হতো। মেন্ডেল সেই রকম একটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাঁকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক ইতিহাস পড়ার পরামশ দেন ন্যাপ। মেন্ডেল ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু বছর পড়াশোনা করেন। তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক জীবনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। এখানেই মেনডেলের পরিচয় হয় সে সময়ের সেরা সব জীববিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে। এ সব পরিচিতিই মূলত মেন্ডেলকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছিল। পদার্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান ডপলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এখানে। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল। এখানে শেখা বা জানা বিষয়গুলোর একটা প্রভাব দেখা যায় তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় গণিতের প্রয়োজনীয়তা ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারেন পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী ফ্রাঞ্চ আংগার ছিলেন তাঁর শিক্ষক। উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ, সঙ্করায়ণ ইত্যাদি ছিল আংগারের গবেষণার বিষয়। তখন মনে করা হতো যে একই প্রজাতির দুটি ভিন্নধর্মী উদ্ভিদের মধ্যে প্রজনন ঘটানো হলে প্রথম প্রজন্মে সব সমধর্মী বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রজন্মের উদ্ভিদগুলো নিয়ে পুনরায় প্রজনন ঘটানো হলে দ্বিতীয় প্রজন্মে এসে মূল উদ্ভিদ প্রজাতির কিছু বৈশিষ্ট্য আবারও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য কোন গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করা হতো না। এরই মাঝে

জ্যোতির্বিজ্ঞানী এল এল

সম্ভাব্যতার নীতির

এই লোকটা মেন্ডেলের

লিট্রোর প্রকৃতির জ্ঞান অম্বেষণে

প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

মেন্ডেল নিয়মিত এসব বিষয়ে

খোঁজখবর রাখতেন ও গুরুত্ব

উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন।

এরপর দুইয়ের পাতায়

১৮৫৩ সালে মেন্ডেল তাঁর

### পরিবারের ১৫ সদস্যই করোনা আক্রান্ত, মুখ্যমন্ত্রী একা নেগেটিভ

বদলে গিয়েছে দেশের করোনা চিত্র। সংক্রমণ লাখের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি-জ্বর। তবে কোনটা সাধারণ ইনফ্লয়েঞ্জা আর কোনটা করোনা, আরটি পিসিআর টেস্ট ছাডা তা বোঝা সম্ভব না। এই পরিস্থিতিতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও ঢুকে পড়ল করোনা। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাসভবনে ১৫ জন সদস্যই কোভিডে আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তাও দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে নিভূতবাসে রয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী কল্পনা সোরেন, তাঁর দুই পুত্র নীতিন এবং বিশ্বজিৎ, শ্যালিকা সরলা মুর্মু, তাঁর দেহরক্ষী-সহ ১৫ জনের কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। তবে, খোদ হেমন্ত সোরেনের এযাত্রায় রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের

সব সভার অনুমতি

বাতিলের নির্দেশ

কমিশনের

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি।।

রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে

বাড়ছে করোনার গ্রাফ। এই

পরিস্থিতিতে পুরভোটের

প্রচার হোক নেটমাধ্যমে।

এমনটাই পরামর্শ নির্বাচন

রাজনৈতিক দলগুলির কাছে

আবেদন করে বিজ্ঞপ্তিতে

কমিশন জানায়, রাজ্যের

কোভিড পরিস্থিতির কথা

মাথায় রেখে জমায়েত

উচিত। সভা-সমিতি,

সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে

সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা

মিটিং-মিছিল, রোড-শো

এরই সঙ্গে কোভিড বিধি

নেটমাধ্যমে প্রচার করা হোক

মেনে চলার জন্য রাজনৈতিক

দলগুলিকে কড়া বার্তা দিয়েছে

নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তিতে

বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দল

ও প্রার্থীদের অতি অবশ্যই

করোনা বিধি মেনে চলতে

মোকাবিলা আইন অনুযায়ী

যদি আগামী দিনের জন্য

কোনও মিটিং-মিছিলের

জেলাশাসকদের নির্দেশ

হাইকোর্টে বিচারাধীন।

রায় দেয় সেদিকে নজর

দেওয়া হয়েছে। এদিকে চার

পুরনিগমের ভোটের মামলা

করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যে

২২ জানুয়ারিতে ভোট আদৌ

সম্ভব 

থ এনিয়ে আদালত কী

বাতিল করার জন্য

ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকী,

অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে তা

হবে। অন্যথায়, বিপর্যয়

কমিশনের। শনিবার

রাঁচি, ৯ জানুয়ারি।। ওমিক্রনের দাপটে দুই সপ্তাহে বাসভবনের ৬২ জনেরই করোনা পরীক্ষা করা হয়। শনিবার ২৪ জনের রিপোর্ট আসার পর দেখা যায়, তাদের ১৫ জন করোনা আক্রান্ত। তবে আক্রান্ত হলেও সকলেরই মৃদু উপসর্গ রয়েছে। আপাতত প্রত্যেকেই নিভূতবাসে থাকছেন। অন্যান্য রাজ্যের মতো ঝাডখণ্ডেও করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা লাফিয়ে বাডছে। এমনকী ঝাডখণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তাও কোভিডে আক্রান্ত। তিনি বর্তমানে জামশেদপুরে নিজের বাসভবনে নিভৃতবাসে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এর আগে ২০২০ সালেও করোনা আক্রান্ত হন ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। নতুন করে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর কাছে যাঁরা এসেছেন তাঁদেরকে নিভৃতবাসে থাকতে বলেছেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, শনিবার ঝাড়খণ্ডে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫০৮১ জন। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রন আক্রান্তের খবর মেলেনি।

#### ফের ব্যবসায়ীর বাড়িতে আয়কর হানা, জলের ট্যাঙ্ক থেকেই উদ্ধার কোটি টাকা!

ভোপাল, ৯ জানুয়ারি।। সপ্তাহ উদ্ধার হয় এক কোটি টাকা। ব্যাগের দু'য়েক আগের ঘটনা। কানপুরের ব্যবসায়ী পীযুষ জৈনের বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ১৯৭ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করেছিল আয়কর দফতর। ১২০ ঘণ্টার ম্যারাথন তল্লাশি চালিয়ে নগদ টাকা ছাড়াও উদ্ধার হয় রাশি রাশি সোনা। টাকার পরিমাণ অত না হলেও এ বার মধ্যপ্রদেশের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ৩৯ ঘন্টা তল্লাশি চালিয়ে নগদ আট কোটি টাকা-সহ উদ্ধার হল প্রায় তিন কেজি সোনা।এই টাকা উদ্ধার করতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় আয়কর দফতরের আধিকারিকদের। মাটির নীচে একটি জলের ট্যাঙ্ক থেকে

মধ্যে ওই টাকা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।এ ছাড়া প্রায় তিন কেজির মতো সোনা উদ্ধার হয়েছে যার মূল্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা।আয়কর বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যবসায়ীর নাম শঙ্কর রাই। তিনি মধ্যপ্রদেশের দামোহ জেলার বাসিন্দা। আয়কর দফতরের জব্বলপুর বিভাগের যুগ্ম কমিশনার মুনমুন শর্মা বলেন, "রাই পরিবারের বাড়ি থেকে আট কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে এক কোটি টাকা মাটির নীচে ট্যাঙ্কের মধ্যে রাখা একটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া তিন কেজি সোনাও উদ্ধার এরপর দুইয়ের পাতায়

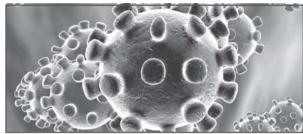
#### কাশ্মীরে ফের ধৃত সাংবাদিক

শ্রীনগর, ৯ জানুয়ারি।। কাশ্মীরে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক সাংবাদিককে। সম্প্রতি এক নিহত জঙ্গির পরিবারের সদস্যদের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন বান্দিপোরার হাজিন এলাকার বাসিন্দা সাংবাদিক সাজ্জাদ গুল। শনিবার রাতে তাঁকে আটক করে সেনা। তার পরে তাঁকে গ্রেফতার করে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকা, জাতীয় সংহতির বিরোধী বক্তব্য পেশ, জনমানসে আতঙ্ক তৈরির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ৩ জানুয়ারি শ্রীনগরে বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয় জঙ্গি কমান্ডার সেলিম প্যারে। সেই ঘটনার পরে হাজিনে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়দের একাংশ। প্যারের পরিবারের সদস্যদের বিক্ষোভের ভিডিও পোস্ট করেছিলেন সাজ্জাদ। পুলিশের দাবি, 'তথাকথিত' সাংবাদিক সাজ্জাদ সব সময়েই টুইটারে সরকার-বিরোধী প্রচার চালান। ছড়ান ভুয়ো খবরও। গত বছরে তাঁর গ্রামে দখলদারি উচ্ছেদ অভিযান চালায় রাজস্ব দফতর। পুলিশের অভিযোগ, তখনও স্থানীয়দের সরকারের বিরোধিতা করতে ও সরকারি আধিকারিকদের বাধা দিতে উস্কানি দিয়েছিলেন তিনি। যদিও সাংবাদিক শিবিরের দাবি, সরকার-বিরোধী খবর করলেই তাঁদের নিশানা করা হচ্ছে।এ দিকে, সামাজিকমাধ্যমে দেশবিরোধী কাৰ্যকলাপ চালানোর অভিযোগে ব্রিটেন-প্রবাসী এক কাশ্মীরির বিরুদ্ধে ইউএপিএ-তে মামলা দায়ের হয়েছে। তাঁর নাম মুজান্মিল আয়ুব ঠাকুর। তাঁর একটি সংগঠনও আছে।

# মহারাষ্ট্র, দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ

তাই তাঁদের মধ্যে পজিটিভিটি রেট চলছে শীর্ষ আদালতে।

আক্রান্তের নিরিখে প্রথম



চার বিচারপতি

করোনা আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি।। কোভিডের এই মুহূর্তে ১২.৫০ শতাংশ।

বৃহস্পতিবারেই দু'জনের আক্রান্ত

হওয়ার জানা যায়। সুপ্রিম কোর্টের

সূত্র বলছে, বৃহস্পতিবার বিচারপতি

আর সূভাষ রেডিডর ফেয়ারওয়েল

পার্টিতে জুর নিয়ে যোগ

দিয়েছিলেন এক বিচারপতি। তাঁর

করোনা পরীক্ষার পরে পজিটিভ

এসেছে। ওদিনই দেশের মুখ্য

বিচারপতি এনভি রমনা এক বৈঠকে

বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সমস্যা

শুরু হয়েছে আবার এবং আমরা

সচেতন রয়েছি। মনে হচেছ

আগামী চার থেকে ছয় সপ্তাহ

সশরীরে বসে মামলা শুনতে পারব

না আমরা।' প্রসঙ্গত, দেশে

সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত হতেই

দু' সপ্তাহ ধরে ভার্চু য়ালি মামলা

প্রকোপ ছডাচ্ছে বিপজ্জনক হারে।

রবিবারের পরিসংখ্যান বলছে, গত

২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষ

৫৯ হাজার ৬৩২ জন। এর মধ্যেই

দিল্লি, মুম্বই,ব্যাঙ্গালুরুর মতো বড়

শহরে চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মীরা

আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মতো

'ফ্রন্টলাইন' না হলেও এবার

আক্রান্ত দেশের আইন ব্যবস্থার

প্রতিনিধিরা। জানা গেছে, সুপ্রিম

কোর্টের চার জন বিচারপতি

কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। সূত্রের

খবর, চার বিচারপতির পাশাপাশি

১৫০ স্টাফ মেম্বার হয় করোনা

পজিটিভ অথবা কোয়ারেনটাইনে

আছেন। শীৰ্ষ আদালতে মোট ৩২

জন বিচারপতি দায়িত্বে আছেন।

মুস্বই/কলকাতা, ৯ জানুয়ারি।। করোনার তৃতীয় ঢেউ সারা দেশে সুনামির আকার নিয়েছে। এদিন সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্যে সারা দেশে সক্রিয় আক্রান্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ১,১৮,৪৪২। রাজ্যের হিসেবে আক্রান্তের নিরিখে সবার আগে রয়েছে মহারাষ্ট্র, আর শহরের নিরিখে সবার আগে রয়েছে কলকাতা। মহারাষ্ট্রে এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১,৭৬,৯৪৮ জন। ২৪ ঘন্টায় সেখানে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন ৩১৭৫০ জন। এখনও পর্যন্ত সেখানে সুস্থ হয়েছেন ৬৫,৫৭,০৮১ জন। মৃত্যু হয়েছে ১,৪১,৬২৭ জনের। ২৪ ঘন্টায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে দ্বিতীয়। শনিবার দেওয়া স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬২০৫৫ জন। ২৪ ঘন্টায় সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৬৭১। পজিটিভিটি রেট ২৯.৬০ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৬,৪৮, ৮২১ জন। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮১১২ জন। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৮৮৩। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে তৃতীয়। দিল্লিতে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৮, ১৭৮। ২৪ ঘন্টায় তালিকায় বৃদ্ধি হয়েছে ৮৩০৫। সেখানে সুস্থ হয়েছে ১৪,৫৩,৬৫৮। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১১৮৬৯। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৩১৪৩ জনের। ২৪ ঘন্টায় সেখানে মৃতের সংখ্যা সাত। আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে চতুর্থ। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪০২৬০। ২৪ ঘন্টায় সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৯৪৪৩। এখনও পর্যন্ত সেখানে সুস্থ হয়েছেন ২৭,১০,২৮৮ এরপর দুইয়ের পাতায়

### পর্যটকদের নৌকার উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পাহাড়! মৃত ৫, নিখোঁজ ২০

**ব্রাসিলিয়া, ৯ জানুয়ারি।।** বিপদ নৌকায় চেপে সেই প্রাকৃতিক কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যটক কখন ঘনিয়ে আসে কেউ বলতে পারে না। সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে মাথার উপর পাহাডের একাংশ ভেঙে পড়ে হ্রদের জলে তলিয়ে মৃত্যু হল পাঁচ পর্যটকের। নিখোঁজ ২০ জন। আহত বহু। ভয়ানক এই ঘটনাটি ঘটেছে ব্রাজিলের ফুরনাস হদে। শিউরে ওঠা সেই ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। ফুরনাস হুদ পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের

সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন বহু পর্যটক। পাহাড়ের গা ঘেঁষে হ্রদের জলে পর্যটকদের বেশ কয়েকটি নৌকা দাঁডিয়েছিল। হঠাৎই ছোট ছোট পাথরের টুকরো উপর থেকে গড়িয়ে হুদে পড়তে দেখেন পর্যটকরা। বিষয়টি তাঁরা খব স্বাভাবিকই ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁদের জন্য যে কী বড বিপদ অপেক্ষা করছিল সেটা আঁচ কেন্দ্রবিন্দু। পাহাড়ের গা বেয়ে করতে পারেননি। কয়েক নেমে আসা ঝরনা, গুহা ইত্যাদির সেকেন্ডের মধ্যেই আরও একটু জন্যই এই জায়গায় বহু পর্যটক ভিড় বড় পাথর পাহাড়ের গা থেকে খসে

এবং নৌকা চালকরা বিপদের আঁচ পেয়েই পাহাডের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যটকদের নৌকাগুলিকে সরে আসতে বলেন। এর পরই চোখের পলকে হুড়মুড়িয়ে পর্যটকদের সেই নৌকাগুলির উপর ভেঙে পড়ে পাহাড়ের একাংশ। তার নীচেই চাপা পড়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় পাঁচ পর্যটকের। নিখোঁজ বহু। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ৩২ জন আহত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। করেন। শনিবার ফুরনাস হ্রদে পড়া শুরু হল। পাহাড় থেকে বেশ নিখোঁজদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

### লাদাখ নিয়ে ভারত-চিন কমাভার পর্যায়ের বৈঠক

**লাদাখ, ৯ জানুয়ারি।।** পূর্ব লাদাখে থেকে সদর্থক ভূমিকা এ বার আশা ২০ মাসের জটিলতা কাটাতে ফের কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে বসছে ভারত-চিন। উচ্চপদস্থ এক আধিকারিক এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন এই বৈঠকের আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান তিনি।এর আগে গত বছর অক্টোবরে কমান্ডার পর্যায়ের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে একাধিক 'গঠনমূলক' প্রস্তাব দেয় ভারত। কিন্তু চিনের দিক থেকে সে ভাবে কোনও প্রস্তাব আসেনি। শুধু তাই নয়, বৈঠকের পর রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভারতের দাবি 'অযৌক্তিক' বলে জানিয়ে দেন চিন। তাই ওই আধিকারিকের বক্তব্য, ফের কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তবু তিনি আশা করছেন, চিনের দিক

করা যেতে পারে।ভারত-চিন দ'দেশই নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ জারি রেখেছে। সড়ক নির্মাণ, বিমান ওঠানামার জন্য রানওয়ে তৈরির কাজ করছে চিন। ওই আধিকারিকের বক্তব্য, এই অস্থির পরিস্থিতির জন্য পূর্ব লাদাখে অত উচ্চতায় দু'দেশেরই প্রায় ৬০ হাজার অস্ত্র সুসজ্জিত সৈনিক শীতের দু'টি মরসুম কাটালেন। আগামী আর ক'টা শীত তাঁদের কাটাতে হবে, এখন তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকে গিয়েছে।তবে এই নির্মাণকার্য নিয়ে আলোচনায় কোনও তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ চাইছে না ভারত। এই উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, ভারতের এক বন্ধুদেশ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে চাইছে। কিন্তু এই প্রস্তাবে 'না' করে দিয়েছে ভারত।

### ৫ রাজ্যের ভোটে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে

মাথায় নিয়েই ইতিমধ্যে ৫ রাজ্যে মহলের। এমন পরিস্থিতিতে, কেন্দ্রে রাজনৈতিক মহলে। শনিবার বিকালেই ৫ রাজ্যের বিধানসভা অন্যদিকে কংগ্রেস শাসিত রাজ্য

বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা। যা ক্ষমতাসীন বিজেপিকে ২০২৪ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে তা বলাই বাহুল্য। ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে দিয়েছে এবারের ভোট বৈতরণী ঠিক কোন্ নির্বাচন কমিশন। ভোট হবে কৌশলে গেরুয়া শিবির পাশ করবে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, গোয়া, তা নিয়েও শুরু হয়েছে চর্চা। এদিকে মণিপুর, পাঞ্জাবের মতো চবিবশের ভোটকে সামনে রেখে রাজ্যগুলিতে। এদিকে পাঁচ রাজ্যের ইতিমধ্যেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে মধ্যে চারটি রাজ্যেই রয়েছে বিজেপি দিয়েছে শাসক-বিরোধী সব পক্ষই। সরকার। তাই এই রাজ্যগুলিতে এমনকী বিরোধী জোটের সম্ভাবনাও বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। রাজনৈতিক কিনা এখন সেটাই দেখার। মহলের একটা বড় অংশের মতে, মুখে পড়েছে মোদি। এমনকী কৃষক ২০২৪ সালের নির্বাচনে আগে পাঁচ পাঞ্জাবে বিজেপি কেমন ফল করে রাজ্যের নির্বাচনি ফলাফল দেখেই কৃষি আইন বাতিলে বাধ্য হয়েছে

যাবে। এমতাবস্থায় তৃণমূল নাকি সমাজবাদী পার্টি, আপ নাকি কংগ্রেস পাল্লা কার ভাবি হয় এখন সেটাই দেখার।এদিকেইতিমধ্যেই গোয়া সহ একাধিক রাজ্যেই ক্ষমতা বদ্ধিতে জোর দিয়েছে আপ থেকে তুমমূল প্রত্যেকেই। অন্যদিকে পাঞ্জাবে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া আম আদমি পার্টি। পাশাপাশি গোয়াতেও শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে কেজরিওয়ালের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, করোনা মোকাবিলা থেকে বিতর্কিত কৃষি আইন প্রবর্তন, বারেবারেই একাধিক ইস্যুতে বিতর্কের আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত তিন

গোটা এক বছরের বেশি সময় ধরে যে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তাতে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছিল পাঞ্জাবের কৃষকদেরই। এমনকী সম্প্রতি পাঞ্জাবের একটি সভায় যোগ দিতে গিয়েও ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভের মুখে পড়ে মোদি সরকার। এমতাবস্থায় পাঞ্জাবে মোদি সরকার কেমন ফল করে সেটাই দেখার। অন্যদিকে করোনা মোকাবিলায় বারেবারেই মুখ পুড়েছে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের। এমনকী বারেবারেই বাইরে এসে পডেছে দলীয় কোন্দল। সেখানেও এবারের নির্বাচনে বিজেপি কতটা সুবিধাজনক জায়গায় সেটা দেখতে মুখিয়ে রয়েছে সকলে।

### লাইফ স্টাইল

### ভ্যাকসিনের ৩ নম্বর ডোজ আপনি পাবেন কি?

### জেনে নিন কী কী লাগবে

গত মাসেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, জানুয়ারি থেকে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হবে। ইতিমধ্যেই ১৫ বছর থেকে ১৮ বছরের মধ্যে থাকা কিশোর-কিশোরীদের করোনার টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। ১০ জানুয়ারি, সোমবার থেকে শুরু হবে বুস্টার ডোজ বা প্রিকশন ডোজ দেওয়ার কাজ। কিন্তু এই বুস্টার ডোজ কারা পাবেন? জেনে নিন, আপনিও সেই তালিকায় পড়ছেন কি না। স্বাস্থ্য

পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা এই ডোজ পাবেন। ৬০-এর উপরে যাঁদের বয়স, তাঁদের মধ্যে কারও জটিল অসুখ থাকলে তিনিও বুস্টার ডোজ পাবেন। তৃতীয় ডোজটি নেওয়ার সময়ে চিকিৎসকের অনুমতিপত্র লাগবে না। কিন্তু তৃতীয় ডোজটি নেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

দ্বিতীয় ডোজটি নেওয়ার ৯ মাস পরেই তৃতীয় ডোজ নেওয়া যাবে। তার আগে নয়। অর্থাৎ যাঁরা গত বছরের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বা তার আগে দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন, তাঁরাই এই তৃতীয় ডোজ নিতে পারবেন। যাঁরা তার পরে নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পরে ৩৯ সপ্তাহ কেটে গেলে, সেই সুযোগ পাবেন। আগের ডোজটি কী নিয়েছেন?

ভ্যাকসিন নিয়ে থাকলে, তৃতীয় ডোজেও সেই আগের টিকাই নিতে হবে। Co-Win-এ আবার রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া যাবে। নাহলে সরাসরি টিকাকরণ কেন্দ্রে গিয়েও টিকা নিতে পারেন। ভোটার কার্ড, আধার, পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেম্বের মতো কোনও একটি পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে। সরকারি হাসপাতালে

তৃতীয় ডোজ।

বিনামূল্যে পাওয়া যাবে এই

কোভিশিল্ড? তাহলে এবারও

কোভিশিল্ডই নিতে হবে। অন্য





### রিজার্ভ বেঞ্চ দখলই উন্নতির চাবিক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ উত্তরে ফরোয়ার্ড কোচ নাকি বলেন, আমি একটু জানুয়ারি ঃ রাখাল শিল্ডের ফাইনালের উন্মাদনাকে ছাপিয়ে গেলো রিজার্ভ বেঞ্চের দখল নিয়ে দুই ফাইনালিস্ট দলের অঘোষিত লড়াই। ভিআইপি গ্যালারির দক্ষিণ দিকের রিজার্ভ বেঞ্চ দুই দলেরই হয়তো পয়া। তাই সবাই চেয়েছিল এই রিজার্ভ বেঞ্চের দখল নিতে। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনাই বড় আকার ধারণ করলো। ফুটবলে এরাজ্য কতটা এগিয়েছে তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন। কিন্তু ফুটবলকে বরবাদ করার মতো লোকের অভাব এরাজ্যে নেই। রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রাখাল শিল্ডের ফাইনালে সামান্য একটি রিজার্ভ বেঞ্চের দখল নিয়ে সকাল থেকে যে অপরিণত চিত্রনাট্যের রূপায়ণ দেখা গেলো তা একটা বিষয়ই আরও একবার বুঝিয়ে দিলো যে, ফুটবল রয়েছে আগের জায়গাতেই। উন্নতি দূরে থাক ফুটবলকে ঠিকভাবে পরিচালনা করার মতো দক্ষতাসম্পন্ন লোকের অভাব রয়েছে। একটি প্রতিযোগিতা সংগঠন করা কারোর কৃতিত্বের পরিচয় হতে পারে না। দুর্ভাগ্য, এখানে একটি প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করেই সবাই বুক ফুলিয়ে বলতে থাকে, আমরা পেরেছি। কিন্তু তারা কি পেরেছে বা কতটুকু পেরেছে তার হিসাব করবে কে? রবিবার সাতসকালে এগিয়ে চল সংঘের সমর্থক এবং কর্মকর্তারা উমাকান্ত মাঠে একটি বিশেষ রিজার্ভ বেঞ্চের দখল নিয়ে নেয়। সেখানে তাদের ফ্ল্যাগ এবং ফেস্টুন লাগিয়ে দেয়। কিছু সময় পর মাঠে আসেন ফরোয়ার্ড ক্লাবের সচিব তথা টিএফএ-র যুগ্মসচিব পার্থ সারথী গুপ্ত। তিনি এসে নিজের হাতেই এই ফ্ল্যাগ এবং ফেস্টুনগুলি খুলে নেন। বিষয়টা নাকি এগিয়ে চল সংঘের পছন্দ হয়নি। এই বিশেষ রিজার্ভ বেঞ্চের দখল নেওয়ার জন্য তাদের চেষ্টা তখনও অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে, ফরোয়ার্ড ক্লাবও এই ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। তারাও এই বিশেষ রিজার্ভ বেঞ্চের দখল নিতে অঙ্ক কষতে শুরু করে। ম্যাচ শুরুর বেশ কিছুক্ষণ আগেই তাদের কোচ রিজার্ভ বেঞ্চে এসে বসে থাকেন। এরপরই নাটক শুরু। রাখাল শিল্ড কমিটির সচিব কৃষ্ণপদ সরকার সরাসরি ফরোয়ার্ড কোচকে বলেন, আপনি এখানে কেন? ম্যাচ শুরু হতে তো এখনও দেরি আছে। আপনার টিমও আসেনি।

আগেই মাঠে এসে থাকি। দল আসবে কিছুক্ষণ পর। যদিও রাখাল শিল্ড কমিটির সচিবের নাকি কথাটা পছন্দ হয়নি। এরপর দুই তরফের মধ্যে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষই নিজেদের শান্ত করে নেয়। রাখাল শিল্ড কমিটির সচিব জানিয়েছেন, একটা সাধারণ ঘটনাকেই বড় করে তুলেছেন ফরোয়ার্ড ক্লাবের কোচ। যারা আগে আসবে তারাই রিজার্ভ বেঞ্চের দখল নেবে এটা সত্যি। কিন্তু ফরোয়ার্ড কোচ দলের আগে এসে যাওয়ায় আমি শুধু বিষয়টা জানতে চেয়েছিলাম। দুই পক্ষের বক্তব্যের নির্যাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, আসলে অনুশাসনহীন টিএফএ-র ভূলেই এমনটা হয়েছে। প্রথমতঃ দুপুর বা বিকালে খেলা হলে সকালে এসেই কোন দল (এগিয়ে চল সংঘ) রিজার্ভ বেঞ্চের দখল নিয়ে নেবে এটা কখনই হয় না। বলা যায়, ত্রিপুরার ফুটবলের ইতিহাসে এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। মেলারমাঠের দলটির এই শৃঙ্খলাহীন আচরণ ফুটবলের আইনকানুনকেই বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। পাশাপাশি টিএফএ যে কতটা অসহায় এবং অনুশাসনহীন অবস্থায় চলছে সেটাও এই ঘটনায় আরও একবার সামনে এলো। ম্যাচ শুরুর আগে প্রধান অতিথির ভাষণে ক্রীডা ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সৃশান্ত চৌধুরী বেশ গর্ব করে বলেছিলেন, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় টিএফএ নাকি রাজ্যের ফুটবলের পরিবেশটাকেই বদলে দিয়েছে। তাই ফুটবল মাঠে দর্শক আসছে। মন্ত্রীর এই গর্বিত ভাষণ অবশ্য বেশি সময়ের জন্য স্থায়ী হয়নি। কারণ ম্যাচ শেষেই এই ঘটনা আরও বিশাল আকারে সামনে এলো। অতীতে রাজ্যের ফুটবল নিয়ে যে আবেগ এবং উন্মাদনা ছিল সেটা এখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কয়েকটি ক্লাব বিশাল অর্থের গরিমায় টিএফএ-কে হাতের পুতুলে পরিণত করতে চায়। একটা সময় রামনগরের এক ক্লাবও এভাবেই সাফল্যের রাস্তা খুঁজে নিতে চেয়েছিল। এখনও সেই ট্রাডিশন চলছে। সেই টিএফএ এবং বর্তমান টিএফএ-র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ফলে ফুটবলের মান উন্নয়ন নিয়ে কারো চিন্তা না থাকলেও একটি সামান্য রিজার্ভ বেঞ্চের দখল নিয়ে সবাই নিজেদের ক্ষমতা প্রমাণ করতে চায়।

#### চলে গেলেন বিদ্যুৎ চৌধুরী

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্ৰতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃ তাপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য বিদ্যুৎ চৌধুরী পরলোক গমন করেছেন। শনিবার রাতে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। স্ত্রী এবং এক পুত্রকে রেখে গেছেন তিনি। স্বভাবতই তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া ক্রীড়া মহলে। রবিবার উমাকাস্ত মিনি স্টেডিয়ামে রাখাল শিল্ড ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগে প্রয়াত বিদ্যুৎ চৌধুরী-র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

#### সহজ জয় পেলো ধর্মনগর সিসিসি



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ জানুয়ারি ঃ ধর্মনগর অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে রবিবার লিগ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে ধর্মনগর সিসিসি ৪ উইকেটে হারায় কদমতলা প্লে সেন্টার-বি দলকে। টসে জিতে কদমতলা প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে তাদের ভয়ঙ্কর ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটে। ১২.৩ ওভারে ২৯ রানে সবাই আউট হয়ে যায়। ধর্মনগরের হয়ে জ্যাক মালাকার ৫ রানে ৩টি উইকেট নেয়।জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায় ধর্মনগর। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছে জ্যাক মালাকার।

### অনূধৰ্ব ১৪

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ জানুয়ারি ঃ বিশালগড় অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হলো বিশালগড় পিসি। জাঙ্গালিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা বিশালগড় দ্বাদশ শ্ৰেণি বিদ্যালয়কে ৫ উইকেটে হারিয়ে দেয়। টসে জিতে বিশালগড় পিসি প্রথমে বিশালগড দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়কে ব্যাট করতে পাঠায়। ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে তারা করে ৬৭ রান। গৌরব সাহা এবং সুরজিৎ দেবনাথ করে ১১ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড় পিসি ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায়। ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য

অভিলাস সিংহ সহ অন্যান্যরা।

কাজ ক্রীড়া পর্যদের ? সন্ধ্যার পর

#### ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন বিশালগড পিসি

ক্রিকে*ট* ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত দেব, সম্পাদক শংকর পাল,

### টাই ভেঙে চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চল প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃ ১২০ মিনিটের টানটান উত্তেজনা। একের পর এক রোমাঞ্চকর চিত্র। তারপরও ম্যাচের ফয়সালা হয়নি। এরপর টাইৱেকারে বাজিমাত করলো এগিয়ে চল সংঘ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি টানটান থ্রিলার দেখা গেলো উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। ম্যাচের পাল্লা বার বার উঠা-নামা করলো। এগিয়ে চল সংঘ জিতেছে। জিততে পারতো ফরোয়ার্ড ক্লাবও। তবে এদিন ভাগ্যদেবী তাদের সাথে ছিল না। তাই টাইব্রেকারে একটি গোল করতে ব্যর্থ হওয়ার খেসারত দিতে হলো। ২০১৯-এ এগিয়ে চল সংঘকে হারিয়ে রাখাল শিল্ডের খেতাব জিতেছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব। এবার সেই ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হারিয়ে খেতাব দখল করলো এগিয়ে চল সংঘ। আগের ম্যাচগুলিতে সেরকম দর্শকের উপস্থিতি দেখা যায়নি। তবে এদিন দর্শক সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। শুরুর দিকে ফরোয়ার্ড ক্লাব কিছুটা দাপট দেখিয়েছে। তবে দুইটি দলেরই প্রথমার্ধে মূল উদ্দেশ্য ছিল গোল হজম না করা। এই লক্ষ্যে কিছুটা টেকটিক্যাল ফুটবল দেখা গেলো। ফরোয়ার্ড ক্লাব এদিন ডিফেন্সিভ হাফ হিসাবে মাঠে নামায় সাগাইরাজ-কে। প্রথম দিনেই নিজের ডিফেন্সিভ দক্ষতা দেখিয়ে দলের আস্থা অর্জন করে নিয়েছে। গোটা ম্যাচ জুড়েই তার দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে। অন্যদিকে, এগিয়ে চল সংঘের হয়ে মাঠে নামা নতুন বিদেশি গঞ্জ অ্যায়েন-কে মাঝপথে তুলে নিতে বাধ্য হয় এগিয়ে চল

সংঘের কোচ। প্রথমার্ধের ১৫

মিনিটে ফয়োয়ার্ড ক্লাব প্রথমবার আক্রমণে যায়। তবে এগিয়ে চল সংঘের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা আক্রমণ রুখে দিতে সক্ষম হয়। অধিকাংশ সময় এগিয়ে চল সংঘের অর্ধেই বল ঘোরাফেরা করেছে। তবে সেভাবে ওপেন চান্স পায়নি ফরোয়ার্ড ক্লাব। প্রথমার্ধের শেষ দিকে একটি দার্গ্ণ সুযোগ পেয়েছিল এগিয়ে চল সংঘ। অ্যারিস্টাইড-র কাছ থেকে বল পেয়ে দেবাশিস রাই গোল লক্ষ্য করে শট করে। বল গোলে ঢোকার অন্তিম সময়ে গোলটি রুখে দেয় স্টপার রতন কিশোর জমাতিয়া। প্রথমার্ধে কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলই কয়েকটি পরিবর্তন আনে। এগিয়ে চল সংঘ নামায় সনম লেপচা-কে। আর ফরোয়ার্ড ক্লাব নামায় প্রীতম হোসেন এবং জাবেত ডার্লং-কে। এই অর্ধে এগিয়ে চল সংঘ-র আক্ৰমণ ছিল অনেক বেশি। অ্যারিস্টাইড, দেবাশিস এবং সনম

এই ত্রিভূজ আক্রমণ বার বার ফরোয়ার্ড ক্লাবের ডিফেন্সে হানা দেয়। ফরোয়ার্ড ক্ল1বের পাশা পাশি ডি ফেন্ডার দের গোলকিপার অমিত জমাতিয়াও এদিন দূরস্ত খেললো। ৪ মিনিটে অ্যারিস্টাইড থেকে বল পেয়ে সুযোগ হাতছাড়া অপর বিদেশি অ্যায়েন-র। ২২ মিনিটে দেবাশিস-র শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। ২৩ মিনিটে অ্যারিস্টাইড-র শট রুখে দেয় গোলকিপার অমিত। নির্ধারিত সময়ে কোন দলই সুযোগ কাজে না লাগাতে পারায় শুরু হয় অতিরিক্ত সময়ের খেলা। শুরুতেই বাজিমাত করে এগিয়ে চল সংঘ। সনম লেপচা-র কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করে দেবাশিস রাই। এর পরই অলআউট আক্রমণে ঝাঁপায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। ম্যাচের ৯৯ মিনিটে ভিক্টর-র মাইনাস থেকে জোরালো শটে এগিয়ে চল সংঘের জাল কাঁপিয়ে দিল জেডলিয়ানা ডার্লং। এরপর এগিয়ে চল সংঘ

এবং ফরোয়ার্ড ক্লাব দুইটি দলের সামনেই গোল করার সুযোগ এসেছিল। এরপর টাইব্রেকারে জয় পায় এগিয়ে চল সংঘ। তারা প্রথম পাঁচটি শটেই গোল করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, ফরোয়ার্ড ক্লাবের ওয়াই মিলন-র প্রথম শটটি বারের উপর দিয়ে বাইরে চলে যায়। বিজয়ী এগিয়ে চল সংঘ পায় ৪০ হাজার টাকা এবং টুফি। রানার্সআপ ফরোয়ার্ড ক্লাবকে দেওয়া হয় ৩০ হাজার টাকা এবং ট্রফি। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার হিসাবে রতন কিশোর জমাতিয়া পেয়েছে ৫ হাজার টাকা। ম্যাচ শুরুর আগে দুই দলের ফুটবলারদের সাথে পরিচিত হন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। ফুটবলে মাঠে দর্শকরা আসছে এটা দেখে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। তিনি বলেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-র ইচ্ছা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে ●এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ থাকা সত্যজিৎ দেবরায় বাকি জানুয়ারি ঃ রাখাল শিল্ডের ফাইনালে রেফারি পরিবর্তন নিয়ে বাক্বিতভায় জড়িয়ে পড়লেন এগিয়ে চল সংঘ-র কোচ সুজিত হালদার এবং রেফারি সত্যজিৎ এগিয়ে চল সংঘের কোচ সুজিত দেবরায়। প্রথমার্ধের ৯০ হালদার উত্তেজিত হয়ে মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়ের খেলা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ম্যাচের ১০ মিনিট গডিয়েছে। দিচেছন। বিষয়টা মানতে এই সময় রেফারি বিশ্বজিৎ দাস পারেননি সত্যজিৎ। তিনি ছুটে একজন সিনিয়র রেফারিকেই

ক্রীড়া অন্যতম লাইনম্যানের দায়িত্বে হলো, চতুর্থ রেফারিকেই এই সময় রেফারিং করেন। আর বিশ্বজিৎ-কে চতুর্থ রেফারির ভূমিকায় দেখা যায়। ঘটনাটা ঘটার সময় হঠাৎ দেখা গেলো পড়েছেন। রেফারিদের উদ্দেশ্য করে আপত্তিকর মন্তব্য ছঁডে পায়ে চোট পান। দৌড়াতে আসেন কোচ সুজিত হালদারের এসব ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পারছিলেন না। তখন রেফারি কাছে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা সেটাই করা হয়েছে। মোটেই পরিবর্তন জরুর হয়ে পড়ে। করেন।স্জিত হালদার-র বক্তব্য

অবস্থায় মূল রেফারির দায়িত্ব নিতে হয়। তাহলে চতুর্থ রেফারি আদিত্য দেববর্মা-কে কেন রেফারির দায়িত্ব দেওয়া হলো কেন লাইনম্যান সত্যজিৎ-কে এই দায়িত্ব দেওয়া হলো। এনিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েন সুজিত হালদার। অভিজ্ঞ রেফারি এবং রাখাল শিল্ড কমিটির সচিবের বক্তব্য হলো,





তারা ৩ উইকেটে হারালো সাংবাদিকদের দলকে। পুলিশ সপ্তাহের অঙ্গ হিসাবে এই ম্যাচের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন--- পুলিশ মহানির্দেশক ভিএস যাদব, পুণিত রাস্তোগি, অরিন্দম নাথ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সাংবাদিকদের দল ১২ ওভারে মাত্র ৫২ রান করে। সাংবাদিকদের দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২৫ রান করে মিল্টন ধর।

প্র**তিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,** টিপিসিটি-র হয়ে শক্তি কুমার প্রসাদ সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা খুবই দরকার। আগরতলা, ৯ জান্য়ারি ঃ ২টি, লিটন দাস, বিপিন ভি, মূলতঃ এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পিটিএজি-তে আয়োজিত প্রীতি রণদিত্য দাস এবং দেবব্রত দেবনাথ আমরা তাদের সাথে এই প্রীতি ব্যাট করতে নেমে টিপিসিটি ১১.৩ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয়। কর্ণ সিং রাউত দলের হয়ে সর্বোচ্চ ১৫ রান করে। ৭ উইকেটে জয় পায় টিপিসিটি। ত্রিপুরা পুলিশ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন পিনাকী সামন্ত। ম্যাচের পর সমস্ত খেলোয়াড়দেরই স্মারক দেওয়া হয় ত্রিপরা পুলিশের তরফে। রাজ্য পুলিশের ডিজিপি সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য পুলিশের ডিজিপি জানান—কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে পারস্পরিক

আগামীকাল পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে এডিনগর পুলিশ লাইনে মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশের সিনিয়র অফিসাররাও উপস্থিত থাকবেন। প্যারেডের পর হবে একটি স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। এরপর একটি ফটো গ্যালারির উন্মোচন হবে।

### রাজ্যে ক্রীড়া বিপ্লবের নমুনা

# ছাড়া রাজধানীতে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃ ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বলে কথা। কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই দলের সরকার। রাজ্যে রয়েছে পৃথক ক্রীড়া দফতর। রয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রীও। কিন্তু ৪৬ মাস বয়সি ডাবল ইঞ্জিনের এই সরকারের আমলে রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন আসলে কতটা হয়েছে তার বড় উদাহরণ টিএফএ-র আগরতলা ফুটবল। রাজ্য ফুটবলের দায়িত্বে আছে টিএফএ। এছাড়া সরকারি এজেন্সি হিসাবে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদ। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, ৪৬ মাস বয়সি ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আমলে রাজ্যে এতটাই ক্রীড়া উন্নয়ন এবং ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে যে, টিএফএ-র সমস্ত ফুটবল এখন এক উমাকান্ত মাঠেই করতে হচছে। পুরুষদের 'সি' ডিভিশন লিগ, 'বি' ডিভিশন লিগের পর এখন চলছে রাখাল শিল্ড। এর

মজার ঘটনা হচ্ছে, মাঠ সমস্যায় টিএফএ বাধ্য হচ্ছে দুপুরে প্রথমে মহিলা লিগ ম্যাচ, তার পর পুর ফ দের 'এ' ডিভিশন তথা সিনিয়র লিগ ফুটবলের ম্যাচ করতে। প্রতিদিন বেলা ১২টায় শুরু হবে মহিলা লিগ। তারপর বেলা আড়াইটায় পুরুষদের সিনিয়র লিগ ফুটবল। টিএফএ-র এক প্রাক্তন কর্তা বলেন, এটা নজিরবিহীন ঘটনা রাজ্য ফুটবলে। অতীতে কখনও একই দিনে একই মাঠে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মহিলা লিগ ও ছেলেদের সিনিয়র লিগের ম্যাচ হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে টিএফএ নিরুপায়। গত বছর করোনার জন্য টিএফএ-র ঘরোয়া ফুটবল হয়নি। এই বছরও (২০২১) সময় মতো শুরু হয়নি ঘরোয়া ফুটবল। তবে দেরিতে শীতে হলেও শুরু

ফুটবল। আগামী ১১ জানুয়ারি ঘরোয়া ফুটবল। কিন্তু সমস্যা থেকে শুরু হবে সিনিয়র লিগ।তবে হচেছ মাঠ। রাম যুগে অর্থাৎ ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আমলে আস্তাবল তথা বিবেকানন্দ ময়দান ফুটবলহীন হয়ে গেছে। বাধারঘাট মাঠে ফুটবল অবশ্য অনেক দিন আগেই বাতিল। মাঝে মধ্যে পুলিশ মাঠ পাওয়া গেলেও সব সময় তা পাওয়া যায় না। ফলে উমাকান্ত মাঠই সম্বল। ভোলাগিরি মাঠ চার বছর ধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ ৪৬ মাসে আগরতলা শহরে নতুন খেলার মাঠ বা ফুটবল মাঠ তো দুরের কথা আগে যে সমস্ত মাঠে খেলা হতো এখন তাও বন্ধ বা খেলার যোগ্যতা হারিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ৪৬ মাসের একটা সরকারের আমলে যদি খোদ রাজধানী আগরতলা শহরে খেলার মাঠ বা ফুটবল মাঠ কমে যায় তাহলে কোথায় হলো ক্রীড়া উন্নয়ন আর কোথায় হচ্ছে রাজ্যে

#### ১৭ বছর পরও অপরাজেয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃ সতেরো বছর ধরে আগরতলার ময়দানে খেলে চলেছে। যেকোন তরঃণ ফুটবলারকে শারীরিক সক্ষমতায় কয়েক ডজন গোল দিতে পারে। সাধারণত মাঝমাঠ কিংবা আক্রমণভাগের ফুটবলাররাই সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কারণ দর্শকরা আক্রমণ এবং গোল দেখতে ভালোভাসেন। কিন্তু রতন কিশোর জমাতিয়া সব কিছুর ঊধের্ব। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে আগরতলার ময়দানে এমন একটা পরিপূর্ণ জায়গা বানিয়ে ফেলেছে যে তার নামটাই এখন একটা ব্র্যান্ড। যে দলে খেলবে সেই দলেব ডিফেন্ডাররা অনেক নিশ্চিন্তে খেলতে পারবে এটাই ফুটবল মহলের বক্তব্য। তাই রাখাল শিল্ড ফুটবলে ভিনরাজ্য এবং বিদেশি ফুটবলারদের টপকে সেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতে নিয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাবের রতন কিশোর। গেমসেন্স খুব প্রখর। নিখুঁত সময় জ্ঞান। উপরের বলে অপরাজেয়। একজন স্টপারের সমস্ত গুণাবলী রয়েছে তার মধ্যে। তাই ১৭ বছর পরেও আক্রমণভাগের ফুটবলারদের টপকে তাকে সেরা ফটবলার বাছতে বেগ পেতে হয় না নির্বাচকদের। ফরোয়ার্ড ক্লাব

ফাইনালে হেরে গিয়েছে বটে কিন্তু ১২০ মিনিটের ম্যাচে দলের রক্ষণকে একাই নেতৃত্ব দিয়েছে রতন কিশোর। গোটা আসরেই তাকে এই ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। কিল্লার কৃষ্ণ জমাতিয়া-র কাছে ফুটবলে হাতেখড়ি হয় রতন-র। সেটা ৯০-র দশকের শেষাংশ। ২০০২-এ যোগ দেয় সাই স্যাগে। ●এরপর দুইয়ের পাতায়

#### রাজ্য টেনিসে চ্যাম্পিয়ন দীপমালা তুইজালান

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃ ২৪-তম রাজ্যভিত্তিক টেনিসের মহিলা বিভাগে দীপমালা শোলাঙ্কি এবং পুরুষ বিভাগে তুইজালান দেববর্মা বিজয়ী হয়েছে। ফাইনালে দীপমালা ৬-১, ৬-৩ সেটে অস্মিতা রায় চৌধুরী-কে এবং তুইজালান ৬-০, ৬-৩ সেটে ইউকে মীণা-কে পরাস্ত করেছে। পুরুষদের ডাবলসে ইউকে মীণা-তরুণ কাপুর জুটি। ম্যাচের পর হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।এতে উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ-র ডিআইজি বিজয় কুমার, ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায় সহ অন্যান্যরা। প্রতিযোগিতায় চিফ আম্পায়ারের ভূমিকায় ছিলেন প্রণব চৌধুরী।

### তীব্র অসামাজিক কাজের প্রতিবাদেই

### সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি বন্ধের দাবি অভিভাবকদের

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, রামায়ণে রাম লঙ্কাকে জয় করলেও গেছে। জনৈক অভিভাবক বলেন, মতো পিআই এবং কোচদের কাজ সূর্যাস্ত পর্যন্তই। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্যদে কর্মরত একাংশের পিআই এবং কোচরা নাকি সন্ধ্যার পর অর্থাৎ সূর্যাস্তের পরই নিজেদের খেলা শুরু করেন। আর তাদের খেলা নাকি শুরু হয় নেতাজি সুভাষ রোডের এনএসআরসিসি-তেই। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ যে, রাম আমলে এনএসআরসিসি তার পবিত্রতা হারিয়ে ফেলেছে। দলীপ সিং-র হাত ধরে একদিন যে এনএসআরসিসি দেশকে সেরা সেরা জিমন্যাস্ট উপহার দিয়েছে, যে ক্রীড়া পর্যদে এক সময় মানিক পুরকায়স্থ, কমল সাহা-রা সুনামের এনএসআরসিসি-কে পরিচালনা করে গেছেন সেই এনএসআরসিসি নাকি রামযুগে রাবণ-র লঙ্কায় পরিণত হয়েছে। তবে এই জায়গা নাকি অপবিত্র হয়ে

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃ নিয়ম এই আমলে নাকি বিপরীত চিত্র। এলাকার কয়েকজন নাগরিক অভিযোগ করেন যে, যতদিন যাচ্ছে ততই নাকি পাপের জগৎ-এ পা দিচ্ছে এনএসআরসিসি। একই এনএসআরসিসি-তে হোস্টেল চালু হওয়ার পর অনেক আপত্তিকর এবং বাজে ঘটনা ঘটছে। তার সাথে এখন যোগ হয়েছে কতিপয় পিআই এবং কোচদের সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি-তে বিভিন্ন অপকর্ম এবং অশালীন কাজকর্ম। তারা বলেন, বিভিন্ন সময়েই ছোট ছোট ঘটনা ঘটে চলছে। অনেক সময় তো মনে হয়, মদের কারখানা চলছে সেখানে। তাদের প্রশ্ন, সন্ধ্যার পর ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদের পিআই বা কোচদের কি কাজ এনএরআরসিসি-তে? অভিযোগ, এনএসআরসিসি-কে নাকি দৃষিত করে তোলা হচ্ছে।বলা চলে, রাজ্যের খেলাধুলার পবিত্র

এখন এনএসআরসিসি-তে যা যা হচ্ছে তাতে দশহাজার লিটার গঙ্গা জল দিয়ে মুছলেও তা আর পবিত্র হবে না। স্বয়ং ভগবান রাম এলেও কাজ হবে এনএসআরসিসি নিয়ে আমরা একটা সময় গর্ব করতাম। কিন্তু এখন তো মনে হয় অপরাধ, অপকর্ম ও অসামাজিক কাজের আড্ডা চলছে এখানে। বিভিন্ন সময়ে ক্ৰীড়া প্ৰদিকে বলা হয়েছে। এলাকার বিধায়ক তো এখন ক্ষমতাহীন। মন্ডল কর্তারা সব জানেন। কিন্তু তারপরও কোন প্রতিকার নেই। ফলে এলাকার মানুষকে মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে। তারা বলেন, দিনে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই যত সব উৎপাত এবং তাণ্ডব। যত রাত হয় তত উৎপাত বাড়ে। অনেক সময় তো হোস্টেল থেকে হৈচৈ, চিৎকার শোনা যায়।

পিআই বা কোচদের কি কাজ এনএসআরসিসি-তে? আর হোস্টেলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা খেলোয়াড়দের থাকার কথা। কিন্তু বিশ্বাস করেন, রাতে অনেক এমন লোকদের হোস্টেলে দেখা যায় তারা কেউ ছাত্র বা খেলোয়াড় নয়। আমাদের প্রতিদিন এসব দেখতে হচ্ছে। হয়তো একদিন এমন হবে আমরাই বাধ্য হয়ে এনএসআরসিসি-তে তালা দেবো। তখন নেতা-মন্ত্রী এলেও কাজ হবে না। আমাদের দাবি. সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি বন্ধ রাখতে হবে। হোস্টেলে শুধমাত্র খেলোয়াড়দের থাকার অনুমতি এনএসআরসিসি-তে টিএসআর দিতে হবে। কিছুদিন দেখবো। তারপর আমরাই সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি-তে অভিযান শুরু করবো—জানালেন জনৈক উত্তেজিত অভিভাবক।

আমাদের প্রশ্ন, সন্ধ্যার পর কি মধ্যেই শুরু হয়েছে মহিলা লিগ ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন। হয়েছে গত বছরের (২০২১) স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ব্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

### **© 9436940366** Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

### শুভারন্তের দিকে আরো একধাপ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। ধীরে ধীরে শুভারম্ভের পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে নবনির্মিত এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী দ্বারা উদ্বোধিত মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর। রিমোট হাতে নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

বিমানবন্দরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেও, সেটি এখনো 'ট্রায়াল' দিচ্ছে। আগামী ১৫ তারিখ নবনির্মিত বিমানবন্দর তার 'যাত্রা' শুরু করবে। রবিবার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে এরোব্রিজ ব্যবহার করে ইভিয়ান এয়ারলাইন্স'র একটি বিমান বেশ কয়েকবার ট্রায়াল রান দিয়েছে। এদিন, বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে সুসজ্জিত বিমানটি বেশ কয়েকবার এরোব্রিজ বিষয়ক নানা প্রযুক্তিগত দিক খতিয়ে দেখে। ১০ নং পার্কিংস্ট্যান্ড-এ ভিজুয়েল ডকিং গাইডেন্স সিস্টেমকে অবলম্বন করে এদিন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি

দারুণভাবে ট্রায়াল রান সম্পন্ন করে। যাত্রীদের সুরক্ষা বিষয়ক একেকটি জিনিস খতিয়ে দেখা হয়। টাউ ট্রেক্টর-এর সহযোগিতায় এদিন বিমানটিকে পুরনো এপ্রোন এলাকায় রেখে দেওয়া হয়। বিমানবন্দরের সংশ্লিস্ট আধিকারিকরা এই পর্বটিতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি ফটিকরায়, ৯ জানুয়ারি ।। সাতসকালে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কুমারঘাট থানাধীন সুকান্তনগর এলাকায়। রবিবার সকাল আনুমানিক ৬টা নাগাদ সুকান্তনগর পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোবিন্দ দেবনাথের ছেলে সুকেশ দেবনাথের ঝুলস্ত মৃতদেহ দেখতে পান পরিবারের লোকজন। ৩০ বছরের সুকেশ দেবনাথ মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে রেখে গেছেন। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই মনে করছে পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী সুকেশ দেবনাথের বাড়িতে ছুটে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদস্তের জন্য। গরিব পরিবারের গৃহকর্তার মৃত্যুতে পরিজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কি কারণে সুকেশ দেবনাথ আত্মহত্যা করলেন তা জানা যায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। সুকেশ দেবনাথের পরিজনরা জানান, শনিবার রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে তারা সুকেশের ঝুলন্ত এরপর দুইয়ের পাতায়

### যুবকের ঝুলন্ত ব্রুবিকর ঝুলন্ত ব্রুবকের ঝুলন ব্রুবকের ঝুলন ব্রুবকের ঝুলন ব্রুবকের ঝুলন ব্রুবকের ঝুলন ব্রুবকের ঝুলন ব্রুবকের ঝুল ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ জানুয়ারি ।। তরুণী বধূর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাকে খুন বলে অভিযোগ করেছেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন। তাদের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই রোজিনা বেগমের উপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন নির্যাতন চালিয়ে আসছে। বিশেষ করে তার স্বামী প্রায়শই টাকার জন্য স্ত্রীকে মারধর করে। যখনই রোজিনা বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসেন তখন মারধর বন্ধ হয়। টাকা শেষ হয়ে গেলে আবার নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। তাদের সন্দেহ, শনিবার রাতে রুজিনাকে হত্যার পর তার মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সোনামুড়া থানাধীন কুলুবাড়ি ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল হান্নানের স্ত্রী রোজিনা বেগমের ঝুলস্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রোজিনার বাপের বাড়ি উদয়পুর গর্জনমুড়ায়। তার একমাত্র সন্তানের বয়স মাত্র দেড় মাস। রবিবার ময়নাতদন্তের পর সোনামুড়া হাসপাতাল থেকে রোজিনার মৃতদেহ তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে রোজিনার মা এবং অন্য আত্মীয়পরিজনরা অভিযোগ করেন, তাদের মেয়েকে অসংখ্যবার মারধর করা হয়েছে। তাই তাদের সন্দেহ হয়তো তাকে হত্যা করে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে রোজিনার স্বামী এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা। তারা এই ঘটনার বিচার চাইছেন। রোজিনার মা জানান, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন মৃত্যুর সময় নিয়েও দু'রকম কথা বলেছেন। তারা একবার বলেছিলেন রাত ৯টায় রুজিনার মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তী সময় বলা হয় রাত ১টায়

চাকরিজীবী যুবককে নিয়ে দুই যুবতির টানাই্যাচড়া



তার মৃত্যু হয়েছে। এনিয়েই সন্দেহের দানা বেঁধেছে। সোনামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাটি অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে তদন্ত শুরু করেছে। তবে খুনের মামলা দায়ের হওয়ার খবর জানা যায়নি। তরুণী বধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

রাজারবাগ রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন

এলাকায় আসলে খবর পেয়ে

হাতেনাতে ধরে ফেলে প্রতারিত

প্রথম প্রেমিকা। আর তারপর ওই

যুববকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া শুরু

করেন দুই প্রেমিকা। আর এই ঘটনা

প্রত্যক্ষ করতে পেরে স্থানীয়

কৌতৃহলী লোকজন ভিড় জমান।

খবর দেওয়া হয় রাধাকিশোরপুর

থানায়। খবর পেয়ে

রাধাকিশোরপুর থানা এবং

রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার

পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তিনজনকে

উদ্ধার করে রাধাকিশোরপুর

মহিলা থানায় নিয়ে যায়। আর এই

ঘটনায় এদিন গোটা এলাকায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও কদমতলা, ৯ জানুয়ারি ।। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে অসহায়ের মতো দিনযাপন করছেন ১৯ বছরের এক যুবতি। ছোট ভাইকে নিয়ে ইট কিংবা পাথর ভেঙে কোনওরকমভাবে সংসার প্রতিপালন করছেন। কিন্তু তাদের বেঁচে থাকাটাই যেন অন্যের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই অসহায় যুবতির উপর ক্রমাগত নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তিনজন। অথচ তারা ওই যুবতির আত্মীয় পরিজন বলেই খবর। কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলা পঞ্চায়েত এলাকার ওই যুবতি নির্যাতনের শিকার হয়ে পুলিশের দারস্থ হয়েছিলেন। পুলিশ তার অভিযোগ গ্রহণ করলেও এখনও

#### যান সন্ত্ৰাসে মৃত্যু শিক্ষকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ জানুয়ারি।। টিউশন সেরে বাড়ি ফেরার পথে যান সম্রাসে মৃত্যু এক শিক্ষকের। ঘটনা উদয়পুরের চন্দ্রপুর এলাকায়। নিহত শিক্ষকের নাম গৌতম মজুমদার (৪৯)। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে উদয়পুরের মাতাবাড়ি এলাকায়। জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় যান দুর্ঘটনাটি হয়েছিল। টিউশন সেরে বাড়ি ফিরছিলেন গৌতম। রাস্তায় তাকে একটি মারুতি গাড়ি ধাক্কা মেরে



পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় জিবি হাসপাতালে। রবিবার গভীর রাতেই মারা যান গৌতম। রবিবার তার দেহটি নেওয়া হয় মাতাবাড়িতে। ইন্দিরানগর বিজেপির মণ্ডল অফিসে মৃতব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানান বিজেপির মহিলা মোর্চার গোমতী জেলার সভানেত্রী শুক্লা মজুমদার।

ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এদিকে ক্রমাগত হুমকির মুখে পড়ছেন ওই নির্যাতিতা। সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে যুবতি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি জানান, ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে দিদা এবং মামার জমিতে একটি কুঁড়েঘরে ভাই-বোন দিন গুজরান করছেন। কিছুদিন পরপরই নাকি তার মামা, দিদা এবং মাসী মিলে মারধর

নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রামের মাতব্বরদের কাছেও আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু মাতব্বররাও ঘটনাটি চেপে যান। নির্যাতিতার কথা অনুযায়ী তার মামার চোখ রাঙানিতে মাতব্বররা চুপ করে আছেন। তাই তিনি পরবর্তী সময় কদমতলা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। অজ্ঞাত কারণে পুলিশও তার অভিযোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নির্যাতিতা করেন।অসহায় নির্যাতিতা ক্রমাগত জানান, গত ব্ধবারও তাকে

### মান্দরে দুঃসাহাসক চুরি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ৯ জানুয়ারি ।। ফের মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি। এবার ঘটনা কমলপুর রামঠাকুর আশ্রমে। শনিবার রাতে চোরের দল রামঠাকুর সেবামন্দিরে ঢুকে স্বর্ণালঙ্কার-সহ অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। রবিবার সকালে আশ্রমের লোকজন ঘটনাটি টের পান। তারা এসে দেখতে পান আশ্রমের অফিস কক্ষের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া মন্দিরেও চোরের দল প্রবেশ করেছে তা বোঝা গেছে। আশ্রমের পুরোহিত বাবলু অধিকারী প্রথমে ঘটনাটি টের পান। তিনি সকালে পুজো দিতে এসে মন্দিরের অবস্থা দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন। পরে আশ্রম কমিটির কর্মকর্তারা খবর পেয়ে ছুটে আসেন। তারাই কমলপুর থানার পুলিশকে ঘটনার খবর দেন। পুলিশ পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে যায় এবং তদন্ত চালায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি বাইকের চাবি এবং চশমা উদ্ধার হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, চোরের দল চশমা এবং বাইকের চাবি ফেলে গেছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনায় নাগরিকদের মনে পুনরায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিগত দিনে কমলপুর থানা এলাকায় বেশ কয়েকটি। দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু পুলিশ ওইসব মামলায় তদন্ত চালিয়ে বিশেষ কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। যে কারণে স্থানীয়দের মনে চোরের আতঙ্ক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাড়িঘর, দোকানপাট এমনকী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও এখন আর নিরাপদ নয়। চোরের দল আশ্রমে ঢুকে রামঠাকুরের। পায়ে থাকা স্বর্ণের তুলসী পর্যন্ত নিয়ে যায়। এমনকী আশ্রম কমিটির ব্যাঙ্কের চেকবুকও নিয়ে গেছে চোরের দল। পুলিশ এখন বাইকের চাবি এবং চশমার মাধ্যমে চোরদের শনাক্ত করতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

প্রচণ্ডভাবে মার্ধর করে অভিযুক্তরা। যার ফলে তার হাত কেটে যায়। অসহায় নির্যাতিতা পুনরায় কদমতলা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন। কিন্তু পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো দূরে থাক তার অভিযোগের তদন্ত পর্যন্ত করেনি বলে অভিযোগ। সংবাদমাধ্যমের দারস্থ হয়ে নির্যাতিতা কাঁদতে কাঁদতে নিজের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেন। তার কথা অনুযায়ী এখন তারা যে জায়গায় বসবাস করছেন সেটি তাদেরই। কিন্তু মামার <u> পারবার তাদেরকে ডচ্ছেদ করে</u> দেওয়ার জন্য এভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচেছ। নির্যাতিতার অভিযোগ সত্ত্বেও পুলিশের নীরব ভূমিকার পেছনে অন্য কোনও

#### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ জানুয়ারি ।। প্রণয় সম্পর্কিত খেলা চলছে কিনা তা নিয়ে প্ৰশ্ন ঘটনার জেরে ধুন্ধুমার কাণ্ডে ছড়াল তুলেছেন এলাকাবাসী। উত্তেজনা। চাকুরিজীবী এক

### কৌতৃহলী শতাধিক জনগণ। ঘটনা ড়ির তিন ভাইয়ের ধরে আসছে নেশা সামগ্রী

বিশালগড়, ৯ জানুয়ারি ।। রাজ্য আর নেশামুক্ত হলো কোথায়? প্রতিনিয়ত পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসম থেকে রাজ্যে ঢুকছে বিভিন্ন ধরনের নেশা সামগ্রী। বাম আমলে যারা দাপিয়ে ব্যবসা করেছিল তারাই রাম আমলে বিভিন্ন কায়দায় নেশা সামগ্রীর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রাউন সুগারের কৌটা থেকে শুরু করে এসকফের বোতল প্রতিনিয়ত রাজ্যে ঢুকছে। যার সাথে যুক্ত আছে একাংশ নেতা এবং পুলিশও। সূত্র অনুযায়ী ত্রিপুরা ও অসম সীমান্তের চুরাইবাড়ি এলাকায় বসবাসরত তিন ভাইয়ের দৌলতে রাজ্যে দেদার নেশা সামগ্রী আসচ্ছে। চুরাইবাড়ির জয়নাল, আবুল ও কামরুল

সাথে জড়িত। একটা সময় তাদের বাবা নাকি গরুর ব্যবসায় জড়িত ছিল। অসমের নাগরিকরা গরু পাচার বাণিজ্য নিয়ে একবার তাকে গণধোলাই দিয়েছিল। পরবর্তী সময় বাবার পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে তিন ভাই মিলে অসমের নেশা বাণিজ্যের রাঘববোয়ালদের সঙ্গে হাত মেলায়। সেখানকার পিংকু নামে এক ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে নেশা র্যাকেটে যুক্ত হয় তারা। নেশার আদানপ্রদানে নিজেদের যুক্ত করে মোটা অংকের লোভ দেখিয়ে রাজ্যের আরও যুবকদের এই ব্যবসায় উৎসাহিত করে। গত কয়েক বছর ধরে তারা চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। টাকার লোভ দেখিয়ে

যুবককে তারা ব্যবসায় শামিল করেছে। রাজ্যের কয়েকটি থানার অফিসারও নাকি তাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। অসম থেকে নেশা সামগ্রী সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হয় আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজার এবং বিশালগড়ের নিচেরবাজার-সহ বিভিন্ন স্থানে নেশা সামগ্রী পাঠিয়ে দিচ্ছে তারা। বিশালগড় নিচেরবাজারে রাতের অন্ধকারে নেশা সামগ্রী আনলোডিং করে পরদিন সকালে সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয় বক্সনগর, সোনামুড়া এবং ধনপুর এলাকায়। তাছাড়া বিশালগড়ের চায়ের স্টল

প্রেমিককে নিয়ে দুই প্রেমিকার মধ্যে

চলে টানাহ্যাচরা।এই ঘটনা প্রত্যক্ষ

করতেই ভিড় জমায় এলাকার

এরপর দুইয়ের পাতায়

#### ঘটনার বিবরণে জানা যায় আগরতলার বাসিন্দা জনৈক এক চাকুরিজীবী যুবকের সাথে উদয়পুরের এক যুবতীর প্রায় পাঁচ বছরের প্রণয়ের সম্পর্ক রয়েছে। এরই মধ্যে ওই যুবকটি অন্য আরেকটি মেয়ের সাথে প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। রবিবার নতুন প্রেমিকাকে নিয়ে উদয়পুর

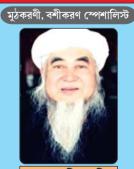
রবিবার দুপুরে উদয়পুর রাজারবাগ

রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়।

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৩৫০ ভরি ঃ ৫৫,২৪১

সমস্যার সমাধান



বাবা আমিল সুফি প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্ৰু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT 9667700474



স্বৰ্গীয়া হিমজা রায় জন্ম ১২/০৭/১৯৪৫ইং মৃত্যু ২৯/১২/২০২১ইং

আমাদের মা হিমজা রায় ২৯শে ডিসেম্বর ২০২১ইং, বুধবার রাত ১২টা ১৫ মিনিটে পরলোক ধামে গমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

**শোকাহত**— সুব্রত রায়, আশিস রায়, দেবাশিস রায়, মিতা রায় এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা

#### Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে। Mob - 8416082015

#### বিশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আদি মানব।লোকে বলে বন মানুষ। অথচ যার জীবনে সবই আছে আবার কিছুই নেই, ঠিকানা একমাত্র জঙ্গল। আবার খাবার আসে হোটেল থেকে বেলায় বেলায়। খাওয়া-দাওয়া আর রাত্রিযাপন শুধু জঙ্গলে। গত দু'মাস ধরে এই চিত্র চলছে কাঞ্চনমালার জঙ্গলে। নাম ঝন্টু পাল। মা-ভাই-বোন-স্ত্রী-পুত্র

কলহ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। যেন যে, একদিন বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে এসে খোলা আকাশের নিচে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছেন। স্ত্রী-সন্তান এমনকী মা-বাবাও কোনও খোঁজখবর করেননি আর। তিনি জীবিত কি মৃত তাও জানেন না তারা। বলা ভালো জানার চেষ্টা করেননি। তাই জঙ্গলকেই ঠিকানা হিসেবে বেছে নিয়েছেন ঝন্টুবাবু। এলাকার সবই বর্তমান। কিন্তু পারিবারিক মানুষেরা এমন কাণ্ড দেখে



হতবাক। ঝন্টুবাবু জানিয়েছেন, আর ঘরে ফেরার ইচ্ছা নেই তার। এইভাবেই জঙ্গলে যতদিন কাটাতে পারেন কাটাবেন। এরপর পরপার-এর ডাকে পাড়ি দেবেন সেখানে। মনের দুঃখে এভাবে বনে যাওয়ার দৃশ্য সত্যিই বিরলতম ঘটনা। আবার সবকিছু বুঝেও কোনও কিছুই না বুঝার চেষ্টা করছেন যিনি সেই ঝন্টুবাবুর অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।